দুই বোন।

(উপন্যাস।)

নহি দেবি! দ্বারে প্রথম-প্রবেশী,
এধরা, স্মরণে-শুনেছি আমি।
কহলো ললনে! তারা-কারা তারা,
মরকত যারা, এ ভবভূমি॥

শ্রীহারাণশশী দে প্রণীত।

(কলিকাতা, গরাণহাটা ষ্ট্রীট ৪০ নং পুস্তকালয় হইতে)
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ দ্বারা
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩২৩ নং চিৎপুররোড/কমলাকান্তযন্ত্রে
শ্রীবাণেশ্বর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

উৎসর্গ।

ভক্তিমুক্ত্যুপযুক্ত

প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াসেব্যসমদর্শী

নামা

ধার্ম্মীকশিরগুণালঙ্কৃত

অগ্রজ

শ্রীবলাইচাঁদ দের

কোমলকরকমলপল্লবে

উপহার

স্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

তোমারই স্নেহের—

শ্রীহারাণশশী।

দুই বোন।
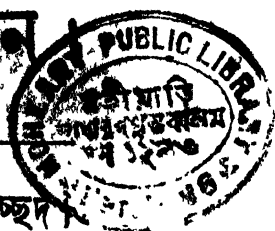
প্রথম পরিচ্ছেদ।

মা ও মেয়ে।

আজ পূর্ণিমা। সন্ধ্যা ডুবিয়া গিয়াছে। রজনী এখন জ্যোৎস্নামাখা হাস্যময়ী। চন্দ্রমা ফিকি ফিকি রোয়ে ব'সে নীলাকাশে হাঁসিতেছেন। বহু পূর্ব্বে দিক্‌বিদেশ হইতে শুভ্র-রঙ্গিলা-মেঘ চন্দ্রোদয় দেখিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন তাহারা রোয়ে থেকে থেকে চন্দ্রিকার চাঁদবক্ষে ঢলিয়া পড়িতেছে। শশীবালা তবুও সুহাসিনী।—সে যে রসিকা। বনগ্রাম নিস্তব্ধ—কোলাহল রহিত।—বালিকা যে এখন নব-স্বামীর প্রেমক্রোড়ে শায়িতা। এই কৌমুদীমাখা রজনীতে প্রায় গ্রামের সকলেই শান্তি বক্ষে নিদ্রিতা।—বিশেষতঃ নব বিবাহিত যুবক যুবতীরা।

এই গভীর নিশিথকালে একটী যুবতী ধীরে ধীরে তাঁহার কুটির হইতে বাহির হইলেন; পরে এদিক সেদিক—চারিধার নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, অমনি গৃহে শিকল লাগাইয়া দিয়া ত্বরিতপদে রাজমার্গ দ্বারা নিজ গন্তব্য পথে চলিলেন। চন্দ্রালোকে যুবতীটীকে অতি

পরিষ্কার সুন্দরী বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া দুরন্ত-পবন যুবতীর এলাইত চিক্কণ কেশনিকর লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন এবং কখন কখন ভাস্কারসে চ'লে চ'লে উদধি ভ্রমে লালাক্তাসংযুক্ত বদনে পড়িতে লাগিলেন। এমত অবসরে একজন শান্তি রক্ষক অতি উচ্চ এবং কর্কশ স্বরে বলিল—"কৌন যাতা হায়রে ?"

যুবতী। আমিরে—মৃণালের মা।

শান্তি রক্ষক। মায়ি ! এত্না রাত্মে কাঁহা যাতা ?

যুবতী। শৈলদের বাড়ী।

চৌকীদার আর কোন প্রশ্ন করিল না—যুবতী চলিয়া গেলেন। কিয়ৎপথ গমনান্তর যুবতী একটী পরিষ্কার কুটীর-দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। অমনি মধ্যদেশ হইতে একটী বামাস্বর বলিল "কেগা ?"

যুবতী। মা ! আমিগো।

এই স্বর শ্রবণ মাত্রই গৃহস্থ স্ত্রীলোকটী যেন অতি সম্পর্কীয়া পরিচিতা বিবেচনা করতঃ তাড়াতাড়ি গৃহার্গল উন্মোচন করিয়া দিল। আগন্তুক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অর্গল পড়িল। আগন্তুককে গৃহে প্রবেশ করাইয়া বালিকা একখানি পশমাসন বিস্তীর্ণ করতঃ বলিল—"মা এতরাত্রে যে ?"

"মৃণাল এখনও আসেনি। যদি তোদের বাড়ি এসে থাকে, তাই একবার দেখতে এলুম।"

বালিকা। হ্যাঁমা, মৃণাল দাদার কি আজ আস্‌বার দিন্ ?

"হ্যাঁমা, কিন্তু কৈ সেতো এখনও এলোনা। বলি শৈল, তুই এখনও কি কচ্ছিলি ? রাত যে একটা বাজে ?

শৈলজা। মা, এই বইখানা পড়্‌ছিলুম।

"জামাই কোথায়?"

শৈলজা। পাশের ঘরে ঘুমুচ্চেন।

"তুই যে এখনও জেগে?"

শৈলজা। তা মা কি করি বল; ঘুমুলেই তিনি সারারাত ঝগড়া করেন খিমচি কাটেন, আর আপনিও ঘুম'ননা আমাকেও ঘুমুতে দেন না।

"তবে মা, আজ চল্লুম?"

শৈলজা। মা কিছু খেয়ে যান। মেয়ের বাড়ী এলে শুধুমুখে যেতে নাই।

"তাইত তোদের বাড়ী আর আসিনি। আস্‌লেই খালি কাঁদিস্, আর খাবার কথা।"

মাতা যাই যা বলুক, কিন্তু বালিকা খাওয়াইল।—কথায় জিতিল।

"তবে মা চল্লুম—যা শুগে যা, রাত হোয়েছে।"

মাতাও আবাসে ফিরিলেন, শৈলজাও পুস্তক রাখিয়া শয়নে চলিয়া গেল। পাঠক বা পাঠিকা বলিতে পারেন, এ পুস্তক কি? তাহাতে আমরা বলিব—ইহা বিদ্যাসুন্দর নয়, বিষবৃক্ষ নয়,রতিশাস্ত্রও নয়; এতে খুড়ী কাকার প্রেমও নাই, রস নাই রঙ্গিলাও নাই "তবে একি বই, এ বইই না।" এ কথা রসিকারা বলিবেন, কিন্তু ইহাই বই। ইহার নাম—যোগশিক্ষা।

মাতা কন্যার কাছ হইতে বিদায় লইয়া নিজ কুটীরে উপনীতা হইলেন। তৎপরে গৃহকপাট উন্মোচন করিয়া

মৃণাল আগমন আশায় আশ্বাসিতা হইয়া বহুক্ষণ অবধি উপ-বেশন করিয়া রহিলেন এবং প্রতি পত্রপ্রকৃতিঘটিতশব্দে মৃণাল আসিতেছে অনুমান করিতে লাগিলেন; কিন্তু মৃণাল আসিল না। তৎপরে যুবতী আগমন সময় অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া দ্বার দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু আমরা বেশ উত্তম অনুসন্ধানে পরিজ্ঞাত আছি যে, তিনি সে রাত্র একটীবারও নিদ্রা যান নাই।

প্রাতঃকাল হইল। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এমত সময় গ্রামস্থ হরকরা একখানি পত্র মৃণালের মাতার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল। যুবতী অমনি অনাহারেই পত্র হস্তে শৈলদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। শৈলজা তখন শান্তশিলা-নদী ক্ষুদ্রতরঙ্গিণীতে স্নান করিয়া আসিয়া প্রাঙ্গনস্থ চাতা-লোপরে স্নিগ্ধচারু মোহন দৃশ্য প্রাতঃপ্রসূনঃ অদ্ভুত রূপরাশি বিস্তৃত করতঃ গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা কিঙ্কণতরঙ্গান্দোলিতসমা এলাইত কেশনিকর শুষ্ক করিতেছিলেন। শৈল এমত সময়ে মাতাকে আসিতে দেখিয়া উদ্বিগ্না স্বরে বলিল—"মা আজ কার মুখ দেখে উঠেছি যে তুমি এখন?"

মাতা সে সকল বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া করমধ্য হইতে পত্র খানি বাহির করিয়া বলিলেন "শৈল, এখানা কি পড়ত?" শৈলজা সে খানি তিন চারিবার অধ্যয়ন করিল, তৎপরে বলিল—"মা, দাদাকে বাবু আর বাবুর স্ত্রী কাশী বেড়াতে নিয়ে গেছেন?"

ইহা শুনিয়া মাতা ও মেয়ে কেহই এক বিন্দু মুক্তাতোয় ফেলিলেন না—বা অন্তরে বিষণ্ণ হইলেন না। কারণ তাঁহারা

মৃণাল মুখে শুনিয়াছিলেন যে, বাবু ও বাবুর স্ত্রী তাহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন। কিন্তু হাজার হোক্ পাঠিকা মহোদয়েরা ভাবুন—মাতার মন। পাঠক নয়।

সে দিবস এবং তৎপর দিবসও শৈলবালা স্থলভমোহন ক্রন্দন ধরিয়া মাতাকে নিজ আবাসে অবস্থান করাইলেন। পরে শৈল-মাতা আবাসে চলিয়া আসিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পতি ও পত্নী।

কলিকাতায় কিরণচন্দ্র নামে এক সমৃদ্ধিশালী জমীদার বাস করেন। জমীদারের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিৎ মাত্র অধিক হইবে; শরীর সাধারণ প্রাবৃট সম্ভূত নব দূর্ব্বাদল তুল্য, অথবা তদাধিক মনোজ্ঞ কান্তি। তাঁহার পিতৃ নিবাস লোকনাথপুর। পিতার নাম রূপনারায়ণ মিত্র। রূপনারায়ণ অতি বয়সে, জমীদার রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা সুন্দরীকে বিবাহ করেন; কিন্তু বিবাহ হইতে চারিবর্ষ যাইতে না যাইতেই সুন্দরী, কনকচম্পকরাগজড়িতস্নেহ ক্রোড়-নিধি—কিরণচন্দ্রকে প্রসব করিয়াই মানবক্লেশকুটিলজাল-জড়িত লীলাজীবন পরিত্যাগ করেন। রূপনারায়ণের সংসারে এখন আর কেহই রহিল না, সওয়ায়—কিরণচন্দ্র। দিনেদিনে শশীকলার ন্যায় শ্রীমান্ কিরণচন্দ্ররূপআভা বিস্তার করতঃ পৃথিবী লক্ষ করিতে লাগিলেন এবং একমাত্র বিলিন হইতে না হইতেই কুটিলবিভূষিতা কলিকাতা মহানগরীতে ইংরাজী বিদ্যা লাভার্থ প্রেরিত হইলেন। বহু পরিশ্রমের পর্য্যাবসানে কিছুকালের মধ্যে দুইটী ইংরাজী পরীক্ষা যেন তেন প্রকারেণ উত্তীর্ণ হইলেন। পরে পিতার পত্র পাইয়া লোকনাথপুরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রূপনারায়ণের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই ইচ্ছা পুত্রের একটী টুক্-

চুকে বধূ বা কন্যার একটী রূপৈশ্বর্য্যগুণবিভূষিত জামাতা, মৃত্যু পূর্ব্বেই দেখিয়া যান। ইহা চীরধারী হইতে স্তরে স্তরে প্রভূত ধনসঞ্চয়ী সম্রাট অবধি। কিন্তু জাগতিক্ পরিচালনে সকলের ভাগ্যে ইহা উপস্থিত হয় না। তবে রূপনারায়ণের যে ইহাতে মতি চলিবে না, ইহা কে বলিতে পারে? পুনঃ কিরণচন্দ্র উপযুক্ত।

যথাবসরে রাজা সচিবচন্দ্রের কন্যা—বিমলার সহিত কিরণচন্দ্রের পরিণয় হইয়া গেল। জমীদারের খাঁ। খাঁ। হাঁ। হাঁ আঁধার আলয়ে একটী ইন্দিরা ফুটিল। জগৎমধ্যাগত রমণী সৌন্দর্য্য আসিয়া সৌরবিহীনা আবাসভবন সুষমায় পরিণত করিল। কিন্তু জগৎ পিতার লীলামানসই এই—কিছু দিন যাইতে না যাইতেই জমীদার করালকালসজ্জায় শয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে পলকে পলকে মৃত্যু সন্নিকট হইতে আরও অগ্রে অধিকার বিস্তার করিল। তখন রূপনারায়ণ দাওয়ানকে উইল লেখার সরঞ্জম আনিতে বাধ্য করিলেন। পরে সব আনিত হইলে উইল লেখা হইল। রূপনারায়ণ বলিলেন "একবার পাঠ করিয়া সকলকে শোনাও!" তখন দাওয়ান পড়িতে লাগিলেন—"আমি আমার তাবৎ বিষয় একমাত্র দেবী বিমলাকে দিয়া চলিলাম। ইহাতে আর কাহারও কিছু হস্ত রহিল না।"

এই পাঠ সমাপ্ত হইবা মাত্রই উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী এক একটী স্বাক্ষর দিলেন। বৃদ্ধও চক্ষু উল্টাইল!—বায়ুতে বায়ু মিশিয়া বায়ু বাড়াইল! কিরণচন্দ্র, সন্তানের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সমস্তই সমাধা করিলেন। তৎপরে দুই বৎসর তথায়

অবস্থান করতঃ কলিকাতায় একখানি উদ্যান সমেত বাটী ক্রয় করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় চারিমাস যাইতে না যাইতেই কিরণচন্দ্র তিনশত টাকার একটী কর্ম্ম পাইলেন। সোণায় সোহাগাই মেশে, ভেজাল কখন মিশ্রিত হয় না।

পাঠক! মৃণালচন্দ্রের যখন পিতৃ বিয়োগ হয়, তখন বহু অন্বেষণের পর লোকনাথ পুরে কিরণচন্দ্রের বাটিতে চারি টাকার বেতনের পাচক সাহায্যকারীর কর্ম্মটী পাইয়াছিল। এখন মৃণালের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। পরে যখন কিরণচন্দ্র জমীদার কলিকাতায় আসিলেন, তখন মৃণালকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পতি ও পত্নী।

মৃণাল কলিকাতায় চাকুরী করে এবং মাসের মধ্যে দুইবার করিয়া প্রভুর নিকট হইতে অবসর লইয়া বনগ্রামে মাতা ও ভগ্নী শৈলজাকে দেখিতে যায়। শৈশবাবস্থা হইতে মৃণাল কিরণচন্দ্রের নিকট কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া বা যে কারণেই হউক, কর্ত্তা কর্ত্রীর দয়ার পাত্র হইয়াছে এবং অন্দরমহলে শয়ন হেতু একটা ঘর প্রাপ্ত হইয়াছে।—তদ্রূপ অতিত সংখ্যায় একটা কর্ম্মও বাড়িয়াছে—বিমলাকে গল্প শুনান, দেশ, ভগ্নী ও মাতা ইত্যাদির বিষয় বিবৃত করা। ইহাতে মৃণালের ভার বোধ হইয়াছে। মৃণালকে যদ্যপি প্রতি দিন দশ কলসি করিয়া জল আনিতে বলিতেন তাহাতে যত না ক্লেশানুভব হইত, ইহাতে নির্জ্জনে চাকর হইয়া প্রভু পত্নীর সহিত একাসনে বসিয়া লাজুকচঞ্চলস্বভাবসম্পন্ন মৃণালচন্দ্রের পক্ষে ততধিক অসুভব হইয়াছে। সে যাহাই হউক, এ কর্ত্তার আজ্ঞা নয়,—এ সর্ব্বেশ্বরী শঙ্করী বিমলার আজ্ঞা। অবহেলা করে কাহার সাধ্য।

এক দিবস দিবাবসানে মৃণাল হঠাৎ বিমলার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। বিমলা তখন স্বামীর ক্রোড়ে সর্ব্বশরীর চলাইয়া দিয়া রসরঙ্গ কথা কহিতেছিলেন এবং কিরণচন্দ্র

থেকে থেকে লালাধরপ্রান্তে চুম্বন দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিলেন। উভয়েই সহাস্যমুখান। বিমলার হৃদয়বাস কিয়ৎ স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। মৃণাল এই দৃশ্য দেখিয়াই পলাইতে যায়। অমনি কর্ত্তা ও কর্ত্রী উভয়েই ডাকিল— "মৃণাল ?" মৃণাল আর কোথায় যাইবে! বাহিরে দাঁড়াইল। ইচ্ছা হইতেছে পলাই, কিন্তু পারিল না—কারণ তন্মুহূর্ত্তেই বিমলা স্বয়ং তাহার হস্ত ধরিয়া আনিয়া কিরণচন্দ্রের নিকট মৃণালকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করিলেন। পরে বিমলা বলিলেন—"মৃণাল কেন এসেছিলে ?"

"খাবার সময় যায় তাই ডাকৃতে!"

বিমলা। তবে না ডেকে যে পালাচ্ছিলে ?

মৃণালের আর বাক্য সরে না। তখন বিমলা বলিলেন— "জাননা অপরিচিত লোক কখন ঘরে ঢুকিতে নাই ?"

মৃণাল তখন মনেমনে চিন্তিল,—তাইত! আমারিত অন্যায় হইয়াছে। নাকৃখৎ—আর নয়!

এমন সময় বিমলা মৃণালকে চুমুদিয়া আরও ক্রোড় হৃদয়ে টানিয়া বলিলেন—"মৃণাল! তুমি যে আমাদের নিজের লোক. তুমি পলাইতে ছিলে কেন ?"

তখন মৃণালের চক্ষুপার্শে স্নেহ বারি স্বল্প পরিমিত আসিয়া পরে অধিকার বিস্তারিল। বিমলা অমনি অশ্রুজল অঞ্চল দিয়া মুছিয়া বলিলেন—"মৃণাল! আমি তোমার কে হই ?"

"মা।"

বিমলা। ইনি।

"বাবু।"

বিমলা। বাবু কি মৃণাল! আমি তোমার মা আর ইনি যে তোমার পিতা।

মৃণাল যাইতে চায় বিমলা ছাড়িল না। তখন বিমলা বলিলেন—"বল ইনি তোমার কে? তবে ছাড়িব।"

"পিতা।"

বিমলা একটী চুমু দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মৃণাল পলাইল। এখন হইতে আমরা বেশ পর্য্যবেক্ষিত আছি যে, মৃণাল আর বাবুর বর্ত্তমানে গৃহে প্রবেশ করে না এবং অনুপস্থিতেও কদাচিৎ।

এক দিন নিশার শয়নশয্যায় কিরণচন্দ্র বলিলেন—"বিমলা, কাশীতে একটী দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিব?"

প্রণয় প্রণয়িণীর কথাবার্ত্তার অবসরই নিশা।

বিমলা। হৃদয়ে নয়তো?

"কেন?"

বিমলা। এক যে বর্ত্তমানা—তাঁ কবে যাবে?

"পরশু দিবস।"

বিমলা। কে কে?

"মৃণাল আর আমি।

বিমলা। আর?

"সে যায়।"

বিমলা। কেন? মহারাজের কাছে তার কি অপরাধ?

"অপরাধ মৃণালকে সব ভালবাসা দান। আর আমার ভাগ্যে কিছুই না!"

এই বলিয়াই কিরণচন্দ্র রসিকা বিমলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গণ্ডে গাঢ় চুম্বন দিলেন। পাঠিকা! বিমলাও যে এ সুঅবসর বাতিল করিল তাহা ভাবিবেন না। এখন স্থির হইল—তিন জনে। ধন্য! সতীধর্ম্মপ্রেমপূর্ণ অনন্তমানবমন-মোহিনী চুম্বনকোল! তুমিই সকল কার্য্যে সক্ষমা! এই সকল বাক্‌বিতণ্ডার গর্ভাঙ্কে যে কি প্রসব করিল তাহা পাঠিকাকে বোধ হয় জ্ঞাত করাইতে হইবে না—কারণ প্রায় সকলেই বিবাহিতা। আর যে সকল পাঠক এপুস্তক ধরিয়াছে, তাহারা অবিবাহিত হইলেও ইহার খনিজপরঅঙ্ক বিশিষ্টরূপে পরিগণিত—পাঠিকারা তো আছেনই।—ছেলে বেলা থেকে রঙ্গরঙ্গে ঢলঢোলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশীতে পার্ব্বতী।

কাশী অতি একটী মনোহর জনপদ। গঙ্গার এ পার থেকে কাশী তীর্থের দৃশ্য অতি পরিষ্কার। পতিতোদ্ধারিণী চাঞ্চল্য গঙ্গা, কাশীবাসীর পাপরাশী নাশিবার জন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কাশীকে পরিবেষ্টিত করিয়া, উত্তর বাহিনী হোয়ে ক্রীড়া করিতেছেন। থেকে থেকে পাষাণ সোপানাবলির উপর আছাড়ি পিছাড়ি খাইতেছেন—এবং এ অলৌকিক দৃশ্যচমৎকারে মিশাইতেছেন।

আমরা কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। পূর্ব্বেই দেবালয় নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছিল; আমরা তথায় যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। যথা দিবসে বিধিমতে তিথিনক্ষত্র-যোগে দেবী পার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল। জীবনের একটী স্মৃতি চিহ্নও চলিল। এখন আমাদের দেব দেবী দর্শন ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই রহিল না। এক দিবস আমার মাতা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"মৃণাল! ঠাকুর দেখ্‌তে যাবি?" আমি বলিলাম—"বাবু যদি বকেন?" মা বলিলেন—"সে আমি বুঝিব।"

তৎপর দিবস বাবু নিদ্রা যাইলে, আমরা দুই জনে চুপি চুপি বেণীমাধব দেখিতে চলিলাম। বেণীমাধব একটী

অতি উচ্চ-শৃঙ্গে সংস্থাপিত। এমন উচ্চাসন, দ্বিতীয় আছে কি না, তাহা আমি জানিনা। আমরা দুইজনে বহু কষ্টে বেণীমাধব দেখিলাম। তৎপরে কোথা হ'তে চিলের ন্যায় ভিখারিনীদল, আমাদিগকে আসিয়া ছাঁকিয়া ধরিল। তখন মা বলিলেন,—"ওরে আমাকে ছাড়্, ঐ আমার ছেলেকে ধর।" তাহারা অমনি আমাকে ভীষণপেড়াপেড়ি আরম্ভ করিল, কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমার হস্তে একটী অদ্ধপয়সাও নাই। যখন তাহারা আমাকে নাকাল করিয়া তুলিল, তখন মা, অমার দিকে চাহিয়া তাহাদিগকে হাঁসিতে হাঁসিতে পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

তৎপরেই আমরা তাড়াতাড়ি শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম, কারণ; সম্মুখেই করালী-রজনী; তাতে আবার পথ অপরিচিত, জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইয়াছিল!

আমরা অতিকষ্টে উভয়ে নিম্নে নাবিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ফুট্ফুট্ জ্যোস্না ফুটিয়াছে।

মা বলিলেন—"মৃণাল, কোন্ দিকে যাব?"

আমি বলিলাম—"এই দিকে।"

আমরা দুইজনে হস্তধরাধরি করিয়া, ত্বরিত পদে চলিয়া আসিতে লাগিলাম। যখন বহুদূর আসিয়াছি, এমত সময় আমি একটী লোককে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, পার্ব্বতীর মন্দির কতদূর?"

তিনি বলিলেন—"মা! পার্ব্বতীর মন্দির এধারে কোথা যাচ্চেন; সে যে পশ্চিমে।" আমরা আসিতেছি উত্তরে! আমার মস্তকে অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মার প্রাণ

চমকাইয়া উঠিল। মাতা আমাকে চুপিচুপি বলিয়া দিলেন—“বলনা পথটি চিনিয়ে দিতে।”

আমি বলিলাম—“মহাশয়,পথটি একটু এগিয়ে দিবেন ?”

“ আচ্ছা চল !”

নিঃশব্দে আমরা তিন জনে চলিতে লাগিলাম। কিয়ৎপথ আসিয়া তিনি বলিলেন—“এইবার তোমরা ঠিক্ সিধে যাও, আমি চলিলাম !” আমিও সেই অবসরে ভদ্রলোকটিকে চিনিয়া লইলাম।

আমরা দুইজনে, অন্ধকারে সরু পথ দিয়া আসিতেছি. এমত সময় দেখি কিনা; চারিজন চাকর সমেত আলোক হস্তে স্বয়ং বাবু। বাবু তখন আর কিছুই বলিলেন না, শুদ্ধ বকিলেন ; জানিনা শয়ন-শয্যায়, উপদ্রব করিয়াছিলেন কি না।

দিনে দিনে, আমি কাশীর নানা স্থান চিনিয়া লইলাম। এবং বাবু সে দিবস বকিয়াছিলেন বলিয়া যে, মা ও আমি আর কোনদিন, ঠাকুর দেখিতে যাইতাম না, তাহা নয় ! আমরা প্রায়ই চুপি চুপি সন্নিকটস্থিত নানা স্থান, অপরাহ্নে দেখিয়া আসিতাম, আর বৈকালবেলা ; কেবল আমি একা বেড়াইতে বাহির হইতাম। এইরূপে সমবয়স্ক পাণ্ডাদের নানা-রকম ছেলের সঙ্গে, আমার আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। এক দিবস আমি রামসীতা দেখিতে গিয়াছি ; গিয়া দেখি নাকি, আমাদের সে দিবসকার পথপ্রদর্শক ভদ্রলোকটী একটী সুন্দরীকে সঙ্গে আনিয়া, রামসীতা দেখাইতেছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“মহাশয় ! ভাল আছেন ?”

তিনি আমার দিকে একটু ফিরিয়া বলিলেন—"আছি।"

"মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?"

"এই কাশীতেই।"

আর তাঁহার নাড়ীনক্ষত্র লওয়া হইল না কারণ, তাঁহার স্ত্রী বড় বেআব্দারে। সে বলিল—"চলুন দেখা হোয়েছে।" তাঁহারা চলিয়া গেলেন; আমিও বনব্যবধান মার্গ দিয়া আসিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমার অতিশয় পিপাসা উপস্থিত হইয়াছিল, আমি একটী তড়াগ অন্বেষণ করিয়া, অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিলাম। তৎপরে একটী পাদপচরণ-ন্যস্ত, শ্যামল নবদুর্ব্বাদলপূর্ণ কোমলাসনে উপবেশন করিয়াছি, এমন সময় কোথা হইতে একটী উদ্ভ্রান্তকেশা উজ্জ্বলা-মোহনাক্ষিধারিণী, অপরূপা বনবালিকা পশ্চাতে দুইটী ভেড়া লইয়া, তাহাদিগকে জলপান করাইতে, সমুপস্থিত হইল। জলপানান্তে বালিকা, মেস দুইটীকে লইয়া বনপথে চলিয়া গেল। যতদূর চক্ষু যায় ততদূর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত তাহার অদৃশ্য লক্ষ করিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন আর তাহাকে দেখা যায় না, তখন উঠিয়া আবাসে চলিয়া আসিলাম। পর দিবসও সে ললনাকে অবগত হইবার নিমিত্ত; সেই বাপী তটে যাইয়া, তাহার আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলাম কিন্তু সে আর আসিল না। নানা ভাবনায় ভাবিত হইয়া, কাশীবাটী ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু নিদ্রা আসিল না; তন্দ্রা যেন আমাকে, চিন্তায় ফেলিয়া পলাইয়াছে। সাধে কি লোকে বলে—স্ত্রীবুদ্ধি ভয়ঙ্করী!—বিপদে দূরে দাঁড়াইয়া হাস্য করে, আর সুখে; কোলে তুলে মন মজায়।

তৎপর দিবস আহারাদি করিয়া বাটী হইতে বাহির হই লাম,এবং কোথায় সে থাকে এইটী জানিবার জন্য, বন পর্য্য· টন করিতে লাগিলাম। একটা দুইটা এইরূপে চারিটা পৃথ্বী শরীরে মিলাইয়া গেল, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না, পরে সময় বুঝিয়া তড়াগতটে আসিয়া, উপবেশন করিলাম। এমন সময় সেই বালিকা ভেড়া সঙ্গে আসিয়া, উপনীতা হইল।—কানন বৃক্ষাবলিতে যেন,একটী বনকুসুম বাড়িল। বালিকা সৈরিভদ্বয়কে জলপান করাইয়া, এবং নিজেরও তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চলিয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইল;—সঙ্গ ধরিয়া বিজনাবাস দেখিয়া আসি, কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না, কারণ সন্ধ্যা বাঁধা দিল। বলিল—বনপথ মনে নাই! আমিও বাটী চলিয়া আসলাম।

এইরূপে চারি পাঁচ দিবস, তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। জানিনা, সে আমাকে দেখিয়াছিল কিনা। একদিবস সে আসিয়া উপস্থিত হইলে; আমি তাহার সম্মুখে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁগা, তুমি কেগা?" বালিকা কিছুই উত্তর দিল না; কেবল আমার মুখ পানে চাঞ্চল্য ভঙ্গিতে চাহিয়া দেখিল। জানিনা, কখন এ জীবনে আমি তেমন চাহনি, দেখিয়াছি কিনা। এইরূপ দুইবার তিনবার চারিবার, জিজ্ঞাসিলাম কিন্তু সে একটীও উত্তর দিল না। কেবল একবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইল; কিন্তু আমি দেখিলাম দুই বিন্দু অশ্রু মুছিল। তৎপরে, সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে তাকাইল। আমি বলিলাম—"কেন, কথা কোচ্চ না, লজ্জা কোচ্চে কি?"

এবার সে হস্ত দ্বারা মুখ দেখাইল, এখন বুঝিলাম—বালিকা বোবা, কথা কহিবার ক্ষমতা রহিত। ধন্য বিভূ! সর্ব্বসুশ্রী বস্তুতেই আপনার একটী না একটী কলঙ্ক বিরাজমান!

সে দিবস সে, কিয়ৎকাল অধিক অবস্থান করিল, কিন্তু সে বোবা; তাতে আবার অপরিচিতা, কাহারও বাক্য চলে না। এমন সময় তাহার ভেড়াদ্বয়, তাহাদিগের স্বরে—"মা, বেলা যায়"বলিয়া ডাকিল; বালিকা আমার পানে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল। আমিও চলিয়া আসিলাম। অদ্য হইতে আমার হৃদয়পটে একটী নবসূর্য্য সমুদিত হইল, কিন্তু সেটী কি?—তাহা অব্যক্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বনবালা।

দিনে কিনা হয়।—বিচ্ছেদ হয়—প্রণয় হয়, দুঃখ হয়, সুখ হয়; অসৎ নিতম্বিনী সৎ হয়; অসাধ্যও সাধন হয়। হাঁসি হয়, ফাঁসি হয়, বালক জীন হয়, বেশ্যাও দেবী হয়। তবে যে, মৃণাল ও বালিকার সাক্ষাতে প্রণয় হইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? বাস্তবিক চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তে, নানা কার্য্য সংসাধিত হয়, কিন্তু কেনা স্বীকৃত হইবে, ইহাতে একটু ঐশ্বরীক-শক্তি নিহিত আছে। এই লীলারূপী সৌর-সংসারে, তুচ্ছ হইতে উচ্চ সোপানাবলি অবধি তন্ন তন্ন করিয়া সূক্ষ্ম মনে তত্ত্ব কর দেখিবে;—দিনে দিনে কাহারও সর্ব্বনাশ হইতেছে, কাহারও বা শুভে সুখ আলিঙ্গন করিতেছে। কেহ রাজ্যেশ্বর হইতেছেন, কেহ চীরধারী হইতেছে, তবে কি বলিবে—জগৎবন্ধুর দ্বারা এ কর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারে না? ইহাতে স্বর্গীয় শক্তির অবর্ত্তমান? আরও বলিতে পার,— অকালে ধর্ম্মরাজ আমার পিতা, মাতা, পুত্র, ভার্য্যা ইত্যাদিকে সরাইয়া, আমাকে অন্নের ভিখারী করিল, তবে কি এ হেন নিষ্ঠুরতর কার্য্যেও অপার্থিব শক্তি বিন্যস্ত। আমরা বলিব— হাঁ! কারণ ইহাতে অমঙ্গল কিছুই হয় নাই। এই দণ্ডেই যদি কেহ মম ভার্য্যাকে হরণ করে, তাহা হইলেও বুঝিব, এ সকলই শুভ। ইহা যে শুদ্ধ আমরা বলিতেছি তাহা নয়;

যে মানব মনুষ্যত্ব পাইয়াছে—পরমেশ্বরের দ্বারা এ জগৎ পরিচালিত বিশ্বাস করিয়াছে, সেই মুক্তকণ্ঠে বলিবে,—এ সকলই পরম। যদিও তুমি দেখিলে,—ইহাতে তোমার অপকার সাধিল, কিন্তু জগৎপিতা দেখিলেন ইহাতে তোমার ও সমস্ত জাগতিক জীবের উপকার হইল।—তুমি ইহা বুঝিলে না; জগৎ বুঝিল। তোমরা কি জ্ঞাত নও, এ জগৎ শুদ্ধ—লীলাকানন। লীলাকাননে, নিরানন্দ ক্রীড়া হইতে পারে না। যাও বা হয়, সে কেবল আনন্দ বর্দ্ধন হেতু।—তিক্ত খাও মিষ্ট চাক। কিন্তু জানিও, যেথায় লোকে বলে—চিদারূপী প্রেমজ্যোতিঃ দশদিক ব্যাপ্ত; সেথায় জানিবে দুঃখের এক শেষ। যে বিষয় লিখিলাম, ইহা লিখিলে বস্তুতই, একখানি সুবৃহৎ পুস্তিকা হইয়া যায়, কিন্তু আজকালকার উপন্যাস পাঠক ও পাঠিকা এ বিষয়, লিখিলে ত্যক্ত হন, তাই এই স্থানেই ইতি করিলাম।

মৃণাল ও বোবা বালিকাতে, অতিশয় শীঘ্রই ভালবাসা বসিল—কারণ সঙ্গী হীন সঙ্গী অন্বেষণ করে, তাতে বালিকা—বনবালা। জগৎচক্র যে কি, সে তাহা কিছুই অবগত নয়। সে জানে বটে, বনকুসুমবৃন্তচ্যুত করা; ভেড়া চরাণ, আহার ও নিদ্রা।

এখন বালিকা পুষ্করণী কাছে দশটায় আসে, আর পাঁচটায় বাড়ী যায়। মৃণালও তাই! এক দিবস উভয়ে পাশাপাশি বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া জল দেখিতেছে—কত কি ভাবিতেছে—জল খেলিতেছে। এমন সময় মৃণাল বলিল—"চল বোন! বেলা গেল। আজ আমি তোমার বাড়ী দেখে যাব।

তুমি মেয়ে মানুষ,আর তোমাকে ভেড়া চরাতে হবে না,যদ্দিন আমি থাকি, তদ্দিন আমিই চরিয়ে রেখে আস্‌বো।”

এতক্ষণ বালিকা, মৃণালের মুখ পানে তাকাইয়া কি দেখিতেছিল ;—বোধ হয় কপাল রেখা। কথা সমাপ্তে গ্রীবা একটু হেলাইয়া হস্ত নাড়িল—“না”।

মৃণাল। “তোমার নাম কি ভাই ?”

বালা ভূতলে লিখিল—“বনবালা।”

মৃণাল। “লেখা কোথা শিখ্‌লে ?”

বনবালা। “বাবার কাছে।”

মৃণাল। “তোমার পিতার নাম কি ?”

বনবাল। “৺শক্তিরাম।”

তৎপরেই দুইজনে বিদায় সূচক ভাবভঙ্গি লইয়া উঠিল। বালা ভেড়া লইয়া চলিল। মৃণালও বাড়ী না যাইয়া পশ্চাৎ ধরিল। বনবালা হাত নাড়িল—“না।” মৃণাল—“আচ্ছা” বলিয়া বৃক্ষ অন্তরাল দিয়া চলিল। বহুদূর আসিয়া বনবালা একবার পশ্চাৎ চাহিল—কেহ আসিতেছে কি না দেখিতে। মৃণাল ধরা পড়িল। বনবালা অমনি ছুটিয়া আসিয়া মৃণালকে জড়াইয়া ধরিল। তৎপরে ভূপৃষ্ঠে লিখিল—“আজ তোমার বাড়ী দেখাও, পরে আমার দেখিও।”

মৃণাল স্বীকৃত হইল। সেই দিবসই বনবালা মৃণালদের বাড়ী দেখিয়া ফিরিল। মৃণাল বনবালাকে বাড়ী দেখাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তরিয়া গিয়াছে। ভিতরে উঠিয়া দেখিল, সম্মুখেই মা বিমলা। বিমলা বলিলেন।—‘ মৃণাল ! আজ তোমার এত দেরি কেন ?” মৃণাল

একটু গুঁইগাই করিয়া বলিল—"মা বেড়াতে বেড়াতে হোয়ে গেল।" এমন সময় স্বয়ং কিরণ বাবু আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন—"মৃণে! তোর দিন দিন বিদ্যি হোচ্চে না; খুজে খুজে হাল্লাক। কোথায় ছিলি?" বলিয়া মারিবার জন্য একটা চড় তুলিলেন। বিমলা মৃণালকে কোলে টানিয়া লইল। চড় পড়িল বিমলার গায়ে। বিমলা বলিলেন—"আমাকে মার্‌লে কেন?"

"তোমার দোষে। তুমি যে মৃণালের মা।"

"কৈ আমিত মৃণালের গর্ভধারিণী নই!"

"তুমি তার বাড়া।"

"আচ্ছা আমি যদি একে এম্নিই ভালবাসি, তবে তুমি কি বাস?"

"যেথায় শঙ্করী সেথায় কি, শিব বিমুখ।"

আর কথা হইল না, কারণ বিমলা প্রতিশোধ হেতু স্বামীর চিরুণ এবারীটেরী উস্কাইয়া দিল। কিরণ পলাইলেন। বিমলা বলিলেন—"ধর রে চোর পলায়।" সব মিটিয়া গেল। পরিশেষে শয়নে চোরের এজাহার লওয়া হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—

বিপদে।

তৎপর দিবস মৃণালের আর তথায় যাওয়া হইল না কারণ, কিরণবাবু সে দিবস তাহাকে সঙ্গে লইয়া, রাম সীতার বাড়ীর ভোগ খাওয়াইয়া, দিন কাটাইয়া আনিলেন। ইহাতে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে; মৃণালের সে নিশা অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। মৃণালত বিরহিওনয় বিরহিনী ও নয়, বিবাহ ভঙ্গ বরও নয়, কোনেও নয়, তবে ইহার নিকট কালিনী কেন বিষাদে অবসান হইল?—এ শুদ্ধ মায়া! ভালবাসা—সঙ্গিনী যে অনার্থিনী। ধন্য মায়া! তোমার অদৃশ্যমোহিনীরাঙ্গাচরণে কোটী কোটী নমস্কার! কারণ তুমিই সর্ব্বনাশী—সর্ব্বদাসী। কখন অবলা সমূহকে স্বস্ব স্বামী হস্তে নিধন করাও; কখন বা কোলে কোরে রাখিতে শিক্ষা দাও। হিন্দুআদিধর্ম্ম-পুস্তকে যত সংগ্রাম দেখিয়াছি, সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার কাছে কৈলাস শিখরবাসীদেবাদিদেবমহাদেব হইতে ক্ষুদ্রতম দেবতাও তুল্য দণ্ডে। তুমি পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও—সংসার একমাত্র বন্ধনী। আমরা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি;— তোমা বিহনে সংসার কখনই বন্ধন বা সংগঠন হইত না; এমন কি জগৎও।

পর দিবস আহারাদি সমাপনান্তে মৃণাল পুষ্করণী তটে যাইয়া উপবেশন করিল। দশটা এগারটা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও বনবালা আসিল না। দেখিতে দেখিতে দিবাকর পশ্চিম গিরীতে চলিয়া পড়িলেন—পোতাশ্রম হইতে রন্ধন ও জলধৌত শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল. তরঙ্গিনী কোথাও ধান্য ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কর্ত্তনের ন্যায়, কোথাও সিধা—কোথাও দিধা, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচীমালা রূপ ধারণ করিল,—বিহঙ্গমনিকর প্রবাস হোতে বাসে ফিরে এলো—প্রকৃতি সতী নিজ কার্য্য পাতিলেন,—সুমৃদুপরাণ, হিল্লোলে একটু বহিল, কিন্তু বনবালা আর আসিল না। মৃণাল ভাবিল –যে তাহার সঙ্গ এক দণ্ড ছাড়িতে অনিচ্ছুক, সে কেন আজ আসিল না।

তৎপরে মৃণাল বাড়ী ফিরিয়া আসিল। উপরে উঠিয়া দেখে কি না—বিমলা গৃহমধ্যস্থ ভূতলে শায়িতা; দাসীগণ সুশ্রুষায় ব্যস্তসমস্ত। মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—"বিনি! মার কি হোয়েছে রে?"

"অজ্ঞান হোয়েছেন।"

"কেন?"

"বাবুকে যে ডাকাতে ধোরে নিয়ে গেছে!"

মৃণাল আর কথা বাড়াইল না; সেবায় নিযুক্ত হইল। স্বল্প সময় মধ্যেই বিমলা চক্ষুন্মিলন করিলেন। পরে মৃণালকে সম্মুখে দেখিয়া, আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। বিমলার অঞ্চল দ্বারা মৃণাল, মাতার চক্ষুজল মুছাইয়া বলিল—"মা, ভয় কি গল্পয়তো শুনেছি;—তারা কারাগারে কিছু দিন

রেখে পরে ছেড়ে দেয়। তা তিনি আবার আস্‌বেন।" বিমলা বলিল—"মৃণাল! সে আর এ জনমে নয়, তারা নিষ্ঠুর, এতক্ষণ কোন্‌কালে তারা তাঁর রক্ত ছড়িয়েছে,—এত দিনে আমার সব আশা নির্মূল হোলো—আজ হইতে আমি বিধবা!" এই বলিয়াই দেহালঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। মৃণাল তাহাতে, বাঁধা দিয়া বলিল—"মা! তাঁকে যদিও কেটে ফেলে থাকে, তবুও আমি জীবিত, আমার এ কথাটি রাখিতে হইবে,—আমার মৃত্যুর পর এ দেহালঙ্কার ত্যাগ করিয়া গরিবদিগকে দান করিবেন।" বিমলা অমনি মৃণালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে দিবস রাত্রেই লোকলস্কর সঙ্গে করিয়া মৃণাল ডাকাতদিগকে পাইবার নিমিত্ত অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের একটুও চিহ্ন পাওয়া গেল না। আজ হইতে পার্বত্যানন্দালয়ে বিষাদ-কালিমা ছাইল। দিনে দিনে দিনে দিনে বিমলার ঐকান্তিক অপ্সরাসমুক্ত এবং সৌন্দর্য্যও বিলীন হইতে লাগিল—দেহ ক্ষীণাকারা ধারণ করিল। পরে এই অবস্থায় দাঁড়াইল যে, হটাৎ দেখিলে তাঁহাকে আর সে বলিয়া চেনা যায় না। ধন্য প্রেম! ধন্য সাধ্বীরমণী-হৃদয়!

এ জগৎ অন্বেষণ করিলে নানা জাতিতে নানা সুন্দরী-সাধ্বী সোহাগিনীরমণী পাওয়া যাইবে সত্য, লোকেও বলিবে ইহুদীললনা, বঙ্গবালাপেক্ষা সুন্দরী, ইংরাজবালা তাহারাও অধিক সুন্দরী। কিন্তু আমরা বলিব,—যদি রমণী হৃদয়ের সম্পূর্ণতা, উচ্চতমাসন ও দেবী দেখিতে চাও, তবে হিন্দুবালাকে লক্ষকর। একাধারে সমস্ত জাগতিক সুন্দরী, আর একা-

ধারে যদ্যপি সুদ্ধ হিন্দু-মোহিনী দাঁড়ায়—তবে দেখিবে,—বঙ্গবালার জিত হইয়াছে।—একাধারে যদ্যপি সমস্ত জাতির সুন্দরী আর, একাধারে যদ্যপি সমস্ত জাতির পুরুষ দাঁড়ায়, তবে দেখিবে—হিন্দুললনা হাঁসিয়াছে। ইহাতে বুঝাইতেছে না যে,—ইহুদীনিতম্বিনীগণ সুশ্রী নয়। তাহারাও সুশ্রী বটে, কিন্তু, যদ্যপি তাহাদের বদন, আচার, ব্যবহার লক্ষ কর, তবে দেখিবে—বিষাদে ঢাকা—আর হিন্দুমোহিনী চিরহাস্যমুখী। কবিবর বাইরণকে এক দিবস একজন বন্ধু বলিয়াছিল—তুমি কি চাও? তিনি উত্তর দেন—"সমস্ত সুন্দরী এক বদন হোক্, আর আমি একটি চুম্বন দি।" তদ্রূপ আমিও বলি—"সমস্ত বঙ্গমহিলাসুন্দরীবদন এক হোক্, আমি তাহাদের মুখে জগৎ দেখি—সুরলোক দেখি—নরক হইতে উদ্ধার হই।"

এইরূপে বিষাদে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে মৃণালের তড়াগ তটে বনবালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হয় নাই কারণ, বিমলা সর্ব্বদাই তাহাকে নিকটে রাখিতেন। আজ মৃণাল একটু অবসর পাইয়াছেন, তাই বাহির দরজায় দাঁড়াইয়াছে। এখন সবে বিকাল। এমন সময় মৃণাল দেখিল একটি স্ত্রীলোক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে।—সর্ব্বদেহ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা। একটু নিকটে আসিলেই মৃণাল চিনিল,—বনবালা। তৎক্ষণাৎ মৃণাল বনবালার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।—আসিয়া দেখে কিনা,—বনবালার উভয় চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু গড়াইতেছে! বনবালা মুহূর্ত্তেকে ভূতলে লিখিল—"মাতা মর মর।" তৎপরেই পশ্চাতে ইঙ্গিত করিয়া ছুটিল। মৃণালও

পশ্চাৎ ধরিল। যখন সন্ধ্যা হয় তখন তাহারা একখানি কুটীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।—তৎপরেই গৃহে প্রবেশ করিল। বনবালার মাতা মৃত্যু-শয্যা হইতে বলিল—"আপনি কে ?"

"আমি বনবালার সঙ্গী! আপনার সাহায্যার্থে ডাকিয়া আনিয়াছে।"

"মহাশয়! এখন আমার সাহায্য কিছুই করিতে হইবে না; কারণ, আমার কাল হইয়া আসিয়াছে! যদিও এখন আমি মরিতে ভীতা নই, কিন্তু তত্রাচ বনবালার জন্য উহার সঙ্গে মরিতে ইচ্ছা হয়! কারণ, সে অনাথিনী! আপনি যদ্যপি স্বীকৃত হন আপনাকে একটি কথা বলি।"

"এ সময়ে বনবালার জন্য আপনি যাহা করিতে বলিবেন, জীবন দিয়াও তাহা পালন করিব, কিন্তু অপর কিছু হইলে আমি সম্পূর্ণ অপারক।"

"দেখুন বনবালা, বোবা মেয়ে, কিন্তু কুলমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রূপেও কম নয়, তা বলিলে হয় কি ? কেহই ইহাকে বিবাহ করিবে না।—আপনি যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া, আপনার বাটীতে খাটাইয়া ইহাকে একমুঠা অন্ন দেন, তাহা হইলেই আমার, শান্তবালিকা বনবালা সন্তুষ্ট হইবে! আর য—দ্য।"

আর বাক্য বাহিরিল না এবং মৃণাল ও উত্তর দিতে পারিল না; কারণ বনবালাজন্মদাতৃ আর এ জগতে নাই। অমনি মৃণাল বনবালার দিকে তাকাইল, দেখে কিনা, বনবালা সেখানে নাই। গৃহবাহিরে গিয়া দেখিল, সেখাও নাই। তখন উচ্চস্বরে ডাকিল,—"বনবালা—বনবালা!" পবনে

গাইল,—"প্রিয়ে—প্রিয়ে!" প্রকৃতি উত্তর দিল—"কাঠ কুড়াচ্চি।"

কিয়ৎ পরেই বনবালা কাষ্ঠআহরণ কারিণীর ন্যায় মস্তকে এক রাশি কাষ্ঠ আনিয়া প্রাঙ্গনে নাবাইল। পরে চকিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাকে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্রন্দনের স্বর নাই যে, নির্জ্জন কানন কাঁপাইবে—প্রশ্ন দিবে; বা আমি বর্ণন করিব! কিন্তু অশ্রু বলিল—"মা! এ বিজনে তোমার প্রাণের বনবালকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় চলিলে!" মাতৃকগৃহ উত্তর দিল—"উপায় করিয়া মরিয়াছেন।"

চিতা সাজান হইল। মৃণাল ও বনবালা গৃহ হইতে মাতাকে বাহিরে আনিয়া তাহাতে শোয়াইয়া দিল। বনবালা কিয়ৎকাল ভূতলেপড়িয়া কাঁদিল—গড়াইল—কেশ ছিঁড়িল, পরে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতৃমুখে অগ্নি লাগাইল। অগ্নিদেব যেন নিষ্পাপী পাইয়া দাউ দাউ করিয়া, পবিত্র মূর্ত্তি দেখাইয়া নিজ কবলে তাঁহাকে আশ্রয় দিল!

রাত্র এখন দুইটা। মৃণাল অনিচ্ছা স্বত্বেও বলিল,—"বনবালা! বাড়ী যাব।" অমনি অনাথিনী অবলা বনবালা, মৃণালের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া নিজ দুঃখ জ্ঞাত করিল, আয়ত-চক্ষে তাকাইল উভয়ের অশ্রু মিশিয়া উভয়ে ভিজিল! মৃণাল একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বনবালাকে শান্তনা করিলেন। যে কবি স্বর্গ দেখিতে চায় সুন্দর চায়, প্রকৃতি চায় সে যেন এই মুহূর্ত্তেই যুবক যুবতীকে একবার দেখিয়া লয়। তবে—কোন বিষয় লিখিতে ভাব পাইবেন।

বনবালা মৃণালকে নিজ অঞ্চল ধরিতে দিল—মৃণাল ধরিল। বনবালা ছুটিল। সল্পকাল মধ্যেই মৃণাল বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল,—"বনবালা! আজ এখানে থাক।" বনবালা উত্তর না দিয়াই কেবল বিদায় লইয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিল।

বিমলাদেবী এখনও নিদ্রিতা হন নাই। গৃহ বাহিরে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কি ভূত ভবিষ্যত ভাবিতেছিলেন; মৃণালকে এখন আসিতে দেখিয়া বিমলা বলিল,—"মৃণাল! কোথায় ছিলে?"

"মা! এক জনকার বিপদে সাহায্য কচ্ছিলুন।"

দয়া মায়া সংগঠিত তাঁহার বিমলমন আর কোন উত্তর চাহিল না। পরে বলিলেন—"মৃণাল! কাল আমরা কোল্কাতায় যাব—আর হেথায় মন টেকেনা।" মৃণালের কর্ণাধারে এ বাক্য যেন শেল সম অনুভূত হইল।

চিন্তায়—দুঃখে অনিদ্রায় শর্ব্বরী কাটিল। প্রভাতে রহনার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী শকটে বোঝাই হইতে লাগিল, এবং সকলের আহারাদি করিতে প্রায় দুপর বাজিয়া গেল। মৃণাল অমনি বনবালার সঙ্গে দেখা করিতে ও বিদায় লইতে ধাইল—পুষ্করিণী ধারে দেখা হইল না! আর বন-পথ সে চেনে না যে, বনবালাদের বাড়ীতে দেখা করিতে যাইবে। বহু অন্বেষণের পর বাড়ী ফিরিল। গাড়ী কলিকাতাভিমুখে রহনা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ডাকাতঘরা।

যে সময়কার উপন্যাস লেখা হইতেছে, সেই সময়ে ডাকাতঘরা নামে একটী ভীষণ পল্লী, কাশীর প্রান্তরে দেখা যাইত। আক্ষেপকায় কথিত করিতে হইতেছে যে, সেথায়—ভদ্রলোক ছিল না—লোকেও বলিত তাই, কিন্তু আমরা বলি ছিল। এখন কালচক্রে সেথায় অরণ্যঅটবী দ্বারা ভয়াবহ, শৈলশৃঙ্গদলিত বরাহমহিষাদির দ্বারা অগম অরণ্যানী। তথায় এই স্থান দিয়া সন্ধ্যার পর আর কেহই চলিতে সাহসি হইত না। কিম্বদন্তি ডাকাত ও প্রেতদল গয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া সেথায় বাস করিত। যুবতী বক্ষে ছেলে যখন কাঁদিত তখন বালা ভয় দেখাইত—"চুপ্ কর, না হে লে ডাকাতঘরায় ভূত দেখিয়ে আনবো।" শিশু ভূত কি! কাকে বলে? যদিও এ সকল সে কিছুই জানিত না, কিন্তু ভূত নামে এম্নি একটী শক্তি দেখা দিত—কিয়ৎপরেই বালক ঘুমাইয়া পড়িত। ভূত নামে শুদ্ধ যে বালক বালিকার ভয় উদয় হয়, তাহা নয়। এখন আঠার সনেও কলিকাতাতে ভূতের নামে লোক সে রাত্রি প্রস্রাবে আক্রান্ত হইয়াও গৃহ হইতে বাহির হয় না। তবে কি ভূত আছে? কেহ বলে—আছে, কেহ বলে নাই, কেহ বলে—ছায়া, কেহ বলে—মন্দ আত্মা। মন্দ

আত্মাই কতক পরিমাণে ঠিক। কারণ আমরা পড়িয়াছি—একজন লোকের পীড়া হইতে সে মরিয়া যায়। তাহার একটী বন্ধু একদিবস গাড়ী করিয়া,রাস্তা দিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখে কিনা—মৃত-বন্ধু আসিয়া নানা কথা কহিয়া চলিয়া গেল। অনুসন্ধান করা হইল—সে পাঁচদিবস পূর্ব্বে ছাই হইয়া গিয়াছে। আজকালকার লোকে আবার বলে এ ম্যাজিক! কারণ বিচারালয়ে ভূতের উপদ্রবের একটা কাণ্ড উপস্থিত হয়, পরিশেষে ধরা পড়ে এ ম্যাজিকের দ্বারা লোক ভূত দেখাইত। এবং অপর এই ঘটনাটি লণ্ডনে হইয়া যায়।—লণ্ডনের পশ্চিমে একখানি বৃহৎ ভূতের বাড়ী ছিল। সেথায় এক রাত্রি আর কেহই বসতি করিতে সক্ষম হইত না। পরিশেষে একজন বিচক্ষণ সাহেব এই বিষয়ের তথ্য করিবার জন্য তাহার একটি সাহসিক চাকর, একটি নির্ভিক কুকুর এবং অপর অপর তলয়ার, বন্দুক, রাত্রে জ্বলে এইরূপ হীরা ইত্যাদি লইয়া সে বাটিতে যায়। রাত্র দশটা অবধি তাহারা নির্ভয়ে অবস্থান করিল,কিন্তু এগারটার সময় একটি মূর্ত্তি ইহাদিগের নিকটে আসিয়া অদৃশ্য হইল। মুহূর্ত্তকে গৃহ টেবিল শূন্যমার্গে ঘুরিতে লাগিল, কুকুরটা যেন কিসের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া গৃহকোণে বিকট শব্দ উত্থিত করিল। কে হস্ত বাড়াইয়া চিঠি ও কাগজ সাহেবের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া পলাইল। চাকরটাকে কে যেন আঘাত করিতেছে,—সে "যাই যাই" করিয়া মরিয়া গেল। বাবু উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। পরে বাড়ী ভাঙ্গা হইলে দেখা গেল পাতালগৃহে কোন তরল বস্তুর উপর একখানি চক্র তীরবেগে ঘুরিতেছে। যাই

তরল বস্তুটি ফেলা হইল, অমনি চক্রখানি ভূতলে পড়িয়া গেল। বোধ হইল বাড়ীও যেন ভূমিসাৎ হইল।

ভূত যাহাই হউক উহার মীমাংসা করিবার এ পুস্তক নয়। পূর্ব্বোক্ত ডাকাতবরা পথে লুণ্ঠন হইত শোনা যাইত বটে, কিন্তু কখন দেখা যায়নাই গরিব লোকের টাকা কড়ি ডাকাতি হইল। গরিবলোক সদাসর্ব্বদাই নির্ভিকে সেই পথ দিয়া টাকা হস্তে যাতায়াত করিত, এবং যে ধনীদিগের লুণ্ঠন হইত তাহারা সরায়ে আসিয়া গল্প করিত যে,— কেহ তাহাদিগকে একটী কিলও মারে নাই। ভয় দেখাইয়াছে, টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। দিনে দিনে এ ব্যাপার সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল, এবং বিচক্ষণ ভুক্তভোগী ব্যক্তি দ্বারা তদারকে একটী সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকাতে দস্যুদল আবাস স্থান নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু তখন পুলিসের এমন কিছুই আড়ম্বর ছিল না যে, তাহাদিগকে দমন করে; পুনঃ সে স্থানটি এমত স্থানে ব্যবধান যে পথিকদিগকে না চরেই নয়।

এখন রজনী দশটা। শনিবার; পূর্ব্বোক্ত ডাকাতে বাড়ীর দোতলার ঘরে এখন একটি যুবক ও যুবতী। যুবক পালঙ্কে বসিয়া। যুবতী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। উভয়েই তুল্যরূপ অতুল সুশ্রী। গৃহটী বহুমূল্য আসবাবের দ্বারা সুশোভিত। দরজা ভেজান। বাহিরে দুইজন সুন্দরী পরিচারিকা দণ্ডায়মানা। সকলেই নিস্তব্ধ। এমন সময় যুবক বলিল, "তোর কল্‌কাতার সমস্ত বিষয় লিখে দে।"

যুবতী। "আমি যখন আপনার দাসী, তখন সেওত আপনার।"

"সে কথা এখন রাখ।"

"আমি যখন আপনার জন্য জীবন দিতে পারি, তখন টাকাত অতি তুচ্ছ" এই বলিয়া সুহাসিনী—"বেলা" বলিয়া ডাকিল। অমনি একটি দাসী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"কেন মা!"

"একবার দোয়াত কলমটা দেত?" বেলা গৃহ পার্শ্ব হইতে দোয়াত ও কলম দিয়া চলিয়া গেল। যুবকও দরজায় অর্গল লাগাইল। তখন বালা বলিল, "কাগজ কৈ?" যুবক অমনি বহুমূল্য আস্তারণ হইতে ষ্ট্যাম্পযুক্ত একখানি কাগজ বাহির করিয়া দিল। যুবতী তাহাতে লিখিতে লাগিল,—"আমার, যাবৎ বিষয় আমার স্বামীকে (রমেশকে) আমি বর্ত্তমানেই লিখিয়া দিলাম। ইহার বিপক্ষে যদি আমার মাতা বা পিতা দাঁড়ান, তবে যেন তাঁহারা এই মুহূর্ত্তেই যমালয়ে যান।" যুবক হাসিতে হাসিতে সেইখানি হস্তে লইল। পরে বলিলেন—"আজই আমি কলকাতায় যাব।"

"তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও, আমার দিব্বি দার সেখানে যেওনি।"

"না আমি যাব।"

"তবে আমাকেও নিয়ে চলুন।"

"তুই সেথায় কি ক'র্ব্বি?"

"আপনার পদসেবা ক'র্ব্বো।"

"তার পদসেবা কোত্তে হবে।"

"আপনাকে দেখবার জন্য সৈরিণীরও দাসী হতে ইচ্ছুক আছি।"

"স্বৈরিণী কে?"

"কেন—সে।"

"সে যে আমার প্রাণ"—রমণী অমনি স্বামীর গলা জড়াইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। পরে পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল—"ও কথাটা আমি থাকিতে বলিবেন না।"

তৎপরে যুবক, যুবতীকে কোলে টানিয়া লইল এবং লাল গালে চুম্বনে লাল করিয়া দিয়া বলিল,—"চলিলাম।"

যুবতী বলিল, "কিছু খাইয়া যান।"

রমেশ—"না।"

"আপনি না খাইলে জানেন, আমিও জলস্পর্শ করিব না!"

"তবে কিছু দাও?"

যুবতী অমনি পার্শ্ব গৃহ হইতে এক থালা জলখাবার আনিয়া দিল।

যুবক দুইটী হস্তে লইয়া বলি—"হোয়েছে।"

"কৈ—এত সব পোড়ে!"

যুবক আরও দুটী খাইয়া বলিল—"আর খাইবনা, আমি চলিলাম।"

যুবতী অমনি তাহার পা ধরিয়া বলিল—"আমাকে নিয়ে যান।"

যুবক গম্ভীর মূর্ত্তিতে বলিল—"পা ছাড়্!"

যুবতী ছাড়িল না।

রমেশ সত্বরে একটি পদাঘাত করিলেন। ইহাতে হীরা স্বর্ণসংযুক্ত অলঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। যুবতীর এক

বিন্দু অশ্রুপাতও হইল না। যুবক পা ছাড়াইয়া পলাইতে যায়; যুবতী অমনি তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল—"আমায় নিয়ে যান।" যুবক অমনি গৃহ হইতে একখানি অসি লইয়া বলিল—"ছাড়্ না হ'লে মর্‌বি!" যুবতী ছাড়িল না। যুবক তাহার হস্তে আঘাত করিল। রক্তে যুবতী নাইল, কিন্তু সে একবিন্দু অশ্রু ফেলিল না, বা যন্ত্রণা সূচক একটুও শব্দ করিল না! যুবক পলাইতে যায়।—যুবতী পুনঃ তাহার পদ ধরিল। রমেশ তাহার পদে ও পৃষ্ঠে দুই ঘা বসাইয়া দিয়া পলাইল। উপন্যাস হইতে বোধ হয় একটি নক্ষত্রও খসিল!

গৃহ ভিতরে যে এত কাণ্ড হইতেছিল, দাসীদ্বয় তাহার কিছুই জ্ঞাত হয় নাই। পরে যখন বাবু বাহির হইয়া গেলেন তখন তাহারাও গৃহে প্রবেশ করিল।—করিয়া যা দেখিল তাহাতে তাহাদের প্রাণ চমকিয়া উঠিল! পরে তৎক্ষণাৎ আরও দুইজন দাসীকে ডাকিয়া সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

কিয়ৎ পরেই যুবতী একটু সুস্থ হইলেন এবং আয়ত পদ্ম চক্ষু তুলিয়া বলিল—"বেলা! প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!" তৎপরেই বলিল—"বিণি! সদ্দারকে হুকুম দাও—যেন আমার স্বামীর বনপথে রজনীতে পদে একটা তৃণও বিদ্ধ না হয়।" বিণী গৃহ হইতে চলিয়া গেল। রমনী অমনি "বুক যায়—বুক যায়" বলিয়া বেলার হস্ত ধরিল, পরে বেলাকে বুকে টানিয়া লইয়া "বেলা, প্রাণ যায়—বেলা, প্রাণ যায়" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরে শ্বেত-শিতল পাষাণ বিনির্ম্মিত কেয়ারী মেজোপরে উত্তপ্ত-হৃদয় নিষিদ্ধ

করিবার নিমিত্ত যেন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল! কিয়ৎপরেই যুবতী সংজ্ঞা ত্যাগ করিল। নিস্কুটে একটি রোদন উঠিল। তৎপরেই সকলে ধরাধরি করিয়া যুবতীকে মাতৃগবীতুল্য পালঙ্কস্থশয্যায় শুয়াইয়া দিল। অমনি একজন গৃহ বাহিরে আসিয়া ভীষক ডাকিতে আজ্ঞা দিল। দারোয়ান চলিয়া গেল। কিয়ৎ পরেই ভীষক আসিয়া যুবতীর নাড়ী পরীক্ষা করিল—বাম হস্ত টিপিল, কপালে কর দিল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের হস্ত স্খলিত হইল; বদন ম্লানাভাব ধারণ করিল! যুবক একবার যুবতীর বদন স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল; চক্ষে জল পুঁছিল, অমনি ভিত্তিস্থ সকল রমণী কাঁদিয়া উঠিল! ডাক্তার রুমাল দ্বারা চক্ষু পুঁছিতে পুঁছিতে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন! বেলা অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“মা!”

কোন উত্তর নাই! ক্রন্দন নাই, কিন্তু বদন এখন সুচারু প্রফুল্ল!—দীপ নির্ব্বাণের ইহাই শেষঅঙ্ক!

গৃহস্থ সকলেই কাঁদিয়া উঠিল! দেহের প্রায় সমস্তই রক্তাক্তবসন উন্মোচন করিয়া দেওয়া হইল। বাহিরে অনুমতি হইল কেহ যেন গৃহে প্রবেশ না করে। পাঠক! ইহার পর কি হইল? কুষ্টিতে যাহা লেখা আছে তাহাই হইল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেশ্যালয়ে।

ভালবাসা এ বিশ্বলোকে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য। যদিও জাগতিক মতাবলম্বী মতে ইহা সংসারে সম্পূর্ণ বিজড়িত, তত্রাচ আমাদিগের মতে ইহা ষোলকলায় ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন। কোন সুন্দরী কমললোচনাকে যমুনার অগাধ সলিলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে দেখিলে, সন্তরণকারী কোন পথিক যদ্রূপ তাহার সংশ্রব হইতে অদূরে থাকিয়া হস্ত আহত দ্বারা বা গামছা ধরিতে দিয়া তীরে যদ্রূপ উত্তোলন করে, ভালবাসাও ঠিক সেইরূপ। বেশ্যাজনসমাশ্রয়ে যদ্রূপ ভালবাসা থাকিতে পারে না, রঙ্গমঞ্চে যাহারা স্ত্রী ও পুরুষ শয্যায় বিভূষিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যদ্রূপ ভালবাসার তিলমাত্র বর্ত্তমান নাই; তদ্রূপ এই রঙ্গমঞ্চরূপী-পরীক্ষাগার লীলাজগতে ভালবাসা থাকিতে পারে না। লোকে দেখিবে বটে, হেথায় ভালবাসার পূর্ণবিকাশ, কিন্তু সে সকলই ভানুমতীর ভেল্‌! তুমি বলিবে ইহা মিথ্যা চিন্তা, কিন্তু বিভূপ্রেমে উদ্ভ্রান্ত শৈলশিখরবাসী সে দেখিবে ইহা কিছুই নয়।

রমেশচন্দ্র পর দিবস কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ সর্ব্বলোক বিদিত স্থানস্থ যামিনী নাম্নী কোন রমণীর বাটী উপ-

স্থিত হইলেন। যামিনী তখন চমৎকার রূপ ছড়াইয়া, দিব্য সুন্দর গৃহস্থ-ইজি-কেদারায় বসিয়া পিয়ানোয় সুর দিতেছিল। রমেশ যাইয়াই দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। যামিনী ইহা দেখিয়াও দেখিল না। কিন্তু জানিও এদের আড় নয়ন ফাঁক যায় না! যুবক ডাকিল—“যামিনি!” পাংশুলা উত্তর দিল না। রাঙ্গা-ওষ্ঠে হাঁসির বিদ্যুৎও খেলিল না। এবার রমেশ বিছানা হইতে উঠিয়া, যামিনীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল—“যামিনি, রাগ করিয়াছ!” অমনি একজন চাকুরাণী ডাকিল—“মা খাবার হোয়েছে গো?” যামিনী অমনি “রমেশ ছাড়” বলিয়া দাঁড়াইল। রমেশও অমনি তাহার রাঙ্গাশিক্ষাদাতৃপাদপদ্ম জড়াইয়া ধরিলেন। যামিনী বলিল—“কি আপদ!” যুবক বলিল—“যামিনি! তোমার জন্য আমি সকলই ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ তোমার মন যোগাইতেছি, এতেও কি তোমার অপরাধ করিলাম?”

“এখন ছাড় খাইগে!”

“তবে আমি যাই!”

“যাবে কেন?”

“তোমার জন্য এলুম তুমিইত তাড়াচ্চ!”

“আমি কি তোমায় যেতে বল্লুম?”

“এক রকম তাই!”

“এক রকম আবার কি?”

“তোমার কাছে এলুম, তুমিত কথা ক’চ্চোনা?”

“আমি কথা না কইলে তোমার কি থাক্‌তে নেই?”

“কি জন্যে, আর কার তরে থাক্‌বো?”

এমন সময় যামিনীর সাক্ষাৎ পাপরূপী মাতা আসিয়া বলিল—"অত আবার সাধা কেন্ লা ?"

যামিনী। "মা, তুই একটু চুপ্ কর্ না !"

"মরণ আর কি মিন্সের ! হ্যাঁগা, যামিনী আমার এত মিনতি ক'চ্চে, তবুও কি হতচ্ছাড়ার মন উঠ্‌লো না ? অপর পাল্লা হোলে এতক্ষণ ঝেঁটিয়ে দূর কোরে দিতো ?"

"যামিনি ! আমি চল্লুম !"

মাতা বলিল—"কেউ কি তোমার চোদ্দপুরুষের মাথায় দিব্বি দিয়ে বেঁধে রেখেচে ? হতভাগাদের কোথাও মরণ নাই ! হেথায় যত ! বলি, য'ম কি তোদের ভুলে ?"

যামিনী বলিল—"মা, তুই যানা বাবু ?"

মাতা চলিয়া গেলেন।

পাঠক ! ইহার পর কি গর্ভাঙ্ক হইল জান ?—এস বাবু—এস বাছা, তোমাদেরিত সব ; তোমরা আস্‌বেনাত আমার যামিনীকে কে দেখ্‌বে। রাগের মাথায় যদি দু একটা কথা ব'লে থাকি, তা কিছু ভেবোনা। আমি তোমার যে মা হই। আহা ! রমেশ আমাদের তেমন ছেলে নয় গো ; রমেশ যেন মাটির মানুষটি ! ধন্য ধর্ষিণি ! ধন্য সস্তুলি। এ ধরা অন্বেষণ করিলে অনেক পাপী পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু তোমাদের ন্যায় তাহারা এক তিলেও দাঁড়াইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দস্যুদল।

পাঠক! কিরণ বাবুকে দস্যুদল হস্তে রাখিয়া আসিয়াছি; আসুন এখন তাঁহার ঘটনা একটু বলি। ডাকাতদল কিরণবাবুর মুখ বন্ধন করতঃ, জঙ্গলস্থ চোরা-পথ দিয়া দুই দিবসের পথ লইয়া আসিল। পরে তাহারা আনন্দমঠ নামে কোন তৎকালিক সমৃদ্ধিশালী নগরে নিশাবশেষে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা সকলেই একে একে নানা দিক তাকাইয়া দেখিয়া, একটী বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কিরণবাবুকে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দরজায় চাবি দিল। কিরণের মস্তকে নীলাকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল!

প্রভাত হইলে ডালে ডালে ফুল ফুটিল—পাখী ডাকিল—অন্ধকার গন্তব্য সরণিতে পলাইল। দূরে দূরে অতি দূরস্থ কোলাহল অদূরে মিশিয়া পরমাণু হইতে পরমাণ্যাকার ধারণ করিতে লাগিল। এমন সময় একজন দস্যু কিরণচন্দ্রকে সেই করাগৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিল।

আজ দস্যু-পুরীতে একটি মহতী সভা আহূত হইয়াছে। শত শত দস্যুদল ও সেনাপতি আজ একত্রে সমাবেশ হইয়াছেন।

মস্তকের পর মস্তক বসিয়া অগণন শিরস্ দেখাইতেছে। উপরে আবার একি! শত শত সুন্দরীবঙ্গনিতম্বিনীগণ কবরী বেঁধে বিভূষণে আবরিতা হোয়ে, সভামণ্ডপ আলো করিয়া গুলজারিয়ে বসিয়াছেন। সভা সভাগারে বোধ হয় এত লোক ও এত সৌন্দর্য্য একত্রে সমাবেশ হয় না। সভা মধ্যস্থলে সুন্দরকায় চৌরপ্রতিনিধি বসিয়াছেন; পার্শ্বে দশ জন অলোকলাবণ্যবতী মোহিনীযুবতীদাসী আজ্ঞা পালন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় কিরণচন্দ্রকে সেই সভায় নীত হইল। দস্যুপতি বলিলেন—"তুমি আমাদের ন্যায় নিষ্ঠুর হইতে চাও?"

"না।"

"অবশ্যই তোমাকে আমাদিগের দলভুক্ত হইতে হইবে, নচেৎ তোমার জীবন সংশয়!"

"তাহাতে আমি ভীত নই!"

অমনি পশ্চাৎ হইতে সজোরে অনাবৃত-কোমল পৃষ্ঠদেশে চারিবার বেত্র পড়িল। দস্যুপতি বলিলেন—"এখনও কি ইচ্ছা হয়?"

"না!"

অমনি পুনরায় চারিবার বেত্র পড়িল। প্রথম অবসরেই পৃষ্ঠভাগ ফুলিয়া উঠিয়াছিল, দ্বিতীয়বারে মাংস ছিঁড়িয়া বেত্রে জড়াইয়া গেল, রক্তে দেহ ও বসন ভিজিয়া লোহিত হইল। অমনি যেন পতির তূর্য্যধ্বনি শুনিলে নিদ্রিত বাহিনীগণ যেরূপ চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠে, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী দস্যুদল সেইরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে হাস্য করিয়া

উঠিল। তাহাদের অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ দূরে দূরে প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লয় পাইল। দেহ বিকম্পনে স্থান বিকম্পিত হইল। পুনঃ তস্করেশ্বর বলিলেন—"এখনও ইহাতে রাজী আছ?"

ক্ষীণস্বরে ধ্বনিত হইল—"না।"

পুনরায় তার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত হইল। এক ঘা পড়িতে না পড়িতেই তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন, তবুও তাহাদের নিকট নিস্তারের আশা কৈ, তাহারই উপর বেত্র সজোরে পতিত হইল। তৎপরেই চারিধার হইতে করতালি ও অট্টহাস সভাস্থানকে মাতাইয়া তুলিল! সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

পরদিবস ধীরে ধীরে উষাদেবী পৃথিবীকে আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া পূর্ব্বগগনপটে আবির্ভূতা হইলেন। গাছে গাছে বিহঙ্গিনীসমূহ তাঁহার সাদরসম্ভাষণসূচক গানে আকাশতল পূর্ণ করিয়া তুলিল—বৃন্তে বৃন্তে কুসুমিকা চক্ষু চাহিয়া তাঁহার পদপদ্ম পূজা করিতে লাগিল—সেই পুষ্প সৌরভ আহরণ করিয়া মলয়নীল উষাদেবীকে সাদরে বাতাস করিতে লাগিলেন। তখন পুনরায় কিরণচন্দ্রকে সেই সভাতলে আনীত হইল। এখন আর তাঁহার সে দেহ বা কান্তি নাই, একদিনেই তাঁহার নিকট হইতে সকলই বিদায় লইয়াছে। পুনরায় দস্যুপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এখনও তোমার কি ইচ্ছা?"

"না!"

অমনি পুনরায় তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত পড়িল, কিরণ মূর্চ্ছিত হইয়া তথায় শুইয়া পড়িলেন। অমনি রমণীকুল অট্টহাস্যে

হাঁসিয়া উঠিল। দস্যুদল সকলেই উপর ভিত্তি পানে তাকাইল, হৃদয়ে কাহাকেও কেহ চিন্তিল। কিয়ৎপরেই কিরণচন্দ্র সংজ্ঞা পাইলেন। পুনরায় তাঁহাকে সেই প্রশ্ন করা হইল, এবার আর তিনি বলিতে পারিলেন না, "না" তিনি—"হ্যাঁ" বলিয়াই ভূ-পৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। কোন দস্যু ভৃত্য তাঁহার একটি হস্ত ধরিয়া টানিয়া টানিয়া একটি গৃহে লইয়া আসিল। পর দিবস কিরণচন্দ্র-হৃদয় নব ভাবে সংগঠিত হইল। দিনে দিনে তিনি একজন প্রকৃত ভীষণ দস্যু হইয়া উঠিলেন।

* * * * * *

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে শান্তিমঠ গ্রামে একজন পথিক প্রবেশ করিল। তাহার আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয়, তিনি একজন গৃহস্থলোক। মস্তকের কেশোপরে একটি পাকৃড়ি—পদে চট্টপাদুকা, দক্ষিণ হস্তে একগাছি যষ্টি। পথিক দ্রুত অথচ যেন শঙ্কিত-পদে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিল—কিন্তু গ্রামবাসীগণ তাহাকে কেহ দেখিল, কেহ দেখিল না। পথিকের বয়স অধিক নহে। ধীরে দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, শরীরে—অসীম বল। দেখিতে দেখিতে পথিক গ্রামের প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইল। অমনি কোথা হইতে আরও দশজন আসিয়া তাহার সহিত সংমিলিত হইলেন। পরে একে একে সকলেই সম্মুখস্থ অদূরবর্ত্তী পান্থনিবাসে যাইয়া আশ্রয় লইল। দেখিতে দেখিতে টেবিলোপরে সুরাদেবী আসন পাইলেন। তাহা

দের মধ্য হইতে একজন সুরাপাত্র তুলিয়া বলিল—"কিরণ বাবু এই নিন্।"

"তুমি আগু চুমিয়া দাও!"

ক্রমে ক্রমে সকলের মস্তকেই সুরার-মোহিনী অধিকার আশ্রয় পাইল। তৎপরে একজন চুপি চুপি বলিলেন—"আর দেরী কেন? পালাবার এই প্রথম সুযোগ।"

তৎপরে একে একে সকলেই সরাই হইতে অপসৃত হইল। এখন রাত্র দুইটা। শান্তিগ্রামবাসী বৃক্ষছায়ায় শায়িত। কেবল পথে পথে প্রহরীগণ জাগরিত। ইহারা সরাই হইতে বাহির হইয়া একে একে একটি সুন্দর বাড়ীর প্রাচীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। এবং উপরিভাগ ও প্রাচীর বিশেষ পূর্ব্বক লক্ষ করিতে লাগিল। কিয়ৎপরেই বাটীর ছাতে বরশিযুক্ত রজ্জু নিক্ষিপ্ত করা হইলে পরে, ইহারা সকলেই একে একে ছাতোপরে উঠিলেন।

কিয়ৎপরেই ইহারা নানা কৌশলে দরজা ভাঙ্গিয়া, একটি গ্যাশালোকিত নানা বেশে বিভূষিত গৃহে প্রবেশ করিল। সেই গৃহ পার্শ্বস্থ একখানি পালঙ্গে দিব্য গোলাপচম্পকবিমিশ্রিতআভাযুক্তা একটি যুবতী অর্দ্ধ স্খলিত বসনস্খলিতদেহে ঘোরে নিদ্রিতা। বদন সুন্দর এখন শান্ত অনন্ত প্রেম যে, রমণীর দেহে ক্রীড়া করিতেছে। রমণী উপাধান জড়াইয়া যেন অনঙ্গদেবকে শান্তিদান করিতেছেন। এলাইতকেশ, কতক বদনে কতক বক্ষে কতক পশ্চাতে লতাইয়া পড়িয়া যেন সৌন্দর্য্য আরও সৌন্দর্য্যে মিশাইতেছে! দেহ হীরকযুক্ত স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত।

প্রবেশকারী একজন, হস্তে বস্ত্র লইল অপর দশজন যুবতীর বদন ও দেহ চাপিয়া ধরিল—বস্ত্রধারী তাহার মুখবন্ধন করিয়া দিল, রমণী চক্ষু উন্মীলন করিয়া চেঁচাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু সে সকলই বৃথা হইল—তাহার আর বাক্ সরিবে কিরূপে! মুখ যে বন্ধ।

যুবকগণ তৎপরে যুবতীকে কোটুবী করিয়া দিল। কেহ বদনে কেহ দেহে চুম্বন দিতে আরম্ভ করিল এবং এইরূপে অঙ্কের পর অঙ্ক আরম্ভ হইল। পাঠক ও পাঠিকা, যদি রসিক ও রসিকা হন তবে বুঝিয়া লও। আমাদের লেখনী ততদূর কুৎসিৎ পথ-চলনে একান্তই অক্ষমা! ইহাতেও যদ্যপি তোমরা বুঝিতে অপারক হও, তবে আমরা নাচার! এবং এ উপন্যাস তোমাদিগের পাঠের উপযুক্ত নয়, এই স্থানেই ইহার সমাপ্তি কর।

রমণী এ সকল দেখিয়াই অবাক্! এবং লজ্জায় ও ভয়ে অর্দ্ধমৃতা! একজন আগন্তুক বলিল—"সর্দ্দারের চক্ষু বটে ভাল?"

"তা না হোলে কি তিনি এর জন্য পাগল হন!"

"ঠিক্ ব'লেচ ভাই!"

"আমি যদি একে পাই তা'হ'লে আমিও জীবন দিতে পারি!"

"কেনা পারে বল?" এই বলিয়া কথক যুবতীর নবীন সদ্যপ্রস্ফুটিত চলাচল ও কোমল গালে একটী গাঢ় চুম্বন দিল! শরবারিশরে সকলেই জর্জ্জরিত হইল! যুবতী ইহাদিগকে বাঁধা দিতে বা মিনতি চাহিতে অপারক! কিয়ৎ-

পরেই তাহারা যুবতী ও মঞ্জুষা ভাঙ্গিয়া টাকা ও অলঙ্কার লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল ; এবং আনন্দমঠাভিমুখে চলিল। পথি মধ্যে দুইজন প্রহরী তাহাদিগকে বাঁধা দিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন অন্বেষণ করিলে দেখিবে—তাহারা এ জগতে আর নাই! রাত্র চারিটার সময় তাহারা দস্যু-পুরী প্রবেশ করিল।

ইহার কিয়ৎপরেই প্রভাত হইয়া গেল। জনৈক দস্যু, অপহৃত-বালাকে অধ্যক্ষের নিকট লইয়া চলিল। সুহাসিনী, অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়াই, তাঁহার পদ জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কতশত ভিক্ষা চাহিতে লাগিল! যে ক্রন্দনে শিবও গলে, সাধুও গলে, পাষাণও গলে, শ্মশানও গলে কিন্তু অধ্যক্ষের মন তাহাতে একটুও বিচলিত হইল না। কেনই বা হইবে? কষাই কি গো হত্যাতে বিলাপ করে? বরং হাস্য করে, তামাসা দেখে! অধ্যক্ষেরও ঠিক তাহাই হইল! তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে যুবতীকে অসীম অসুর-বলে নিজ অঙ্কে অঙ্গনাকে ধারণ করিলেন! পরে তাহাকে চুম্বন দিয়া বলিলেন—"আমায় বিবাহ করিবে?"

"না, এ পরাণ থাকিতে নয়!"

"কেন ধনি!" বলিয়া অধ্যক্ষ তাহাকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিল! যুবতী অমনি পাষণ্ডের দুই হস্তে কেশরাশি হৃদয় বলের সহিত ধারণ করিলেন। অধ্যক্ষ চেঁচাইয়া বলিল—"ছাড়্ বেটি!"

"ছাড়িব না!"

পিশাচ অমনি রমণীকে স্ববলে দশ হস্ত অন্তরে নিক্ষেপ করিল এবং হস্তে বেত্র লইয়া দুই জন ভৃত্যকে ডাকিলেন। তৎক্ষণাৎ যমদূতসম দুইজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে গোলাম ঠুকিল। দস্যুপতি বলিলেন—"ইহাকে উলঙ্গ কর্!" তৎক্ষণাৎ নগ্নিকা করা হইল এবং তাহারা উভয়ে উভয় হস্ত ধরিল। পিশাচ অমনি তাহার পৃষ্ঠে ও নিতম্ব স্থানে সপাশপ্ বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে রমণী যতই বীভৎ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ততই বেত্রাঘাত বাড়িতে লাগিল। রমণী রক্তাক্ত কলেবরে মেজোপরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন! অমনি তাহার পাছায় লৌহশলাকা পুড়াইয়া দাগ দেওয়া হইল!!

পর দিবস রমণীকে সেই বিরাট সভায় লইয়া যাওয়া হইল—বিবস্ত্র করা হইল এবং সতীত্বও নাশ করা হইল!! একজন দর্শক দস্যু বলিল—"ও লোকটী কে?—যে সতীত্ব নিলে?" পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বলিল—"ওর নাম—কিরণচন্দ্র—উনি দস্যুপতির কত প্রিয়পাত্র।"

তৎপরে একে একে সকলেই সুন্দরীকে একটি একটি চুম্ দিয়া সভা ভঙ্গ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

দশম পরিচ্ছেদ।

এলাইজা।

আনন্দমঠ হইতে বিরেন্দ্রগ্রাম প্রায় দুই দিবসের পথে ব্যবধান। গ্রামটিতে প্রায় পাঁচশত গৃহস্থ ও ধনী বসতি করে। ইহার মধ্যে মুখুর্জ্জে বংশিয়েরাই অধিক ধনশালী। গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে ইহাদিগের নাম প্রতিধ্বনিত। বৃদ্ধ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখনও জীবিত আছেন। ইহাঁর সহধর্ম্মিনীর প্রায় দুই বৎসর কাল হইয়াছে! এখন ইহাঁর একটী কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান। কন্যাটীর নাম—এলাইজা—প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষে পড়িয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে যৌবন-জাত-অতুল রূপ চারিধারে ছড়িয়া পড়িয়াছে—আয়ত আয়ত নয়নে বয়স আভা ও ভাব ভঙ্গি আসিয়া মিশিয়াছে! তুমি যদ্যপি কুটিরে কুটিরে প্রতি কুটিরে অন্বেষণ কর, তবে ইহার ন্যায় একটি সুন্দরী পাইবে কি না সন্দেহ! পুত্রের নাম—লোকচাঁদ। এটিও সুন্দর বটে; এক আকর হইতে উৎপন্ন সন্দেহ নাই? কিন্তু এলাইজার একপার্শ্বেও দাঁড়াইতে অক্ষম! আজ ইহাদের বাড়ীতে ভারি ধুমধাম্! লোকচাঁদের বিবাহ! সমস্ত প্রাসাদ আলোকমালায় সজ্জিত, স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পহার বিলম্বিত—শোভার আর কোনই অভাব নাই। এমন সময় একজন যুবক সুশ্রী পুরুষ, সেই লোকগণের পার্শ্ব দিয়া ধীরে

অথচ ত্বরিত পদে অন্দরাভিমুখে যাইতে লাগিল। আগন্তুককে দেখিলে, সে যে এ বাটির বা নিমন্ত্রিত নয় এবং ইহাদিগের নিঠুরে এই প্রথম প্রবেশি ইহা বেশ চেনা যায়। যাহাই হউক সে দিবস কেহ আর কাহাকেও অন্দরে প্রবেশের বাঁধা দিতেছে না—সাহস কর ভিতরে চোলে যাও—ভয় কর—পুলিশ করকবলিত হইতে হইবে।

প্রবেশী উপরে উঠিয়াই একটি গৃহে প্রবেশ করিল। এই গৃহে একটি যুবতী বসিয়াছিলেন। ইনিই আমাদিগের এলাইজা। এলাইজা দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তুমি কেগা?"

"কোন নিমন্ত্রিত!"

"তা এখানে কেন! তোমার নাম কি?"

"নাম—রমেশচন্দ্র।"

তৎপরেই উভয়ে উভয়কে দেখিয়া লইল। উভয়েরই মন হৃদয় হইতে বিচলিত হইয়া পড়িল। ধন্য প্রেম—ধন্য রূপ! আর তোমাকে কি বলিব! কুলবালা—এলাইজা রমেশের হস্ত ধারণ করিলেন। লম্পট রমেশ তাহাকে হস্তে পাইয়া বলিল—"পথিক তীর্থমানসে আসিয়াছে, দেবতার হস্ত স্পর্শে অনুমতি পাইবে কি?"

যুবতী কিয়ৎক্ষণ নিরবে রহিলেন, পরে লালাভাযুক্ত বদন তুলিয়া বলিলেন—'যদি তাহার সংস্পর্শে দেবী হস্ত কলঙ্কিত হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হস্ত চুম্বন দিয়া পবিত্র করিয়া দিতে পারেন।"

রমেশ হাঁসিয়া যুবতীকে প্রায় অঙ্কে টানিয়া বলিল—"ওষ্ঠাধর ইহাতে অপবিত্র হইবার সম্ভাবনা আছে।"

"তা সত্য বটে, বিভুগুণগানে যে ওষ্ঠ ব্যবহিত হয়, তাহা হস্ত চুম্বনে অপবিত্র হইতে পারে,কিন্তু দেবীর বদনতো আছে, সেত অপবিত্র নয়!"

"তবে বদনেই হস্তের কার্য্য করুক, আপনি চলাচল হইবেন না, প্রথমে বলুন?"

"দেবতাগণের ইচ্ছায় মানবী কি কখন অনিচ্ছুক হইতে পারে? এ যে আশ্চর্য্য কথা!"

"তবে প্রিয়ে, আমার অভীষ্ট ফল লাভ করি?" এই বলিয়াই রমেশ এলাইজাকে সাদরে চুম্বন করিলেন।

যুবতী হাঁসিয়া বলিল—"আমার বদন অপবিত্র হইল!"

"যদি আমার চুম্বনে ঐ গোলাপবিনিন্দিত ওষ্ঠাধরে পাপ লাগিয়া থাকে, তবে আমার পাপ আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, আমি লইতে রাজী আছি।"

রমণী অমনি রমেশকে জড়াইয়া ধরিয়া দুইটি চুম্বন দিলেন এবং দরজায় অর্গল দিয়া রমেশকে বলিলেন—"আপনি কি ভয়ানক বিপদে আসিয়াছেন! এখনই আমার আত্মীয়গণ আপনাকে দেখিতে পাইলে রক্ষা থাকিবে না!"

"তাহাদের সহস্র শানিত কৃপাণ আমি ডরাই না; আপনি আপনার চক্ষুরূপীকটাক্ষকৃপাণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন!"

"আপনার ন্যায় আমিও হইয়াছি। যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা গোপনে আর ফল কি? হয়ত আপনি আমাকে কত নিলজ্জা ভাবিলেন, কারণ আমি অপরের ন্যায় প্রেম হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিলাম না—প্রেমিকের সহিত

বৃদ্ধ একেবার স্তম্ভিত হইলেন—পরে যুবককে বলিলেন—"ঠিক বলিয়াছ, তুমি কি আমার নিকট কর্ম্ম করিবে ?"

"ইচ্ছাত নাই—তা এখন—"

"তা এখন না—খাইবে কিরূপে ?"

"ভিক্ষা করিয়া !"

"না, তোমায় ভিক্ষা করিতে হইবে না, আমি তোমাকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া প্রদান করিব। তুমি প্রত্যহই আমার বাড়ী আসিও।"

রমেশ প্রথমেই গিরিবালার বদন-শোভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এ সম্ভাষণে তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃতই আনন্দ জন্মিল। রমেশ একবার গিরিবালার দিকে চাহিলেন,—আবার চারি চোকে চারি চক্ষু মিশিল—উভয়েরই হৃদ্যারে এক অভিনব বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল! যুবক বলিলেন—"অনুমতি করিলে আমি প্রত্যহই আসিব।"

"আমি অনুমতি করিলাম,—তুমি প্রত্যহই আসিও; যে দিবস না আসিবে তবে, আমি ও গিরিবালা অতিশয় দুঃখিত হইব।"

অমনি গিরিবালা বলিল—"না বাবা, আমি ইহাতে দুঃখিত হইব না।"

"কেন মা !"

"ইহাঁর নাম কি ও জাতি কি ? ইনি যে এখনও বলিতেছেন না।"

"মা! ইহাতে তোমার কি আবশ্যক!"

"আবশ্যক আবার কি বাবা, জানিতে কি নাই ?"

এস্থানে যদ্যপি অপর কেহ উপস্থিত থাকিতেন, তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন ইহার নামে ও জাতিতে রমণীর কি আবশ্যক।

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বাপু তোমার নাম ও জাতি কি?"

"নাম—রমেশচন্দ্র, জাতি—ব্রাহ্মণ।"

যুবতী অমনি অন্তরে অন্তরে হাঁসিলেন। বৃদ্ধও কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিল—"মা! যুবকেরা যুবতীর আজ্ঞা অধিক পালন করিয়া থাকে, তুমি এই যুবককে আমার আলয়ে প্রত্যহ আসিতে অনুরোধ কর।"

তরুণীর হৃদয়কন্দর অবনত হইল,—তাহার বদনস্থ লাল শিরা ফুলিয়া নীলাভা ধারণ করিল,—ধীরে ধীরে অতি মৃদু স্বরে গিরিবালা কহিলেন,—"আসিবেন।"

"আসিব।"

যখন রমেশচন্দ্র বৃদ্ধালয় পরিত্যাগ করতঃ রাজমার্গে আসিলেন,—তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রমেশ ও গিরিবালা।

দুই দিবস পরে রমেশচন্দ্র তিনটার সময় বাজারের মধ্য দিয়া দ্রুতপদে যাইতে ছিলেন। গিরিবালাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়াছিল,—তিনি ত্বরিত পাদবিক্ষেপে বৃদ্ধ রামলাল আলয়াভিমুখে ছুটিয়াছেন।

বাজার পার হইয়া যাই কিয়ৎদূর যাইয়াছেন—সহসা তাঁহার কর্ণকুহরে বামাকণ্ঠমিশ্রিত গভীর কাতরুক্তি এবং কিছু কিছু ক্রন্দন প্রবেশ করিল,—সে স্বর পরিচিত—তিনি চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন, তৎপরে চঞ্চলপদে স্বর ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। হইয়া দেখিলেন—এক ব্যক্তি আশার হস্ত ধরিয়াছে—উলাঙ্গিনী করিয়া দিয়াছে—আশা তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কাঁদিতেছে, পদ জড়াইয়া ধরিতেছে। হায়! কুলসুন্দরীর সতীত্ব যায় জগদীশ্বর কি এরূপই নির্দ্দয়?

আশা বলিতেছে—"মহাশয়! আমাকে ছাড়ুন! আমি প্রতিদিন আপনার পদ টিপিয়া দিয়া আসিব—গৃহকর্ম্ম করিয়া দিয়া আসিব—আমি আপনার মেয়ে!"

এ দৃশ্য দেখিবা মাত্রই রমেশ ছুটিয়া গিয়া—মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই পিশাচকে সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন, তাঁহার সরল

কার্য্য, তাঁহার ভাব ভঙ্গি, তাঁহার বেশ-ভূষা দেখিয়াই সেই ব্যক্তি পলায়ন করিল, কিন্তু আশার বস্ত্র লইয়া পলাইল! আশা ত্রিপিষ্টপঅপ্সরস্ উর্ব্বশীর ন্যায় যেন কবন্ধে নিজ জীব-মোহন-রূপ ছড়াইয়া দিগম্বরী সমা গাত্র ধৌত করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিলে কে না চমকিত ও অনঙ্গরসে আবরিত হয়? রমেশ অমনি তাহার স্কন্ধস্থ চাদর আশার হস্তে ফেলিয়া দিল। আশা তাহা পরিধান করিল।—মান বাঁচিল! আশা চকিতে রমেশকে চিনিল।—সে ব্যাধঅনুসারিতা বিহঙ্গমী সদৃশা, রমেশের হৃদয়ে লুকাইল—জগতে এতক্ষণ অৰ্দ্ধ-কুসুম ছিল, এখন এক হইয়া একটি ফুটিল।

রমেশ তাহাকে বলিলেন—"তোমার বাড়ী কোথা,—চল, আমি তোমায় বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি।" আশা কৃতজ্ঞতা ও প্রেমপূর্ণ নয়নে রমেশের দিকে তাকাইয়া বলিল—"আমি আজ একা খাবার বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম—ঐ লোকটা আমার এক টাকার খাবার খাইয়া আমাকে বলিল—আমার বাড়ী এই কাছে, পয়সা নেবেত চল।—আমি আসিলাম তার পর এই! মা আজ আমায় হয়তো মার্তে মার্তে বাড়ী থেকে দূর কোরে দিবেন্!" এই বলিয়া আশা অশ্রুমুক্তা ফেলিল!

"তোমার মা, কি তোমায় বড় মারেন্?"

"হাঁ,—এই দেখুন না আমার গায় কত দাগ। সে দিন মা, একজন লোকের সঙ্গে আমাকে রাত্রে যেতে বোলেছিলেন, আমি যাইনি বোলে এমনি মার্লেন যে, শেষে ডাক্তার ডাক্তে হোয়েছিল!"

রমেশের নয়নে জলরূপী প্রেমাশ্রু আসিল! তিনি বলিলেন—"বিনা দোষেও কি তোমায় মারেন?"

"হাঁ—অপরের সঙ্গে ঝকড়া করিয়া, হারিয়া আসিয়া আমাকে নির্দ্দয় প্রহার করেন!"

রমেশ আশার গাল টিপিয়া বলিল—"তুমি কোথাও চাকুরি করিবে?"

"না।—লোকেরা বড় কুচক্রে!"

"আমার নিকট?"

এই কথায় আশার সমস্ত বদন-ভাগ যেন আনন্দের বিদ্যুতে মুহূর্ত্তের জন্য বিভাসিত হইয়া উঠিল,—সে কাতরে বলিল—"করিব।"

রমেশের হৃদয় এই সময় তুফানে তুফানে ঘর্ষিত হইল। রমেশ নিজ আস্তারণ হইতে তিনটি টাকা আশার হস্তে দিয়া বলিলেন—"তবে এখন আশা যাও?—আমিও যাই। আবার দেখা হইবে।"

আশার লোচনদ্বয় ধীরে ধীরে জলদদলে পূর্ণ হইয়া আসিল দেখিয়া, রমেশ বলিলেন—"আশা—রাক্ষসি,—তুইও কি আমাতে মজিবি?" এই বলিয়া তিনি আশাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া, তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"কেঁদনা, কাঁদলে আমি তোমায় ভালবাসিব না?" মুহূর্ত্ত মধ্যে আশার নয়নদ্বয় যেন সমস্ত দিনের বৃষ্টি হইতে আকাশ পরিচ্ছন্ন ও নির্ম্মল হইল,—তাহার বদনে সরলতা আনন্দে ছুটোপাটী আরম্ভ করিল;—বারণ মানিল না।

তখন দুইজনে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ছায়ায় উপবিষ্ট হইলেন।

তাঁহারা নগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নগর বাহিরে আসিয়াছেন,—রাজমার্গে মধ্যে মধ্যে দুই একটী লোক গমনাগমন করিতেছে। দুই জনে সেই বৃক্ষ নিম্নে বসিয়া কত কথা কহিলেন, সে কথার বর্ণনা হয় না। অবশেষে রমেশ বলিলেন—"আশা, এ গাছের নিচে কেমন শীতল দেখেছ—আমার ইচ্ছা করে, আমি এইখানে শুয়ে একটু ঘুমাই।" আশা ধীরে ধীরে প্রেমভরে কহিল—"শোও না!" রমেশ বলিলেন—"আশা তবে একটু সোরে আয়।" আশা রমেশের কাছে বসিল। রমেশ তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। আনন্দে ও সুন্দর সুশীতল সমীরণ পরে পরে বিচিমালারূপে বৃক্ষপত্রকে প্রকম্পিত করিয়া ছুটিতেছে,দল-কুঞ্জে কিকীদিবি টিঁ টুভক,শকুন্ত মধুর কাকলী করিতছে, রমেশ ইহা দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইলেন। আশা নীরবে বসিয়া রমেশের শান্তমনহারিন্ নয়ন পানে চাহিয়া কত কি দেখিতে লাগিল। একবারও নড়িল না, বা পা বদলাইল না, পাছে রমেশের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, ভাল না বাসে।

ক্রমে উষ্ণরশ্মি পশ্চিম প্রাঙ্গনে মিলিয়া যাইতে লাগিলেন। নীলাভালে কদম্বরাজী সুবর্ণ রঙ্গে বিমলঅমলদ্যুতি-ধারণ করিল,—বিহারস্ ডালে ডালে, অতিদূরে শৃঙ্গে কোলাহল আরম্ভ করিল,—জজ্-কোর্ট হইল—ভাঙ্গিয়া গেল রমেশও চক্ষু চাহিলেন,—চারিদিক তাকাইয়া দেখিলেন,—তৎপরেই তাঁহার নয়ন সরলতাদর্শন আশার বদন ভাগে নিপতিত হইল।

অমনি তাঁহার পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ হইল।—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"আশা, আমি অনেক ক্ষণ ঘুমাইয়াছি। আমাকে জাগাইয়া দেওয়া তোমার উচিত ছিল। যাহা হউক এখন আমি চলিলাম, আবার দেখা হইবে।" এই বলিয়া তিনি আবার আশাকে হৃদয়ে লইলেন—সাদরে ও স্নেহে চুম্বন করিলেন, তৎপরে সত্বরপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পথ ধরিলেন রামলালবাবুর আলয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

যুবতী জীবনে যৌবন, রমণীগণের দ্বিতীয় স্তর। এ কাল তাহাদিগের পক্ষে অতি ভীষণতাপূর্ণ। যে রুগ্না সেও এ সময়ে হাড়মাসে হয়—যে কাল সেও জগৎ আলো করে। এ কালে হৃদয়ে যেন কি এক অব্যক্ত-জ্যোতি-সম অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা,কুল-অন্দরস্থ-পুরুষ-বিদ্বেষিনী বালাকেও টলায়। তারা যেন কি চায়—কি যেন পায় না! কি যেন হইলে ভাল হয়—তাহা হয় না—চারিধার মশান কাণী শূন্য শূন্য, এবং অতি দূরে ঈষৎ অন্ধকার লক্ষ করে। মন সততই আপনাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী অনুভব করে ও কুটিল পথাবলম্বিনী হইতে চায়! গিরিবালারও তাহাই হইয়াছিল, তাই গিরি রমেশকে একবার দর্শন মাত্রই, তাহাকে ভালবাসিতে শিখিল.—এবং তাহার সহিত বসবাসে সে ভালবাসা প্রত্যহই প্রবলা হইতে লাগিল ; পরে বৃক্ষে পরিণত হইল। গিরিবালা নিজেকে বুঝিল—হৃদয়বেগ উপশমিত করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল,—যাহাতে কোন ক্রমে হৃদয়ভাব প্রকাশ না হইয়া পড়ে। কিন্তু সক্ষম হইল কি? কে জানে বাবু! আর রমেশ কি করিল? সে সর্ব্বদাই গিরিবালাকে হৃদয়ে আঁকিতে, গড়িতে ভাঙ্গিতে লাগিল।

পাঠক ও পাঠিকা ইহাই যদ্যপি প্রেমের চিহ্ন হয়, তবে রমেশও গিরিকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল কিন্তু দুইটী হৃদয়ের অভ্যন্তরিক ভাব যদি এইরূপই হয়, তবে তাহা পরস্পরের নিকট কয়দিন গোপন থাকে? একদিন বৃদ্ধ রামলাল বহির্স্থ বৃহৎ কারখানায় বসিয়া রমেশকে বলিলেন—"বাবা, তুমি গিরিবালার নিকট হোতে সিন্ধুকের চাবি লইয়া, জহরতের মধ্য হইতে একখানি দশহাজারের খুঁজিয়া যদি পাও ত নিয়ে এসো?" পাঠক! রমেশচন্দ্র এখন বৃদ্ধের এমন প্রিয়পাত্র হইয়াছে যে, তিনি ইহাকে সমস্ত বিষয়েরও চাবি দিতে পারেন এবং যে অন্দ্রমহলে চাকুরাণী ব্যতিত কাহারই প্রবেশের অনুমতি নাই সেথায় সে নিঃসন্দেহে যাইতে পারে।

রমেশচন্দ্র ধীরে ধীরে সেথা হইতে উঠিয়া, অন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে গৃহ গৃহ অন্বেষণ করিয়া যে গৃহস্থ পালঙ্গোপরে বসিয়া, গিরিবালা একমনে পুস্তক পড়িতে ছিলেন, সেথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"গিরি, সিন্ধুকের চাবি দাও ত?"

"এই আমার অঁাচল হইতে খুলে নিন্।"

তাহারা কখনও নির্জ্জন গৃহে উভয়ে একত্রে থাকেন নাই। একত্রে কথোপকথন করিবার অবসরও পায় নাই। রমেশ ধীরে ধীরে গিরিবালার বস্ত্র হইতে চাবি খুলিয়া লইলেন। পরে সিন্ধুক উদ্ঘাটন করতঃ দশহাজার টাকার জহরৎ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। গিরিবালাও বিছানায়

পুস্তক রাখিয়া আসিয়া রমেশের পার্শ্বে জহরৎ খুজিতে লাগিলেন। রমেশ হস্তে একখানি দশহাজার টাকার জহরৎ তুলিলেন কিন্তু ফেলিয়া দিলেন—কারণ তখন তাহার নিজ মনে আর মন নাই—অপরের নিকট! গিরিবালা সেইখানি তুলিয়া বলিলেন—"তোমার চোকে কি দিন দিন যাচাঁয়ের ক্ষমতা যাচ্চে নাকি?—তা না হোলে এখানা হাতে পায়েও চিন্‌তে পার না?"

রমেশ বলিল—"গিরি! যথার্থই আমার নজর গিয়াছে।"

"কেন রমেশ?"

"তোমার জন্য।"

"যান্‌লে কেমন কোরে?"

"তোমাকে সাম্‌নে পেয়েও চিন্‌তে পারিনি!"

"কেন, আমি কি জহরৎ?"

"তাইত তুমি বোলে দিলে,—দেখেও চিন্‌তে পারনা?"

দুই জনের দুই চক্ষু, চক্ষে চক্ষে সম্মিলিত হইল। প্রেমের কথা—হৃদয়ের কথা—চক্ষু যত দূর বলিতে পারে জিহ্বা তত দূর বলিতে পারে না! মুহূর্ত্ত মধ্যে দুইজনের ওষ্ঠ, ওষ্ঠে মিলিল—কেশে কবরী স্পর্শিত হইল;—একটি ক্ষুদ্র চুম্বন ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে গৃহ ভিত্তিতে মিশিয়া লয় পাইল।—জীবনে ইহাপেক্ষা সুখ আর কি হইতে পারে?

কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই এই সকল সমাধ হইয়া গেল—একজন অপর কে বুঝিল। রমেশ জহরৎ লইয়া গিয়া বৃদ্ধকে প্রদান করিল। বৃদ্ধ বলিলেন—"এত শীঘ্রই মধ্যে কেমন কোরে পেলে?"

"গিরিবালা খুঁজিয়া দিল—আমি হইলে আরও বিলম্ব হইত।" কে জানিল আজ এত শীঘ্ররই মধ্যে একটি মহৎ কার্য্য ও কাব্য হইয়া গিয়াছে ?

*　　*　　*　　*　　*　　*

আর একমাস কাটিয়া গিয়াছে। এক দিন বৃদ্ধ গিরিবালাকে লইয়া অন্দরস্থ গৃহে বসিয়া আছেন। গিরিবালা পুস্তক পাঠে নিযুক্তা। বৃদ্ধ মাসিক-আয় মিটাইতেছেন, এমন সময় রমেশ যাইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ বলিলেন—"বাবা, এত দিন আসনি কেন ? এত লোক পাঠালুম।"

"শরীর কিছু মন্দ ছিল তাই।"

"আচ্ছা বোস বাবা ! এইটে যোগ দাও দিকিন্ ?"

"আপ্‌নি কি ক'র্‌বেন ?"

"আমি এইটে লিখ্‌বো ?"

"না—না, আপনি উঠুন। আমিই সব করিয়া দিতেছি।"

"কর বাবা কর, তোমাদেরইত সব।"

বৃদ্ধ সেথা হইতে সরিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই রমেশ সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। তৎপরে বৃদ্ধ গিরিবালার বিবাহ কথা তুলিলেন এবং রমেশকে বলিলেন—"রমেশ, গিরিকে বিবাহ করিবে ?" রমেশ বদন নত করিলেন—বুঝাইল করিব—মৌনঃ সম্মতি লক্ষণং।

গিরিবালার বিবাহ হইলে সে সুখী হইবে ভাবিয়া তিনি সুখী হইলেন, কিন্তু বিবাহ হইলে যে তিনি গিরিকে হারাইবেন—গিরি যে তাঁহার চক্ষু—গিরি যে তাঁহার হৃদ-

য়ের একমাত্র উত্তর-উজ্জ্বল-নক্ষত্র—গিরিকে দিয়া, তিনি কি নিয়া আর প্রাণ ধারণ করিবেন?

সরলা গিরিবালা নিজ হৃদয়ভাব কখনও পিতার নিকট গোপন করে নাই, করিতে জানেও না। এত দিন কেবল লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া সে নিজ হৃদয় প্রকাশে সক্ষমা হয় নাই। আজ কিন্তু তাহার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আজ পিতার নিকট নিজ হৃদয়ভাব প্রকাশ করিবে বলিয়া সে যে কোমর বাঁধিয়াছে। সে যদ্যপি ইহা না করিত, তবে কেনা বলিতে পারিত, একদিন সে কুলে-প্রদীপ দিবে? গিরিবালা ধীরে পিতার নিকট আসিল,—আদরে দুই হস্তে পিতার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন, তৎপরে বলিল—"বাবা, আপনি অবশ্য ইহাতে সম্মত হইবেন?"

বৃদ্ধ চমকিত হইয়া কন্যার দিকে তাকাইলেন,—তৎপরে বলিলেন—"গিরু! রমেশর সহিত বিবাহ হইলে তুমি কি সুখী হইবে?"

গিরিবালা পুনঃ আদরে পিতার গলা জড়াইয়া, পিতার কপোলে নিজ কপোল সংমিশ্রিত করিয়া মৃদু মৃদু কহিল—"বাবা, তাহা না হইলে এ প্রার্থনা করিব কেন?"

কিয়ৎপরেই গিরিবালা ও রমেশ উভয়েই বৃদ্ধের চরণ তলে উপবিষ্ট হইলেন—উভয়েই ধীরে ধীরে বৃদ্ধ রামলালের দুই কর ধারণ করতঃ বলিলেন—"পিতঃ! আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন!"

বৃদ্ধ বলিলেন—"রমেশ! তোমার ন্যায় জামাতা পাইব, ইহা আমি স্বপনেও ভাবি নাই—আমার প্রাণের গিরিকে

যদি পরের হস্তেই দিতে হয়, তবে তোমারই ন্যায় সৎ-পাত্রে ইহাকে সমর্পণ করিব—ইহা চিরকালই ইচ্ছা কিন্তু আজ জগদীশ্বর তাহা পুরণ করিয়াছেন। আর তোমাদেরও ইচ্ছা এক দেখিয়া, আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।—কালই তোমাদিগের আমি বিবাহ দিব—কারণ, আমি কখন আছি কখন নাই! হটাৎ যদ্যপি মরি, তবে কে কোথা থেকে এ অতুল বিভব ভোগামেরে আমার গিরুকে পথের ভিখারিনী করিবে।"

পর দিবস মহাসমারোহে যথার্থই বিবাহ হইয়া গেল। উইলও লেখা হইল। ইহাতে গিরিবালা ও রমেশের আনন্দ আর ধরে না। গিরি ভাবিতেছে—এইত সুরলোক,—রমেশ ভাবিতেছে–তাহার হৃদয়ে বসন্ত আসিয়াছে—ডালে ডালে কোকিলনিকর কুহু-মধুর-তান ছাড়িতেছে—হাঁসিতে হাঁসিতে পুষ্পসময় কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কেনা জানে, পরে পরে—শীত গ্রীষ্ম, বর্ষাকালও আসিবে! জীবন চক্র ঘুরিবে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আশা ও বিবাহ।

একদিন রমেশচন্দ্র রামলালের বাড়ী হইতে নিজাবাসে যাইতেছেন, সহসা তিনি দেখিলেন সম্মুখে—আশা। রমেশের আশার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা আজছিল, তাহাই হইল,—তিনি আশার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"আশা, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?"

"বাজার কোত্তে।"

"তোমার মা কেমন আছেন?"

"তিনি মোরে গেছেন" বলিয়া চক্ষু ফিরাইল। রমেশ চমকিত হইলেন—দেখিলেন এক প্রান্ত হইতে আশার বদনে কালিমার ছায়া পড়িল—নয়নদ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া গেল! কেনা জানে, লোকে যদি হাজার বদ্‌জাৎ হয় তাহার মরণের পর লোকে তাহাকে ভাল বলে—শত্রু হইলেও চক্ষে জল ফেলে। তাতে—সে আশার মা। সে যদি আশাকে মারিয়া ফেলিত, তাহা হইলেও বোধ হয় আশার ন্যায় বালিকা কাঁদিত না।—হাঁসিত।

রমেশ বহুদিন আর আশার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তিনি গিরিকে লইয়াই মুগ্ধছিলেন,—অভাগিনী আশার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার

জীবনে যে কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহাও তিনি জানিতেন না। এক্ষণে তিনি সস্নেহে বলিলেন—"আশা, এখন আমি যত্ন করিব, আদর করিব, তোমার মাতা তোমায় কেবল মারিত না ?"

"না, মা আমায় কখন মারিতেন না—"

রমেশের সহিত থাকিলে আশা জগৎ সংসার বিস্মৃত হইত। রমেশ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন—কিয়ৎদূর আসিয়া তাহারা এক পাদপতলে উপবেশন করিল। বৃক্ষ নিম্নে একজন পুরোহিত উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি এই বিজনে যুবক যুবতীকে দেখিয়া সরিয়া বসিলেন।

রমেশ ধীরে ধীরে বলিলেন—"আশা ও শশী !"

"কেন গা ?"

"তুমি আমায় বিবাহ করিবে ?" আশা একবার ব্যাকুল নয়নে তাহার দিকে চাহিল, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি কি আমায় বিবাহ করিবে ?"

"করিব।"

"তবে এস" বলিয়া রমেশ আশাকে পুরোহিতের নিকট লইয়া আসিলেন। পুরোহিত বলিল—"কি গা ?"

"আপনি বিবাহের-মন্ত্র জানেন ?"

"জানি, কেন।"

"তবে আমাদিগের বিবাহ দিন্।"

"কত পাব ?"

"কুড়ি টাকা।"

ব্রাহ্মণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—বনমালা বদল হইল—ব্রাহ্মণ বিবাহ দিয়া চলিয়া গেলেন। আশা তখন রমেশের নয়ন পানে ব্যাকুল ভাবে তাকাইয়া বলিল—"এখন তুমি আমায় ফেলে যাবে না ?"

"না আশা,—তা হবেনা ! জানতো আমার কাজ কর্ম আছে, সে সব দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়। তবে মধ্যে মধ্যে আমি তোমার কাছে যাব টাকা দিয়ে আস্‌'ব।"

আশার চক্ষু আবার জলে পূর্ণ হইল—সে ভাবিয়াছিল—আর রমেশ তাহাকে ছাড়িবে না। ইহা দেখিয়া রমেশ বলিলেন—"দেখ, তুমি যদি অমন ক'রে কাঁদ, তবে আমি আর কখন তোমার কাছে যাইব না !" আশা সত্বর চক্ষু জল মুছিয়া বলিল—"না, আমি আর কাঁদিব না—আমায় ত্যাগ করিবেন না ?"

"না, চল এখন তোমাদের বাড়ী রাখিয়া আসি।"

দুইজনে চলিলেন। মাতৃ বিয়োগ পর আশা সেই আবাসেই দৈনিক-কার্য্য করিয়া যাহা পাইত তাহাতেই জীবন চালাইত। আশা রমেশকে সঙ্গে করিয়া সেই বাড়ী আনিল। রমেশ দেখিলেন—আশার বাড়ী দারিদ্রতার ক্রীড়া স্থান। রমেশ সেথায় আসিয়া বলিলেন—"আশা, আমায় কিছু খেতে দাও ?"

আশার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর ধারে জল পড়িল। রমেশ বলিলেন—"আশা, আজ তোমার খাওয়া হোয়েচে ?"

"না ! বিকালে বাজার করিয়া আনিয়া রাঁধিতাম।"

রমেশের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল—তিনি পকেট হইতে

এক তোড়া মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন—"আশা তবে আসি! বিদায় দাও।"

আশা দুই হস্তে রমেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, তৎপরে ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে কাতরে বলিল—"আবার আসিবেন?"

"আসিব বৈ কি আশা?"

আশা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। রমেশ ত্বরিত পদে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্র আরও দুইবার আশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সতিশচন্দ্র।

কাশী হইতে বেশী দূর নয়, অনতিদূর সন্নিকটেই জমীদার সতিশচন্দ্রের জমীদারী। সতিশচন্দ্রের চরিত্র অতি নির্ম্মল. কিন্তু কেনা জানে শশাঙ্ক-সুন্দরীতেও কলঙ্ক আছে, জটা জুট ফণীফনধর-দিগম্বর-সন্ন্যাসী হৃদয়েও কাম পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত! তবে এ সংসারে কুটিল নয় কে? তুমিও কুটিল, আমিও কুটিল চক্রে আবদ্ধ! তুমি ভিতরে ভিতরে চাল্ চাল, আমি উপরে সেই চাল্ দেখাই, তুমি সাধুনামে বাচ্য হইয়া ধমনীতে ধমনীতে কালকূটগরল পোষণ কর, আমি জন সমাজে প্রাণ খুলিয়া তাই দেখাই। তাহাইত লোকে তোমায় সাধু বলে, আর আমাকে মাহাপাতকী বলে।

সতিশচন্দ্রের বয়ঃক্রম প্রায় যখন সপ্তদশবর্ষ তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। আজ তাঁহার বয়স প্রায় অষ্টাদশ যায় যায়, যায় না। রং সাদাসিধা। এখন ইঁহার সংসারে মাতা ও অর্দ্ধাঙ্গিণী জীবিতা। মাতা বৃদ্ধা হইয়াছেন, প্রাণেশ্বরী এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। অন্ধকারে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে কিন্তু এখন ও পূর্ণ বিকাশ পায় নাই—ফুট্ ফুট্ ফুটে. নাই। তবুও যা ফুটিয়াছে, তাহাতেই চারিধার আমোদিত করিয়াছে। নাম—প্রেমময়া যথার্থই যেন প্রেমময়া অবনীতলে আবির্ভূতা, তাইত সতিশচন্দ্রের সোণার সংসার।

আজ সতিশচন্দ্র সন্নিকট বনপ্রদেশে মৃগয়া করিতে যাইবেন! অশ্ব, হস্তি ইত্যাদি কাতারে কাতারে সারি সারি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিয়ৎপরেই জমীদার সতিশচন্দ্র মৃগয়া-বরণ পরিধান করত বাটি হইতে বহির্গত হইয়া তুরঙ্গম পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সকলেই দূরে দূরে অতিদূরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষনিকে সকলে অরণ্যাণী মধ্যে উপস্থিত হইলেন, পলকে ব্যাঘ্রগজাদি-পরিপূরিত মহাবিপিন কোলাহলে পরিব্যাপ্ত হইল। পঞ্চাস্যদ্বীপিনৃতক্ষরোমনৃভচ্ছাদি এতক্ষণ প্রকৃতানন্দে অটবীঝরণাতলে নিদ্রাদেবীকে আরাধনা করিতেছিল, হটাৎ কোলাহলে সকলেই পথ দেখিল বটে, কিন্তু কেহ কেহ নিমিষে শমন সদনও দর্শন করিল!

ইত্যবসরে কোন কুরাঙ্গ তীরবেগে সতিশচন্দ্রের সম্মুখ হইতে পথ ধরিল। অমনি সতিশচন্দ্র তীর হস্তে তাহার পশ্চাদানুসরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্বাদশ জনও পথ লইল বটে কিন্তু অনুধাবনে অক্ষম হইয়া তাম্বুতে ফিরিল! একা জমীদার ছুটিলেন। বাতার বহুদূর গিয়া নিবিড় জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু বিকল মনোরথ হইতে হইল। কারণ—সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। অগত্যা সতিশচন্দ্র অশ্ব-গতি ফিরাইলেন, কিন্তু কোন পথ হইতে যে তিনি এ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি অশ্ব থামাইলেন। অমনি সহসা গম্ভীরাহকনাকৃত বলিল—এই পথে আসুন। তিনি অশ্ব চালাইলেন, কিন্তু কিয়ৎপথ

যাইতে না যাইতেই ক্রষ্টশষ্পাসমা অঙ্গনা বনবালাকে দেখিতে পাইলেন। এবং তৎমুহূর্ত্তে তুরঙ্গম হইতে অবরোহন করত বনবালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। বনবালা অমনি কুরঙ্গেক্ষণ উত্তোলন করিয়া সতিশচন্দ্রকে দেখিল; পুনঃ সরমে ভরমে নয়নদ্বয় নাবাইল।

কেহই কথা কয় না, উভয়েই নিস্তব্ধ। একজন ভয়ে, অপরে মোহনে। বহুক্ষণ পরে সতিশচন্দ্র বলিলেন—"বামা, এ রূপের-ডালি লইয়া এ বিজনে তুমি কে? কাহারই বা জন্য অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছ। যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে তবে বলিতে পার?"

বালিকা কোন উত্তর দিল না। কেমনেই বা দিবে? সে যে—বোবামেয়ে, বনবালা।

কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া সতিশচন্দ্র পুনঃ বলিলেন—"তোমার কি হইয়াছে? কথা কহিতেছ না কেন?" বনবালা ভূতলে লিখিতে লাগিল—"আমি বোবা, নাম বনবালা। আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আমি কাঁদিতেছি। কে আমায় ভাল বাসিবে—কে আমায় আশ্রয় দিবে; তাই চিন্তা করিতেছি!"

"তোমায় আমি ভাল বাসিব, আশ্রয় দিব, এ বিপদ হ'তে উদ্ধার করিব। তোমার কি আজ খাওয়া হইয়াছে?"

বনবালা লিখিল—"দুই দিন্ হয় নাই!"

"তুমি আমার সহিত লোকালয়ে যাইবে?"

"যাইব, কিন্তু আমার উপর্ অত্যাচার যেন কেহ না করে, প্রথমে এই দিব্ব করুণ?"

"আচ্ছা তোমার দিব্ব কেহ তোমার উপর অত্যাচার করিবে না।"

"এখন কোথায় লইয়া যাইবেন?"

"জমীদার সতিশচন্দ্রের জমীদারীতে।"

"পথ চেনেন্!"

"না, ভুলিয়া গিয়াছি।"

"তবে অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া আমার অঞ্চল ধরুন্।"

সতিশচন্দ্র ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া বনবালার উত্তরাসঙ্গ ধারণ করত অনুপদ রূপে চলিলেন।

সায়ম্ হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃতি সুরসুন্দরী পাটে বসিয়াছেন। তমিস্র আসিয়া বলবতে বনজ্বিশ্বন্তরাকে পরিরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্-উদ্ভূত সুষমাকেও লয় দেখাইয়াছে। সুমৃদুমলয়মারুত ভঙ্গে ভঙ্গে অটবীর এক সীমা হইতে অন্তঃসিমায় চুম্বণ দিতেছে। দূরে দূরে শিলোচ্চয় হুহেতি, মহীরুহ আন্দোলনাবসরে দেখা যাইতেছে। শুভ্রাংশু গগণতলে উদয় হইয়াছিলেন—কিন্তু বারিদবৃন্দের প্রকোপে এখন আর তাঁহার চাঁদমুখ দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে ধূমযোনি আকাশের একভাগে ক্ষুদ্রাকারে দর্শন দিয়াছিল, এখন বিহায়সময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। থেকে থেকে টুপটাপ কোরে বৃষ্টি-শীকরও পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। নানা ঢঙ্গে ক্ষণপ্রভাও সঙ্গ ধরিয়াছে। পথিকদ্বয় ইতি ঝটিতি চলিয়াছেন।

রাত্র একটার সময় তাঁহারা, সতিশচন্দ্র জমীদারীতে আসিয়া উপনিত হইলেন। কিয়ৎপরেই তাহারা রাজ-

প্রসাদে প্রবেশ করিল। চারিধারে আহারায়োজনের ও কাজকর্ম্মের হুড়োহুড়ী, দুড়োদুড়ী পড়িয়া গেল। এবং সকলেই বনবালাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, ভাবিল এ দেবী না মানবী। পরে বনবালার রাজভবনের একপ্রান্তে আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।—পথের কাঙ্গালিনী বুঝি আজ কালচক্রে রাজরাণী হইতে চলিল—প্রেমমায়ার বুঝি সুখ-মঞ্চ নির্ম্মূলিত হইল—বুঝি আজ মায়াবিনী সূর্পণখা তাহার হৃদয়মণী ছিঁড়িয়া লইতে আসিল। তাই বনবালার আগমনে, প্রেমমায়া ব্যতীত সকলেই হাঁসিল। সকলেই আসিয়া বনবালাকে দেখিয়া যাইল কিন্তু সে আসিল না। শত্রুকে কে কবে দেখিতে যায়? বনবালা তাতে বিপক্ষাপেক্ষাও শত গুণে প্রাণবিনাশিনী কালকুটী অরি! প্রেমমায়া গৃহ মধ্যে ধীরে মরমে মরমে অশ্রুপাত করত দহন হইতে লাগিলেন!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সতিশচন্দ্র ও বনবালা।

পাঠক ও পাঠিকা! এ সংসারে পোষা প্রাণের জিনীস কেনা চায়? পাঠক! তুমি কি পোষা প্রণয়িনী, পোষা রূপাজীবা, পোষা জগৎ চাও না? আর পাঠিকা! তোমরাও কি পোষা স্বামী, পোষা মার্জ্জার, পোষা শ্বশুরো চাও না? তাবোলে কি তোমরা রঙ্গ পোষা চাও? না বিহার পোষা চাঁও?—কখনই না। প্রতি দিবস ইহার নব নব ভাব হাব দেখিতে চাও। তবে সতিশচন্দ্রেরও বনবালাকে পোষ মানাইতে মন কেন না চলিবে! তাহাকে বশে আনিতে—হৃদয়ে লইয়া রঙ্গ করিতে মন কেন না মাতিবে? এই সকল সমাধা করিতেইত মানবের জন্ম। শুদ্ধ যদ্যপি এ বিশ্বভূমে নারীর সৃজন হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনই জীবন ধারণ করিতে সক্ষমা হইত না; আর যদ্যপি কেবল পুরুষের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে তাহারাও একদিবস জীবন চালনে সক্ষম হইতেন না। জন্মিয়াই মরিতেন।

বনবালাকে লোকালয়ে আনয়নের পর প্রায় একমাস হইয়া গিয়াছে। এক দিন নিশাবকাশে সতিশচন্দ্র বনবালার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, একি? করকমলযুগলে বদনকমল আবৃত,—নতমস্তকে বনবালা

নেত্রাম্বু পাতিত করিতেছে—সম্মুখে পুস্তক· শ্লেট ও পেন্‌শিল পতিত! তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরম আদরে সুকুমার করপল্লব ধারণ পূর্ব্বক বদনারবিন্দ হইতে সরাইলেন। কাদম্বিনী যেন মৃগাঙ্কোপর হইতে অপসারিত হইল। আবার অম্বরে চন্দ্রা হাঁসিলেন।

সতিশচন্দ্রের আগমন, বনবালা জানিতে পারে নাই, সচকিতে বাষ্পাকুল মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সে দৃষ্টিতে হর্ষ নাই, যেন ক্ষীণ বৈরাগ্য বর্ত্তমান। সতিশচন্দ্র বলিলেন—"আমার প্রাণের বনবালা আজ রোরুদ্যমানা কেন? বনবালার কিসের দুঃখ? যদি প্রাণ দিলে সে অভাবের—" সতিশচন্দ্রের এই অবধি বলা শেষ না হইতেই বনবালা অধোবদনে তটস্থ ভাবে শ্লেটে লিখিল—"সতিশ! আমি বালিকা নই, আর তুমিও বালক নও—যদিও ইটা আপনার পুরী—তবু আমি এখন একা—তাতে আবার সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সময় আপনার আগমন কর্ত্তব্য হয় নাই—যদিও আপনি আমায় পরম স্নেহ ও ভাল বাসেন!"

সতিশ পুনর্ব্বার সহাস্যে বলিলেন—"কেন আমার সরলা বনবালার বাক্যে আজ চাতুরীর খেলা? কেন শশী আজ ম্লান মুখা!"

বনবালা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিরক্তির সহিত শ্লেটে লিখিল—"এখানে আপনার থাকা উচিত নয়! জানিবেন আমি কুলবালা! সত্য, আপনার আশ্রয়ে, আপনার খাইয়া· আপনার অধীনে আছি। যদ্যপি আপনার

আমাকে আহার দিতে ভার বোধ হইয়া থাকে তবে আপনি আমাকে বলিতে পারেন্! আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।"

"বনবালা, যদিও আমি জমীদার কিন্তু তত্রাচ আমার মন অত নীচ ভাবিও না? যার দ্বারে প্রতিদিন শত শত দীন হীনা অন্ন পায়, আজ সে তোমাকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারিবে না? তবে কি তুমি আমায় ভালবাসনা?"

"হৃদয়ের সহিত ভালবাসি।"

"তাত দেখাই যাইতেছে!"

"হাঁ ভাল বাসি বটে, কিন্তু ভ্রাতার ন্যায়।"

"কেন স্বামীর ন্যায় ভাল বাসনা?"

"তুমিত আমার বিবাহ করিতেছ না?"

"কেন? আমিত তোমাকে সব কথা বলিয়াছি?"

"যা বলিয়াছেন, তা আর যেন মুখে না আনেন্?"

"কেন? রাগ করিয়াছ!"

"সে কথায় কোন না কুলবালা রাগ করিবে?"

"আমার যদি প্রেমময়া না থাকিত, তবে তোমায় এখনই বিবাহ করিতাম।"

"আমি বিবাহিতা—আর আমার সম্মুখে বারম্বার ঐ কথা বলিবেন না!"

"তবে তুমি কি আমার মৃত্যু দেখিতে চাও?"

"দাদার মৃত্যু কি বোন ভাল বাসে? যে বাসে সে এখনই যেন চুলোর-দোরে যাক্!"

সতিশচন্দ্র আর কথা বাড়াইলেন না বা গৃহে অপেক্ষা করিলেন না; ম্লান মুখে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে চলিয়া

যাইবার নিমিত্ত দাঁড়াইলেন; অমনি বনবালা সতিশের হস্ত ধরিয়া লিখিল—"দাদ, রাগ করিয়াছেন্?"

সতিশ যেন হস্তে-চন্দ্র পাইলেন—সমস্ত শরীর বনবালার স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—মস্তক ঘুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"বনবালা! তোমায় যবে কাননে দেখিয়াছি, তবে হইতেই তোমার চিন্তায় মজিয়াছি—" এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ বুকে তুলিতে লাগিলেন—বারংবার বদন-বিধু-মণ্ডল ও ললাটফলক পবিত্র অধর স্পর্শে শীতল হইলেন। শীতল করিলেন কি?—বোধ হয় করিলেন। রাত্র দুপরের সময় সতিশচন্দ্র বনবালার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, অমনি কে যেন তাঁহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া পলাইল। ইনিও ছুটিলেন কিন্তু অন্ধকার বশত তাহার গমন ধরিতে পারিলেন না। আহ্লাদে ও নানা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপন শয়ন-গৃহদ্বারে গিয়া উপনিত হইলেন। প্রেমময়া তখন গৃহার্গল দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিদ্রিতা হন নাই;—শয্যা যে খালি, একজন যে এখনও আসে নাই। তবে কি প্রিয়তমকে বাহিরে রাখিয়া তিনি নিদ্রিতা হইতে পারেন?—না নিদ্রা আসিতে পারে?

সতিশচন্দ্র গিয়া দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন অমনি দ্বার উন্মুক্ত হইল,—তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রেমময়া দ্বারে অর্গল লাগাইয়াদিল। পরে দম্পতী পর্য্যঙ্কে শুইলেন। এতক্ষণ প্রেমময়া শয়নীয়ে ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন—এখন জ্বালা নিবারণ হইল। সে নাথের গলা

জড়াইয়া বলিল,—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?—তোমার জন্যে যে আমার নিদ্রা হয় নাই।"

"সতীশচন্দ্র প্রেমমায়ার ওষ্ঠাধরে একটি চুম্বন দিয়া বলিলেন—"প্রেমু! তুমি ঘুমাইলে না কেন?"

"কাকে ব'ক্ষে লইয়া ঘুমাইব?"

"আমায় না হইলে কি নিদ্রা হয় না?"

"মাতা কি সন্তানকে অপরের গৃহে রাখিয়া ঘুমাইতে পারে? চাঁদ কি তারা ব্যতিত হাঁসিতে পারে? বলি,—কোথা গিয়াছিলে?"

"বাহিরে আবশ্যকে নিযুক্ত ছিলাম।"

প্রেমমায়া অমনি স্বামীর দুই হস্তে কন্ধ জড়াইয়া ধরিয়া, আননে আনন ঠেকাইয়া চাহিল "পান্ দিন্?" সতীশচন্দ্র তাম্বুল চিবাইতে ছিলেন, দুই হস্তে প্রেমমায়ার গাল ধরিয়া কোমল ওষ্ঠে ওষ্ঠ লাগাইয়া আস্যস্থিত চর্ব্বিত তাম্বুল প্রেম-মায়ার মুখে প্রদান করিলেন। প্রেমমায়ার লালকপোল আরো সুষমা ধারণ করিল। তৎপরেই উভয়ের হৃদয় উভয়কে আলিঙ্গন করিল—উভয়ের চক্ষু উভয়ের চ'ক্ষে পড়িল—প্রেমমায়ার সুগোল কোমল কর সতীশকে বেষ্টন করিল, এলাইত শিরস্য ছড়াইয়া পড়িল—নিরবে গৃহে কুসুম ফুটিল—জগৎ অমনি বুঝাইল, যাহার স্ত্রী বা স্বামী নাই, তাহাদের জীবনই বৃথা এবং অপারদুঃখার্ণবে চির-দিন নিমগ্ন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

---

(৮)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রঙ্গিলা।

এ সংসারে কালে কি না হয়? সুখ হয়, দুঃখ হয়, রাজা হয়, ভিখারী হয়, বিরহ হয়, বিচ্ছেদ হয়, আমি হই, তুমি হও। বৃক্ষ হয়, ফল ধরে, ফুল ফুটে, আবার শুখাইয়া পরমাণুতে মিশিয়া যায়। নিশা হয়, ভোর আসে, মেঘ ডাকে, বাজ পড়ে, চিকুর চলে, আবার শক্তি লয় পায়। ভাই হয়, ভগ্নী হয়, পিতা হয়, মাতা হয়—ফুল ফোটে, আবার উদ্ভবে মিশিয়া যায়। পক্ষী হয়, পালক উঠে, উড়্‌তে শিখে—শিস্ দেয়;—মুখে রাধা কৃষ্ণ বুলি বলে,—কেগা তুমি? মা! চোর এয়েচে গো? এ সকলই বলিতে শিখে, আবার যে কালের প্রভাবে সমুৎপন্ন, তাহাতেই লয় পায়। পাঠক! তবে কালপ্রভাবের চক্র পরিবর্ত্তনে কি না এ বিশ্বে সংসাধিত হয়? এই যে সোণার-সংসার দেখিতেছ, এই যে দুঃখাগার দেখিতেছ, কুলবণিতা গণিকা হইতেছে—প্রাণেশ্বরের জ্বালাতনে বরাননী কালকূট পান করিতেছে, তুমি যারে ভালবাস না, সে তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে; এ কার শক্তিতে?—একমাত্র কালেরই প্রসঙ্গে।

পাঠিকা! আজ যদি কাল না জন্মাইত, তবে কি তুমি তোমার হৃদয়নাথের ভুজান্তরে বসিয়া, শিরোধি হেলাইয়া অধরে, চিবুকে, কপোলে চুম্বন দিতে পাইতে? না তোমার

প্রাণেশ্বরই জন্মাইত, না তুমিই হইতে? কাল আছে বলিয়াই তুমি আজ দুইবোনের পাঠিকা হইয়াছ, আমিও লেখক হইয়াছি—তোমাকে অভিলাপ্তি ছলে, নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেছি,—জানিও এ স্মৃতি এ ভবে লয় প্রাপ্ত হইবে না।—তোমার হৃদয়ের অহৃদয়ের সকল দ্রব্যই লয় পাইবে—শ্মশানে ভস্ম হইয়া পরমাণু পরম্পরা মিশিয়া যাইবে—যেথাকার সামগ্রী সেথায় পলাইবে—তুমি আমি প্রভেদ্ হইয়া যাইব,কিন্তু জানিও এ শিক্ষায় কু ও সু যাহা শিখিবে, তাহা চিরকাল পর জগতেও সঙ্গের সঙ্গী থাকিবে।

এখন বলিতে পার,কালও কি বিধ্বংশ হইবে? যাহাতেই সব, সেও কি পিতৃভবন দেখিবে? না—সে,যমুনাভ্রাতৃসদন দেখিবে না; স্মৃতিইত কাল। কাল যদ্যপি না হইত, স্মৃতিও হইত না; আর যদ্যপি স্মৃতি না জন্মাইত, তবে কালও জন্মাইত না। আমি জন্মিয়াছি বলিয়া যেমন আমার হৃদয়েশ্বরীর জন্ম হইয়াছে;—আমি বা সে না জন্মাইলে যদ্রূপ কাহারই জন্ম হইত না,—তাতে আমাতে হৃদয়ে যদ্রূপ এক, উপরে কেবল আকৃতি প্রভেদ, তদ্রূপ কাল ও স্মৃতি। যদিও দেখিতেছ বটে উপর প্রভেদ, কিন্তু ভিতরে এক। এ বিষয় বুঝাইবার এ পুস্তক নয়, তাই বন্ধ রাখিলাম,—এযে—উপন্যাস। কেহ বলিবেন—'এতে ওসব কেন?'

দিনে দিনে সতীশচন্দ্রের সহিত, বনবালার প্রণয় অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ ভূলোকের গতিই এই। অঙ্কুর হইতে গুল্ম, গুল্ম হইতে মহীরুহ; মহীরুহ হইতে কালে ফলে ফুলে পরিণত হয়।

দুই বোন।

এক দিবস সতীশচন্দ্র বনবালার গৃহে যাইয়া উপনীত হইলেন। বনবালা তখন কেদারায় অর্দ্ধাঙ্গ ঢালিয়া দিয়া গাঢ়ভাবে পুস্তিকাপাঠে নিমগ্না। উদ্বেলিত শিরোরুহ, পশ্চাতদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং দেখাইতেছে—রমণীদেহে আমি একটী উত্তররুচির। নীশারে উরস্ আবরিত। ইহাতে কুচযুগলের মনোরম যেন, আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। হস্তে সুবর্ণ পারিহার্য্য। কটিতটে মেখলা। পাণিঅনামিকায় উর্ম্মিকা। পদাঙ্গুষ্ঠে তুলাকোটি। গলে তরলযুক্তমুক্তাবলী। পরণে সুচেলক, তাইত দেহ নিম্নভাগ দেখিতে হইয়াছে, যেন উলঙ্গ। এ পরিধান রোগ্টা আজকাল ধনী নন্দরে বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাঠিকা! এ বেশে তাহাকে দেখিতে হইয়াছে কেমন? আমাদেরত তুলিকায় ইহা আসে না। তাই বলি যদি, পাঠকের হৃদয় থাকে, পাঠিকার ঈক্ষণ থাকে, তবে নিজ নিজ মন'মত একটী রূপসীকে চিন্তা করিয়া লও। আমরা যদ্যপি মানব না হইয়া, সুপর্ব্বন্ হইতাম, হৈমবতী, বাগীশ্বরী, পুলোমজা, পদ্মালয়া, ঘৃতাচীকে চক্ষে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে লেখনী কখনই মোহনদ্যুতি বর্ণনে পশ্চাৎপদ হইত না। কিন্তু বোন, আমাদের সে ঐশ্বরীক শক্তি কোথায়? এখন যদ্যপি বনবালার জনয়িত্রী পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সাধের আদরিণী বনবালাকে দেখেন, আমরা সন্দিহিত হই, তিনি চিনিতে পারেন কি না। কারণ বনবালার আর ছিন্ন গলিত বসন নাই, ধুলাধুসরিত মুর্ত্তি নাই, এখন ইহাকে দেখিয়া জাব্ছায়া সুন্দরবরণরশ্মিও লজ্জা

পায়, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাত পায়ই। এখন বনবালা ননীর পুত্তলি হইয়াছে—পদ হইতে মস্তক অবধি অলঙ্কারে আবরিত—দেহে হাড়মাস লাগিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতাও বাড়িয়াছে। দৈবাৎ যদ্যপি কেহ সে গৃহে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহাকে ভাবিতে হইবেই হইবে—একি মমের কেয়ারী করা আলেখ্য—না অপ্সরী! একি মানবী, না দেবী! আর তাহাকে দেখিলে মদনমোহন-ফুলশরে জর্জ্জরিত হইতে. হইবেইত, সে বামলোচনাই হউক, বঙ্কিমীই হউক, আর পুরুষ হলেইত কথাই নাই—অকাট্য।

সতীশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়াই, বনবালার কর হইতে পুস্তক কাড়িয়া লইলেন, বনবালা হাঁসিয়া একবার চক্ষু তাকাইল। দুই চক্ষে মিশামিশি হইল, ভাবে ভাব ভাসিল। বনবালা লিখিল—"বই খানি দিন্?" বনবালার নিকট সর্ব্বদাই কাগজ ও লেখনী থাকে। সতিশচন্দ্র বলিলেন "এখন বসিব কোথায় বল?"

"কেন পার্শ্বে বিছানা ত রহিয়াছে—বসিতে পারেন।"

"বিছানা বড় কঠিন!"

"তবে আর কোমল কোথায় পাইবেন্: আমার ভুজাপরে উপবেশন করুন।"

"তোমার কোল কি কোমল?"

"যদি না হয় একবার পরীক্ষা করিতে পারেন।"

সতিশচন্দ্র হাঁসিতে হাঁসিতে ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন, বনবালা লিখিয়া দেখাইল—"কোমলত?"

"খুব্ মৃদুল নয়, আরও তোমার মৃদুল স্থান আছে।"

"কোথায় ?—আমিত জানিনা।"

"কেন ? তোমার উরস্।"

"ইচ্ছা হয়ত বসিতে পারেন—বাঁধা নাই।"

সতীশচন্দ্র অমনি বনবালাকে জড়াইয়া ধরিল। বনবালা লিখিল—"একি করেন ?"

ঠিক ইত্যবসরে কে আসিয়া দরজা ঠেলিল—মুহূর্ত্তকে প্রেমময়ী গৃহে প্রবেশ করিলেন—উভয়েই চমকিয়া উঠিল—উভয়ের হৃদয় লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং দুইজনেই ইচ্ছা করিল,—এখনই যেন আমাদের উপর অশনিপাত হয়, এ কালামুখ আর যেন দেখাইতে না হয়।

এ যুগল ভাব দেখিয়া, প্রেমময়ী আর অধিকক্ষণ গৃহে দাঁড়াইলেন না, তম্মুহূর্ত্তে দ্বারে শিকল লাগাইয়া দিয়া পলাইলেন এবং বাহিরে আসিয়া একটি উচ্চ হাস্য হাঁসিলেন, যাহাতে বোধ হয় সমস্ত অন্তঃপুরই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল. যেথাকার যতচাকরাণী সকলে আসিয়া উপনীত হইল। ইহার মধ্যে একজন বলিল—"মা! কি হোয়েছে গা ?"

"কৈ,—কিছুত হয়্ নি।"

"তবে যে আপ্ নি অ'ত হেঁসে উঠ্ লেন ?"

অপর একজন বলিল,—"মা আর কখন্ না হেঁসে চুপ কোরে আছেন ?"

"সেত জানি বোন, কিন্তু আজ একটু আমোদে না ? বল দিকিন্ ?"

"হাঁ।—তাইত আমিও এলুম, "মা! কি হোয়েছে গা, বলনা?"

"হবে আর কি ?—তোদের মাথা, আর আমার মুণ্ডু। বলি—তোরা কি সকলই কানী বদ্দ্মানী ?"

"কেন মা! কি কল্লুম ?"

"এ বাড়ীতে একজন মেয়ে-চোর এসেছে দেখ্‌তে পাও না! বলি—এ যৌবন বয়েসেই কি সকলে চোক খেয়েচ নাকি! স্বামী নিয়ে ঘর ক'র্‌বি কেমন কোরে!"

অমনি যার স্বামী নাই সে বিরহ ধরিল, যার স্বামী মনমত নয়, সে স্বামীর উপর অমৃত বর্ষনে আরম্ভ লাগিল, যার স্বামী হয় নাই সে, বসন্ত আসিতেছে, কোকিল ডাকিতেছে, কুসুম চারিধারে ফুটিয়াছে, কাছে নাথ আসিতেছেন, দেখিতে লাগিল। কিন্তু রঙ্গিলা নাম্নী একটী ঝি বলিল— "মা! সে চোর কি নিচ্চে গা ?"

"এই—আমার একটি অমূল্য-রত্ন ছিল সেইটা।"

"সে বেটী কোথায় ? পালিয়েচে কি ?"

"না এখনও পলায় নি।"

"ধোত্তে হবে কি ?"

"না থাক্ গে,—সে আর চুরি কোর্ব্বেনা।"

একে একে সকল চাকুরাণীই চলিয়া গেল।

প্রেমমায়াও ধীরে ধীরে যাইয়া, শিকল খুলিয়া দিয়া পলাইল। সতিশচন্দ্র অমনি তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে পলাইলেন। সে দিবস আর তিনি প্রেমমায়ার গৃহে শয়নে আসিলেন না। প্রেমমায়া কতবার ডাকিতে পাঠাইল। হৃদয়নাথ! প্রেমময়া হৃদয়েশ, গৃহে আসুন; আপনার অভাবে আপনার প্রেমমায়ার নিদ্রা হইতেছে না, লিখিয়া

কত পত্র পাঠাইল,কিন্তু তিনি সে নিশা বহির্ব্বাটীতেই যাপন করিলেন, আসিলেন না ; শুদ্ধ বলিয়া পাঠাইলেন—শরীরে আজ কিছু অসুখ আছে, তাই বাহিরেই রহিলাম।

অপর সময়ে যদ্যপি প্রেমময়ী এ পত্র পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোক্ লজ্জা না মানিয়া তৎক্ষণাৎ তোরণ-সদনে যাইয়া উপনীতা হইতেন, কিন্তু তিনি অসুখের কারণ জানেন বলিয়া, আর কোন বাক্যই বলিলেন না। নিলয়ার্গল দিয়া শায়িত হইলেন। কিন্তু পাঠিকা, বল দিকি তিনি কি ঘুমাইলেন ? – না,কখনই না ! সমস্ত নিশা কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কেবল মাত্র উপাধান ভিজাইলেন।

প্রাতঃকাল হইলে, সতীশচন্দ্র স্নানাদি করিয়া অন্দরে আহার করিতে আসিলেন। কিয়ৎপরেই আহার হইয়া গেল ; তিনি নিজ প্রকষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। পরে কলম ও খাতা লইয়া, জমীদারীর একটী খাজনার বিষয় মিলাইতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে, এমন সময় হাঁসিতে হাঁসিতে প্রেমময়ী গৃহে প্রবেশ করিল এবং সতিশের হস্ত হইতে কাগজ ও কলম কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। প্রেমময়ীর হাঁসি বদন দেখিয়া সতীশচন্দ্র যেন হৃদয়ে একটু আশ্বস্ত হইলেন। প্রেমময়ী স্বামীর স্কন্ধে নিজ সুগোল কোমল হস্ত দিয়া বলিল—"জর কি ভাল হোয়ে গেছে ! না ডাক্তার ডাক্‌তে হবে ?"

"না, ভাল হোয়ে গেছে।"

"কাল বনবালার ঘরে কি হ'চ্ছিল ?"

সতীশচন্দ্র নিরব ও নির্ব্বাক্ হইলেন।

"আর কেন, আমি সকলেই দেখিয়াছি, আর আমার নিকট গোপন করিলে কি হইবে? এখনও যদি নিজ মুখে সব বল, তবেই রক্ষা, তা না হইলে এখনই আমি সকলকে ডাকিয়া যা দেখিয়াছি সকলই বলিয়া দিব। এখনও সময় আছে, ভালয় ভালয় বলুন।"

"না আমি বনবালার সঙ্গে কিছুই করি নাই, তুমি যা দেখিয়াছ তা ব্যতিত আর কিছুই নাই।"

"আবার লুকোচুরী? তবে আমি ডাকি—ওলো রঙ্গি"—

"প্রেমমায়া! তোর দুটিপায়ে পড়ি,কাকেও ডাকিস্‌নি।"

"তবে বল।—আমিও গোলমাল করিব না।"

"মাইরি তোর দিব্বি আমি আর কিছুই করি নাই।"

"আমার দিব্বি গালাই আর না গালাই কি?"

"কেন প্রেমমায়া?"

"তুমি কি—আমাতে তোমাতে প্রভেদ দেখ?"

"দেখ্‌তুম না বটে, কিন্তু এখন দেখি।"

"কেন?"

"এই ঝিদের ডাক্‌চ আমাকে অপমান কর্ব্বে বোলে!"

"তুমি আর আমি যদি এক হ'লুম, তবে তুমি যদি এ কার্য্য কর—তাহলে তোমার ঘাড়েও অপমান প'ড়্‌বে ত?"

"কোন্‌ না পেড়্‌চে?"

"কৈ, দেখ্‌তে পাচ্চিনা'ত।"

"আপনি বুঝ্‌বেন কি? আমি যে মর্ম্মে মর্ম্মে মেরে যাচ্চি—ঠিক রেখেচেন কি?"

"তবে প্রেম! চুপ কর না?"

"আগু বলুন, কাকে অধিক ভাল বাসেন,তবে আমি চুপ কর্‌ব।"

"তোমাকে।"

"একি মন যোগাইতে বোল্লে নাকি?"

"না ঠিক বলিয়াছি—আর আমি বনবালাকে ভাল বাসি না—বাসিও না!"

"ঠিক বোল্‌চ, না মন মজাতে?"

"প্রেম, আর আমায় বকাস্‌ নি!"

"ওলো পোড়ায়মুখী রঙ্গিলা?"

"কেন মা!—যাই মা।"

রঙ্গিলা ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

রঙ্গিলাকে দেখিতে টুকটুকে, বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। আকার ইঙ্গিতে বড় ঘরের মেয়ে বলিয়া অনুমান হয়। এই বয়সেই তাহার স্বামীর কাল হইয়াছে,—তাই সে এখন অন্নের ভিখারিনী। প্রেমমায়া সকলকেই অত্যন্ত ভাল বাস্তেন। কিন্তু রঙ্গিলাকে সকলের উপরে। রঙ্গিলা যদিও অন্নের ভিখারিনী—পিতৃ মাতৃ হীনা কিন্তু এ সংসারে ঝি হইয়া,সে সকলই পাইয়াছে; এমন কি প্রেমমায়া যাহা আহার করেন, রঙ্গিলা তাহার এক অংশ প্রাপ্ত হয়। তবে আর রঙ্গিলার সুখের অমর্য্যাদা হইল কৈ? সোনার-সংসারে সকলেই সুখী—সবই মেলে। রঙ্গিলা যদিও ঝি, কিন্তু সকলেই ইহাকে ভয় ও ভক্তি করে। এ সংসারে রঙ্গিলাকে কাজ করিতে হয় না, শুদ্ধ-প্রেমমায়ার দুই একটী কার্য্য করিতে হয়—বাবুকে বকিতে হয়।

প্রেমমায়া বলিলেন—"রঙ্গু! একটী মা কাজ কর্‌বি?"

"মা মা, এখন আমি মোজা বুনচি যে গা!"

"কার জন্যে—তোর কি স্বামী লিখে পাঠিয়েচে নাকি?"

"মার, খালিই ঠাট্টা। স্বামীর হবে কেন গা? আমাদের খোকা বাবুর জন্যে।"

"কোথায় খোকা রঙ্গু!"

"কেন মা? তোমার খোকা হবে যখন।"

সতিশচন্দ্র ও প্রেমমায়া হাঁসিয়া উঠিলেন। পরে প্রেমমায়া রঙ্গিলাকে একটী চুমু দিয়া বলিলেন—"রঙ্গা, একবার তুই বনবালার ঘরে গিয়ে তাকে বোলে আয়—সে যেন, মেখলাতে ডুবে মরে।"

"আচ্ছা মা, আমি চল্লুম।"

রঙ্গিলা বড়র বড়র করিতে করিতে চলিয়া গেল। কিয়ৎ পরেই রঙ্গিলা হাঁসিতে হাঁসিতে আসিয়া বলিল—"মা, বোলে এয়েচি গো?"

"সে কি লিখলে।"

"সে লিখলে—আচ্ছা।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মরণে।

রমেশচন্দ্র, এখন রামলাল জহরতীর গৃহে। ঘরজামাই হইলে লোকে বলে যে,—আদর থাকে না, মান মর্য্যাদা চলিয়া যায়,—স্ত্রীও প্রায়ই কলহের সময় বলে—তুমি আর জোর কর কি, থাচ্চ আমার বাপের ইত্যাদি; কিন্তু রমেশ-চন্দ্রকে ইহার একটিও ভোগ করিতে হয় নাই বরং ঠিক ইহার বিপরীতই সংসাধিত হইয়াছে। রামলাল এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, চক্ষে অতি অল্পই দেখিতে পান, আর গিরী-বালার এখন রমেশই একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা। রমেশচন্দ্র যাহা আজ্ঞা করেন সকলকেই সেই আজ্ঞায় চলিতে হয়, আর গিরিবালা তাহাকেত একদণ্ড না দেখিতে পাইলেই সংসার অন্ধকার দেখে। রমেশচন্দ্রও কি দেখে না?—হাঁ দেখে বটে কিন্তু সে এক রকমের মানুষ!

এক দিবস আহারান্তে রমেশ ও গিরিবালা এক কেদারায় বসিয়া বাক্যালাপ—রসালাপ করিতেছে—থেকে থেকে কি কথায় রাগিয়া গিরিবালা স্বামীর হস্ত, গাল ও পৃষ্ঠদেশ কামড়াইয়া দিতেছে; রমেশচন্দ্র হাঁসিয়া গিরি-বালার গাল টিপিয়া ছাড়াইয়া লইতেছে, গিরিবালা অমনি চটাচট্ চাপড়াইয়া দিতেছে, এমন সময় একজন

চাকুরাণী আসিয়া খবর দিল—"বাবুর ভারী জ্বর বাড়িয়াছে, তিনি আপনাদিগকে ডাকিতেছেন।" রমেশ ও গিরিবালা অমনি তাড়াতাড়ি পিতৃগৃহে যাইয়া উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ ইহাদের পদ শব্দ পাইয়া বলিল—"কে এলে গা!"

গিরিবালা।—"বাবা, আমরাগো? এখন কেমন আছেন্। আগুকার চেয়ে ভালত?"

"মা! আর আমার ভাল মন্দ কি বল—আমি বুঝছি, আমার আর বিলম্ব নাই।"

"কেন বাবা! ঔষধে কি কিছুই হইল না?"

"মা, যাহার সময় হইয়াছে তাকে কি ঔষধে না ডাক্তারে রাখিতে পারে?"

গিরিবালা কাঁদিয়া বলিল—"বাবা, তবে কি আপনি আমাদিগকে একান্তই ছাড়িয়া চলিলেন!"

"মা! আমার কি ইচ্ছা! আমারত ইচ্ছা, একটি পুত্র-সন্তান দেখিয়া যাই!"

"বাবা, আমিত আপনাকে ছাড়িব না!" এই বলিয়া গিরিবালা পিতার গলদেশ জড়াইয়া আরও কাঁদিয়া উঠিল।

রামলাল বলিলেন—"গিরু! রমেশ কি আসিয়াছে?"

"হাঁ বাবা! এই যে তিনি!"

"রমেশ! এ সংসারে আমি বই আমার গিরুর কেহই ছিল না, কিন্তু তুমি এখন ইহার একজন হইয়াছ; তোমারই হস্তে গিরিবালাকে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। গিরি আমার বড় আদরের মেয়ে, দেখিও একদিন এ পথের ধারে দাঁড়াইয়া

যেন "বাবা বাবা" করিয়া না কাঁদে। এই যে অতুল বিভব দেখিতেছ, ইহার সহিত অমূল্য গিরিকেও তোমার পদে সমর্পণ করিয়া চলিলাম! গিরু যখন যা আব্দার লইবে, তাহাই যেন ইহাকে প্রদান করা হয়। আর মা গিরু! তুমি বড় চঞ্চলা। দেখিও স্বামীর সহিত কলহ করিও না—স্বামী পরমগুরু। ইঁহাকেই যদি ভক্তি কর, তাহা হইলেই অনন্ত স্বর্গবাস পাইবে। ইঁহাপেক্ষা দেবতা এ ধরাধামে আর কেহই নাই। কখন যদি ইনি তোমাকে বিনা দোষে মারেণ বা বকেন, তাহা হইলে একটিও বাক্য বলিও না, বা কলহ করিও না। মা, ইনিই এখন তোমার সর্ব্বস্ব জানিও। যদি কখন কোন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া ফেল, তাহা হইলে রমেশের হস্ত ধরিয়া ক্ষমা চাহিও, তাহাতেও যদি ইনি মাপ না করেন্, তবে ইহাঁর পদে কাঁদিয়া পড়িয়ো; তাহা হইলে ইনি অবশ্যই মাপ করিবেন। ইহাঁর সুখের জন্য যদি কখন তোমার জীবন আবশ্যক হয়, তবে তৎক্ষণাতই স্বামীর পদে জীবন দান করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিতা হইওনা। যদি কখন হও, তবে জানিও অনন্ত নরকে পচিতে হইবে! ইনি যখন যা বলিবেন, তৎক্ষণাতই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহা করিবে—।" এই বলিতে বলিতে রাম লালের জিহ্বা বদ্ধ হইয়া আসিল—চক্ষু স্তিমিত ভাব ধারণ করিল! এতক্ষণ ডাক্তার গৃহে বসিয়াছিলেন, এখন রুমালে চক্ষু মুঁছিতে মুঁছিতে চলিয়া গেলেন। অমনি অন্দরে ক্রন্দন রোল উঠিল, গিরিবালা কাঁদিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"বাবা, ও বাবা! চলিলেন কি?"

সকলই নিস্তব্ধ! কে আর উত্তর দিবে? যে দিবার সে চলিয়া গিয়াছেন। কোথায়?

এখন সকলেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। গিরিবালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইলেন! রমেশচন্দ্ররও চক্ষু লাল ভাব ধারণ করিল। বড় বড় জহরৎদার মৃত রামলালকে দেখিতে আসিলেন।—সকলেই অশ্রু ফেলিল।—সকলেই ব্যথিত হইল,—একজন প্রধান জহরৎদার মরিয়াছেন বলিয়া এবং রাশি রাশি রামলালের সংকারের নিমিত্ত মনি মুক্তা রমেশের হস্তে গুঁজিয়া গুঁজিয়া দিয়া পলাইলেন। কিছু পরেই শবকে লইয়া মুক্তা ছড়াইতে ছড়াইতে শ্মশানে পুড়াইয়া আসা হইল! আকাশেও একটী নক্ষত্র ফুটিল না বাড়িল। বিষাদে দুঃখে এক মাস গত হইল।

এক দিবস রমেশচন্দ্র ও গিরিবালা ছাতে পাইচারি করিতেছেন, একজন চাকুরাণী তাম্বুল ও হুঁকা হস্তে দণ্ডায়মানা, অপর একজন জলপাত্র হস্তে সমরূপা; এমন সময় গিরিবালা বলিল—"নাথ! বাবা কোন্‌টি?"

"দূর্‌ পাগ্‌লি, মোর্‌লে কি তারা হয়?"

"হয়্‌ যে গো? গল্পোয় শুনেছি।"

"তবে ঐ দূরেরটি।"

"হ্যাগো, তাইত! ওখানেত তারা আগু ছিল না?"

অমনি গিরিবালার পিতৃ-বদন, বদনে উদয় হইল—চকিতে সে দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলিল!

রমেশ বলিলেন—"চুপ্‌ কর্‌, খালিই কান্না!—কেঁদে কেঁদে দিন দিন হোচ্চে দেখ না?"

গিরিবালা অমনি সভয়ে অশ্রু পুঁছিয়া নীরবা হইলেন। আর একদিনও সে কাঁদে নাই। সে যে, রমেশকে বড় ভালবাসে—রমেশ যে তাহার সব,—আহার হইতে পরিধান অবধি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কথায়।

নিশা হইয়াছে। কাক, কোকিল, যে যার বাসায় চলিয়া গিয়াছে। শান্তধীরা—নর্ম্মদা, তাপ্তি, কাভেরী কুল কুল রবে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রমদবনব্রততীর ডালে, পলাশ ভিতরে গুচ্ছকে স্তবকে কুসুমিকা ফুল্ল-বিকচ হইয়াছে। তাতে আবার চন্দ্রমা সতীর চন্দ্রিকা জ্যোতি নিপতিত হইয়া, কুসুমে যেন আরও কুসুম ভাব সংমিশ্র করিয়াছে। প্রকৃতি রসিকা জেগে একবার এ ধার ও ধার কোরে অনিল সঙ্গে কখন বা, মন্মথ সনে হেঁসে ঢোলে টোলে পোড়ে খেলা, কেলি, লীলা করিতেছে। দূরে দূরে অতিদূরের বাঁশরীর শৃঙ্গার-রস-স্বর শুনা যাইতেছে। আবার মারুতে মিশিয়া লয় পাইতেছে। কোথাও কোন বালা গাইতেছে।—

ওলো ঐ বাজে মোহন্-বাঁশরী।
শোন্‌লো শোন্‌লো প্যারী, ডাকিছেন্ হরি নারী॥
ফুটিছে ফুল্ল-তনু, গোঠে চোলেছে ধেনু,
কানু কানু, হাম্বা হাম্বা হাম্বা, রব করি।
শ্রবণি মন্মত-বীণারব, ব্রজ ছুঁড়ী সব,
ধাইছে প্রমদে সারি সারি।
কদম-তলায়, রসিক-শ্যামরায়,
কেলি করিছে যুবতী ধরি দুধারী॥

আবার কেহ বা বিষাদে গাইতেছে।—

গেছে চ'লি, ব'নমালী——

আঁধারে; কি আর যৌবনে লো স'ই।

উঠে ম'নে তার সনে, খেলেছি ব'নে ব'নে,

ম'নে ম'নে; কুঞ্জে কুঞ্জে র'ই র'ই॥

সে ছুটি ধরিত' সঙ্গে, চুমু খেত' কতভাবে,

ঢলিত টলিত, রঙ্গেতে মাতিত,

কোথা সে এখন প্রাণ-কানাই?

কত মোরা বক্'তুম তারে, ম'নে নয়; স্বদু উপরে,

কখন প্রেমে ধ'র্'তুম জোরে,

এখন প্রাণের প্রাণ-কান্ত ক'ই॥

এমন সময় রমেশ ও গিরিবালা একটি গৃহে উপবিষ্টা।—গিরিবালা প্রদীপ সন্নিকটে বসিয়া কপালকুণ্ডলা পাঠ করিতেছে, আর রমেশচন্দ্র শয়নীয়ে অর্দ্ধবক্র ভঙ্গিতে বসিয়া কোন বিষয় চিন্তা করিতেছেন। পাঠক! এ চিন্তা সাদামাটা নয়—গভীর, আরও গভীর ভাবে পূর্ণ। এমন সময় বাটীর চাকুরাণী আসিয়া বলিল—"বাবু! আপ্‌নাকে একটি স্ত্রীলোক ডাক্‌চে?"

"যা, বোল্‌গে যা সে বাড়ী নাই?"

দাসী তৎক্ষণাৎ চুপে চিন্তায় চলিয়া গেল।

রমেশচন্দ্র বলিলেন—"গিরি, বৈ রাখ্?"

"রেখ্‌চি গো।"

"না শিগ্‌গির রাখ্?"

"এই যে হোল বোলে।"

"আমার সঙ্গে কি তামাসা হৌচ্চে" বলিয়া রমেশচন্দ্র বিছানা হইতে উঠিলেন, গিরিবালার হস্ত হইতে সাধের বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা কাড়িয়া লইয়া পগারে ফেলিয়া দিলেন। রাগ কি মিটিল?

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। গিরিবালা নিম্নভাগে চক্ষু করিয়া। ধীরে যদি এখন তাহার চক্ষু দেখ তবে দেখিবে, কোনে কোনে জল আসিয়াছে; আর যদি আদর কর, তবে এখনই ঝর্ ঝর্ করিয়া পতিত হইবে! কিন্তু আদর পাইল কি?—না।

রমেশ বলিলেন—"এখনও বোসে?"

গিরিবালা ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া বসিল। রমেশও গৃহার্গল দিয়া পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। গিরিবালা বলিল—"আজ আপ্নার কি হোয়েচে—দেখুন্ দিখিন্ বৈখানা গেল!"

"তোরইত দোষে—ডাক্‌লুম হুঁস হই নাই?"

"কোন্ একটা চড়্ মেরে হুঁস্ কোরে দিলেম?"

"ও কথা এখন থাক্, বলি—আর আমার হেথায় মন্ টেঁকে না, আমি ক'ল্‌কাতায় যাব।"

"সেথায় আপনার কে আছে?"

"মা আছেন, বাবা আছেন,—তোকে পেলে তারা কত আমোদই কোর্ব্বে—তুই কি যাবিনি?"

"তুমি যাবে আর আমি যাব না; তবে কি আমায় নিয়ে যাবেন্ না নাকি?"

"ওলো নাকি! কেন যাবনা নাকি!"

"এ বাড়ী, ঘর কি হবে?"

"কেন কালই দালাল ধরিয়ে বিক্রী কোরে ফেল্‌বো।"

"কোল্‌কাতা কেমন জেয়্‌গা গা?—বাড়ী ঘর আছে?"

"আহা! তার মতন আর কি একটি জায়গা আছে?—যেন, অমরাবতী হাঁস্‌চে।"

"অমরাবতী আবার হাঁসে কেমন্‌ কোরে গা?"

"কেন? স্বর্কেশ্যা, চন্দ্রচূড়া, ঘৃতাচী, বিপ্রচিত্তী ইত্যাদি এরা যে আলো কোরে রেখেচে।"

"আর কোল্‌কাতায় তবে কারা?"

"কোল্‌কাতায়—বেলা, মোহিনীবিবি, পুঁটীবিবি গোলাপ, যামিনী।"

"তবে আমাদের গিয়ে কাজ নাই—কেমন?"

"কেন গিন্নী?"

"সেথায় যে সব কুটিলার বাসা"

পরে উভয়েই নিদ্রিত হইলেন, কথা আর হইল না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সরায়ে।

প্রভাতে বাটী নিলাম হইতে আরম্ভ হইয়া, একে একে সমস্ত, এমন কি লক্কক অবধি নিলাম হইয়া গেল। গিরি-বালার সাধের, অসাধের—প্রাণের, অপ্রাণের সমস্ত দ্রব্যই নিলাম হইল দেখিয়া সে, একটি বার নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিল। পরমেশ্বরকে ডাকিল—হৃদয়ের রুধির হৃদয়ে জল করিল—পার্ব্বতীর পদে ভিক্ষা মাগিল—"মা, তুই অবলার সব। আজ এ বাড়ী হইতে বিদায় দিন্" বলিয়া কত কাঁদিল! কিন্তু কেহই দেখিল না। কত ফুল ব'নে ফোটে, যারা সভ্য-ভব্য-কুসুম হইতে বহুদূর উচ্চে, কিন্তু কে তাদের দেখে? কে তাদের আদর করে? হাতে তুলে অলকে সযতনে পরায়! স্বামীকে শয়নে উপহার দেয়?—অকালে সুমনস্ পরিশেষে শুকাইয়া যায়, গ্রের ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এ কথা এর জাজ্বল্য প্রমান।

গিরিবালা প্রথমে কাঁদিল বটে—সব পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে বলিয়া কিন্তু পুনঃ হাঁসিল।—আমার শ্বশুর শাশুড়ী আমাকে কত আদর করিবে ভাবিয়া। এ জগতে এ সুখ কোন রমণী না চায়? কিন্তু বোন, পায় কজন? বোধ হয় শতকরা, একজন ও নয়! পাঠিকা! তুমি কি

চাওনা আমি শশুর বাড়ী যাব, তারা আমার রূপদেখে আদর কোর্‌বে—ভাল বাস্‌বে, পাড়াপড়শীর কাছে আমার রূপের কথা শুনিয়ে বেড়াবে ?

পর দিবস গিরিবালারা কলিকাতাভিমুখে রহনা হইল। পাড়াপড়শী কত বামা, গিরিবালার কাছে অশ্রুজল ফেলিয়া গেল ! কত লোক সর্ব্বস্বপদে উৎসর্গ করিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, আর যাহারা কাজকর্ম্মে, বিপদে, আপদে ইহাঁর নিকট হইতে চাল্‌টা, তেল্‌টা, বেগুনটা, নুন্‌টা, জল্‌টা, টাকাটা, পয়সাটা, সাহার্য্য পাইত, তাহারাও কাঁদিয়া বাটী ফাটাইল। সকলেই বলিল—"মা, আপনি কোথাও যাইবেন্ না, হেথায় আপনার চৌদ্দ পুরুষ থাকিয়া গিয়াছে ;—কে আর আমাদের আপদে কাঁদিবে" ইত্যাদি কত স্নেহ-দুঃখ-বাক্য বলিল, পা ধরিয়া কাঁদিল কিন্তু, আজ বিপ্রতীসারীপ্রেমনক্ষান্তিনিবহ বিভূষিতা গিরিবালা একটি বাক্যও বলিল না। কেবল বলিল—"স্বামী যখন নিয়ে যাচ্চেন, তখন আমার আর ক্ষমতাকই যে থাকি।"

দুই দিবস রহনার পর তাহারা একটি সরায়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরাইটি দেখিতে মন্দ নয়—কোন এক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচালিত। ব্রাহ্মণ আসিয়া ইঁহা দিগকে একটি সুসজ্জিত গৃহ প্রদান করিল। এতক্ষণ অনন্ত ঘুমাইয়া ছিল—এখন থেকে থেকে ঝড়তরঙ্গে আসিয়া সরাই বাড়ীর গায়ে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে মুষলধারে জল পাতও আরম্ভ হইল। কড় কড় গুড় গুড় গুড় কোরে মেঘও হান্‌তে আরম্ভ হইল—চিকুর তো

আছেই। গিরিবালারাও দরজা দিয়া নিদ্রা যাইলেন। রাত্রি যখন দুইটা তখন আকাশ কিছু ফরসা হইল। দুই একটি পান্থও চপর চপর জল ভেঙ্গে গন্তব্য পথে যাইতে লাগিলেন। এমন সময় রমেশচন্দ্র গৃহার্গল উদ্ঘাটন পূর্ব্বক একটি ক্ষুদ্র পুঁটলী লইয়া সরাই হইতে চলিয়া গেল। কেহই দেখিতে পাইল না। গিরিবালাও জানিল না যে, পার্শ্ব খালি হইয়াছে—সে সে গভীর নিদ্রায় শাইতা—সারল্য, মায়া দয়া যা কিছু এ জগতে, এমন কি পর জগতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখন সকলেই আসিয়া এক অঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে—ইহাতে সৌন্দর্য্য যেন দ্বিগুণ ঢালিয়া দিয়াছে।

রমেশচন্দ্র সরাই হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপাদ বিক্ষেপে জঙ্গল মধ্যদিয়া চলিলেন। কেহই পশ্চাৎ ধরিল না। যে ধরিবার সে যে ঘুমাইতেছে! সুখের স্বপন দেখিতেছে—লীলামঞ্চ গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে।

প্রভাত হইল। স্থল ফুল কুল ফুটিল। যে যার পথে পথ দেখিল। গিলিবালাও জাগিল। দেখিল পার্শ্ব শূন্য। মনে আতঙ্ক আসিল। আবার মায়া আসিয়া বলিল—“সে পলায় নি, বাহিরে কথায় গেল।” গিরিবালাও এই বাক্যে কোমর বাঁধিলেন। ক্রমে বেলা বাড়িয়া বাড়িয়া একটা হইল কিন্তু প্রাণের রমেশ আর আসিল না। অমনি সহসা গিরিবালা চারিধারে ধুম দেখিল—আকাশ অন্ধকার—মস্তক ঘুরিয়া গেল—ভূতলে বসিয়া পড়িলেন! সরাই অধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইয়া দৈনিক আহারাদির মূল্য চাহিলেন। গিরিবালা কাঁদিয়া উঠিল।—সব কথা খুলিয়া বলিল

কিন্তু সে ত ব্রাহ্মণ নয়; সে—অর্থ পিশাচ।—গিরিবালারও আজ নিকট কিছু নাই।—সকলই, রমেশ পথে চোরের ভয় বলিয়া লইয়া রাখিয়াছিল। আর স্বামীকে কেইবা না রাখিতে দিবে? কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়িবার নয়। সে পীড়াপেড়ী আরম্ভ করিল। গিরিবালা তাহার পদ জড়াইয়া ভিক্ষা চাহিল—অশ্রু ফেলিল, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না! ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল! এমন সময় সেই সরায়ে একজন জমীদার বাসা লইয়াছিলেন, তিনিই গিরিবালার হইয়া টাকাদিয়া ইহাকে উদ্ধার করিলেন। পরে গিরিবালাকে বলিলেন—"তুমি কোথায় এখন যাইবে?"

"আমার আর কোথাও স্থান নাই!"

"আমাদের সহিত আসিবে? তোমার স্বামীকেও অন্বেষণ করিয়া দিব?"

এ সময়ে কেনা সম্মত হইবে? গিরিবালা সম্মতা হইলেন। তাহারা গিরিবালাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। যে একদিন কত ভিখারীকে আহার দিয়াছিল সে, আজ পর দারী হইল। ধন্য লীলা! চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ!

বিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রমীলাদেবী।

যে সময়ের আখ্যায়িকা বলা হইতেছে সেই সময়ে কাশীর প্রান্তে উজ্জয়িনী নাম্নী একটী অতি শোভনা মনমোহিনী স্বাস্থ্যকরী নগরী ছিল। কালিয়, যমুনা, গোমতী, ঘর্ঘরা, শোণ ইত্যাদি নদী তখন ইহার মধ্যদেশ দিয়া প্রবলপ্রভাবে প্রবাহিত হইত; এবং নানাদেশ বিদেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য সকল উজ্জয়িনীতে নীত হইত বলিয়া, উজ্জয়িনীর নাম দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। ধনী এবং ব্যবসার আড়ত, ইহা ব্যতিত আর তখন কোন স্থান ছিল না। কাজে কাজেই সুযোগ পাইয়া জলদস্যু ও চোরের সংখ্যাও সেথায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা সুদ্ধ বজরাস্থ মালপত্র ও টাকাকড়ী ইত্যাদি চুরী করিত না সুযোগ ক্রমে সুন্দরী রমণী পাইলেও তাহাকে ছাড়িত না। তাদের লইয়া তাহারা কি করিত? দূরদেশে বিক্রয় করিয়া আসিত—প্রাণে মারিত না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। চারিধার পরিষ্কার, আজি সে পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্র গগণে উঠিয়াছেন—অঙ্গে দেহ পড়িয়াছে—জল ঝক্ ঝক্ করিতেছে। যমুনা-লহর উঠিতেছে—চাঁদকে চুমিতে

যাইতেছে—পারিতেছে না ; অমনি কালিয়ের ঘাড়ে পড়িয়া যাইতেছে। কালিয় পুনঃ উঠিয়া ঘর্ঘরার কোলে পড়িয়া রঙ্গ করিতেছে—দেখিতেছে। আজ তাদের বড় আমোদ, যাকে বলে অনন্ত। রাত্রে নৌকা, বজরা ইত্যাদির প্রায়ই চলিবার নিয়ম নাই। তাই সকলে লঙ্গর করিয়া, কেহ—রন্ধনে, কেহ গাতে—কেহ জীর্ণ-সংস্কারে ব্যস্ত। এমন সময় তীরবেগে একখানি সুবৃহৎ ময়ূরপঙ্খী আসিয়া মধ্যভাগে লঙ্গর করিল। ময়ূরপঙ্খার মধ্যে নানা লোক।—প্রায় ইহার মধ্যে দ্বাদশটী অতি সুশোভিত গৃহ। বোধ হয় এমন তর রাজারাজড়ার বাটীও শোভনে সজ্জিত নয়। প্রতি গৃহ মকমলে আবরিত—স্বর্ণ প্রদীপ জ্বালিত,—কনকনির্ম্মিত শিল্পে পরিপূরিত। দেখিলেই বোধ হয় ইঁহার ন্যায় কোন ধনী এ সভ্যসমাজে আর নাই। গৃহ বিলসিতায় ও সুগন্ধীবাসে আমোদিত। ইহার মধ্যে একটি গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রসিকতায় ঢলা। এক কোলে টাকার রাশি একত্রিত। নানা রাসমঞ্চে-মগ্ন যুবক যুবতীর রাসক-আলেখ্য গৃহ ভিত্তিতে লট্‌কান। একধারে কণকময় সিংহাসন স্থাপিত, নানা রকমের রকমারী হিরামুক্তা-কিঙ্কিণী দ্বারা আবরিত। ইহারই পার্শ্বে একটি মোহনা-অতুলা-সুবেশা-ভূষিতা বালা কেদারায় ঠেশান দিয়া উপবিষ্টা। ইহাকে দেখিলেও চক্ষু সার্থক হয় অপর ত অপরের কথা। চঞ্চলা পুস্তকে নিরতা। বদনশ্রী হাস্যে প্রফুল্ল-প্রাতঃশতদল সমা। বালা এক একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন অমনি, দীপদ্যুতি অলঙ্কারে নিপতিত হইয়া, গৃহে যেন চঞ্চলা খেলাইতেছে।

কিয়ৎপরেই যুবতী পুস্তক রাখিয়া, হস্তে একটি দূরবিক্ষণ যন্ত্র গ্রহণ করত, বজরাস্থ ছাতে উঠিলেন। আজ কলানিধি চলিয়া চলিয়া হাঁসিতেছেন,—কৌমুদীরূপী প্রেমদ্যুতি অকুল নীল জলধির উপর নিপতিত হইয়াছে, তাই আজ উর্ম্মিমালার প্রতিস্তর আব্‌ছায়া রকমারী ধরণে দৃষ্ট হইতেছে। যুবতী এক দৃষ্টিতে বহুক্ষণ আকাশে তারকারাজী দর্শন করিল—দূরবিক্ষণ সংযোগে কত কি দেখিল পরে কলু কুলু নাদিনী বারি দেখিতে লাগিলেন। আচম্বিতে যুবতীর দৃষ্টিপথে কোন দ্রব্য পতিত হইল। যুবতী অমনি—"ওলো ইলা!" বলিয়া ডাকিলেন। বজরাভ্যন্তরস্থ গৃহ হইতে একজন বামা বলিল—"কি মা! কি হয়েছে?"

"ওলো পোড়ার মুখীরা একবার শিগ্‌গীর আয়।"

চকিতে চারিজন সুবেশা, সুমুখীন, সুন্দরীশিরোমণী রমণী আসিয়া উপনিতা হইল।

পূর্ব্বোক্ত যুবতী বলিলেন—"হোথায় একটা সাদা, না কি দেখ্‌তে পাচ্চিস্?"

"কৈ মা! কিছুতো দেখ্‌তে পাচ্চিনা।"

"মরণ আর কি—তোরাকি চার্‌জনেই কানী?"

"পেয়েচি—পেয়েচি—ঐযেলো!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—কাপড় না?"

"তাইত মা!"

"ওরে লছ্‌মন?"

"কেন মা!"

"একবার আয়্‌তো বাবু।"

লছ্‌মন তখন ভাত চড়াইয়া কাটি দিতে ছিল, তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নাবাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

"লছ্‌মন্ তোরা দশজনে একখানা পান্‌সি করে, ঐ খান্‌টা বেশ কোরে খুঁজে যা পাবি নিয়ে আয়?"

ইলা বলিল—"যদি মার স্বামীকে পাস্, তবে যেন একটুও বিলম্ব না হয়?"

পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক বলিল—"মরণ আর্ কি?—ঠাট্টার আর সময় পেলেন্ না?"

লছ্‌মন্ ও নয়জন একখানি পান্‌সি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দিল। পান্‌সি হেলিতে দুলিতে চলিল। এমন সময় নক্ষত্রবেগে একখানি পান্‌সি আসিয়া বজরায় লাগিল। অমনি তন্মধ্য হইতে একটি যুবক ময়ূরপঙ্খীতে উঠিয়া ছাতে আসিয়া, প্রমীলাদেবীকে সেলাম ঠুকিলেন। পাঠক! সর্ব্ব প্রথমোক্ত যুবতীর নাম—প্রমীলাদেবী।

"বনবেহার! একবারও কি এসে দেখা কোত্তে নাই? এতবার ডাকিয়ে পাঠালুম।"

"মা! সেথায় এখন কেউ নাই, সকলেই বঙ্গোপসাগরে গেছে, তাই আস্‌তে পারিনি। আবার নানা গোলমাল লেগেছে; তা না হোলে, আপনার পদ দেখ্‌তে কার্ না ইচ্ছা যায়?"

"নবীনরা এখন্ কোথায়?"

"তারা দিল্লিতে গেছে?"

"যাঁকে খুজ্‌তে ব'লেছিলুম, তার কোন সন্ধান পেলে?"

"মা! প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া নানা স্থানে তাঁহার অনু-

সন্ধান করিলাম কিন্তু কৈ, তাঁকে তো এক্‌দিনও কোথাও দেখ্‌তে পেলুম্‌ না?"

"তবে কি তিনি নাই!" এই বলিয়া প্রমীলাসুন্দরী দুই ফোঁটা মুক্তা ফেলিলেন! যুবকও বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। লছমনেরও পান্‌সি আসিয়া বজরায় লাগিল।

প্রমীলা বলিলেন,—"লছ্‌মন কি পেলে?"

"মা! একজন স্ত্রীলোক।"

"বেঁচে আছে কি?"

"একটু একটু নোড়্‌ছে!"

"শিগ্‌গির হেথায় ধীরে ধীরে তোল।"

লছমন ও অপর নয়জন মিলিয়া বালাকে ছাতে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সকলেই প্রাপ্ত বালাকে দেখিয়াই অবাক! এতক্ষণ প্রমীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন কিন্তু, এখন প্রাপ্ত বালার কাছে রূপে হার মানিলেন।

প্রমীলা বলিলেন, ইলা! গঙ্গামায়ীকে ডাক্‌ত?

ইলা চলিয়া গেল। কিয়ৎপরেই এক বুড়ীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া উপস্থিত।

প্রমীলা বলিলেন, গঙ্গামায়ি, একে যদি ভাল কর্‌তে পার তবে, তোমাকে বৃন্দাবন দেখাইয়া আনিব।

গঙ্গামায়ী একবার রমণীর হস্ত টিপিল, পরেই একটু পত্র রস খাওয়াইয়া দিলেন এবং বক্ষস্থল মলিয়া দিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই উদরস্থ জল বহির্গত হইয়া গেল। রমণী অমনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। গঙ্গামায়ী বলিল

"আর কোন ভয় নাই; এখন একে বিছানায় শুয়াইয়া দাও গে যাও। আর আমি একটা ঔষধ পাঠিয়েদিচ্চি।"

তৎক্ষণাৎ পঞ্চরমনীতে বালাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া, একটি দুগ্ধফেননিভ শয়নীয়ে শুয়াইয়া দিল।—সত্তমে বিজ্‌লী চকিল বা খেলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই বোনের অঙ্কুর।

দিনে দিনে প্রাপ্ত ভাবিনী আরগ্য হইতে লাগিল। কেনইবা না হইবে ?—যাহার নিকট সদাসর্ব্বদা পাঁচজন রমণী সেবা সুশ্রুষায় নিযুক্তা। সম্পূর্ণ সচ্ছল হইতে প্রায় মাসাবধি আবশ্যক হইল। ইহার মধ্যে কান্ত একটি দিবসও কথাবাত্রা বা কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই। প্রমীলা ও সখী গণ কি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল ? সে কি আবার তোমাদের ন্যায় গুণধর, পাঠক ও পাঠিকাকে বলিয়া দিতে হইবে ? ইলা প্রথমেই বলিয়া ছিলেন—"হ্যাঁগা, কেন ডুবে মোর্‌ছিলে গা ?" রমণী একটিও উত্তর দেয় নাই; অমনি ইলা বলিল—"তা আর লুকোলে কি হবে বোন ! যা হবার তা হোয়ে গেছে।—যার তার সঙ্গে কি প্রেম করে গা ?" প্রমীলা একটু রাগিয়া বলিল—"ইলে ! তোর, কি নিজের লোক, আর পরের লোক বোলে বাচ্‌বিচের নাই ? তুই বজরায় বোসে, কেমন কোরে জান্‌লি. কেন ও ডুবে মোরছেলো ? মরণ আরকি ?"

"না ! তবে ও বোল্‌চে না কেন, ডুবে মোরছেলো তাইত সন্দেহ হোচ্চে—ভাল কথা হোলে কি মা ! চুপ্‌কোরে থাকে গা ? কথা কয়্‌না ?"

"ইলু! যার তার উপর কি সন্দেহ করা ভাল? নৌকোয় কোরে যেতে যেতে, ও ডুবে যেতে পারেত?"

"মা! তবে আপনি আমাদের উপর সন্দেহ করেন কেন?"

"ইলা! তোদের উপর সন্দেহ? কবে কোরেছি বল্ বোন্! আমার মাথার্ দির্ব্বি!"

"কেন? রমেশ দাদাকে যখন পান্টান্ দিতুম, তখন তো তুমি দেখ্তে পেলেই বোল্তে—ইলা! বাবুর সঙ্গে তোর বড় পিরীত্ না?"

"ইলু! সে যে তোকে ঠাট্টা কোরে ব'ল্তুম বোন?"

"আমিও কি একে, সত্তি সত্তি বোল্ছি নাকি গা? আমিও একে চাপ দিয়ে মনের কথা বার্ কর্ বার্ জন্য এম্নি কোরে বোল্চি।"

পাঠিকা, চিনিয়াছেন কি—প্রমীলাদেবী কে? ইনিই রমেশচন্দ্রের স্ত্রী, যাঁকে একদিন ডাকাতঘরার বাড়ীতে মৃতপ্রায় দেখিয়াছিলেন। ইনিই সেই যুবতী, মরেণ নাই, কুষ্টির জোরে বাঁচিয়াছেন। প্রমীলা বলিলেন—"তোমরা কোথায় যাচ্ছেলে গা?"

যুবতী কাগজ ও লেখনী চাহিল। পাঠিকা চিনিতে পারিয়াছেন কি যুবতী কে? ইনিই আমাদিগের সেই বন-বালা। প্রেমমায়া যে ইহাকে মেখলায় ডুবিয়া মরিতে বলিয়াছিলেন, তাই বনবালা ডুবিয়া মরিতে সলিলে ঝাঁপ দিয়াছিল, কিন্তু বনবালার ললাটে প্রলয়-চিহ্ন লেখা নাই, তাইত বিরিঞ্চি প্রমীলাকে বনবালার বসন দেখাইয়া দিল—বনবালা বাঁচিল—সোহাগের বোন জুটিল।

কাগচ ও লেখনী একজন বনবালার হস্তে দিল। বনবালা লিখিলেন—"আমি একজনকে দাদা বলিয়া পূর্ব্বে ভাল বাসিতাম কিন্তু, পরে যখন ভালবাসা প্রণয়ে পড়িতে যায়, এমন সময় এক দিবস দাদারস্ত্রী এই দৃশ্য দেখিয়া, আমাকে ডুবিয়া মরিতে আজ্ঞা পাঠান,তাই ডুবিয়া ছিলাম, তারপর এই।—আমি বোবা মেয়ে, নাম—বনবালা।"

"তোমার আর কেউ আছেন ?"

"কেহ নাই—কেবল—!"

"কেবল কি ?"

"না, কেহ নাই!"

"দিদি কি সখী ?"

"না, কেহই আমার নাই!"

"আমি কি তোমার দিদি ; আর ইলা কি সখী হয়না ?"

বনবালার চক্ষে দুই ফোঁটা জল আসিয়া পড়িয়া গেল... বুঝাইল—আমিই চিরসুখী।

পরে পরে দিনে বনবালার সহিত সকলের অতিশয় ভালবাসা ও পিরীতি হইয়া গেল এবং প্রমীলা বনবালাকে যথার্থই নিজ সহোদরার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।

* * * * * *

এক দিবস রজনীতে নক্ষত্রবেগে একখানি তরণী আসিয়া বজরায় লাগিল। তরিস্থ মাঝীমল্লারা যদাপি উত্তম শিক্ষিত হস্ত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এতক্ষণ পানসিকে আর ভাসমানা দেখা যাইত না। তরণী বজরায় লাগিবামাত্রই তন্মধ্যস্থ হইতে একটি দিব্য সুন্দর পুরুষ বজরায় লাফাইয়া

উঠিলেন। অমনি বজরাস্থ লোকজন, যে তাহাকে দেখিল প্রায় সকলেই এক একটি নমস্কার ঠুকিল। কিন্তু যুবক একটুও কৃতজ্ঞতা না দেখাইয়া যে, গৃহে বনবালা ও প্রমীলা বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে ছিলেন,সেই গৃহ অন্বেষণ করিয়া প্রবেশ করিলেন। বনবালা ও প্রমীলা পুস্তক পাঠে এমন গাঢ় নিবিষ্টা ছিলেন যে,কেহই ইহার আগমন দেখিতে পায় নাই, বা টেরও পায় নাই যে, কোন ব্যক্তি গৃহে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে। আগন্তুক ধীরে ধীরে প্রমীলার কেদারার পার্শ্বে যাইয়া প্রমীলার উভয় চক্ষু হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিল; প্রমীলা অমনি বলিলেন—"বেলা ছাড়্,আমি টের পেয়েছি, আর ন্যাক্‌রা কোত্তে হবে না?" বনবালা যুবককে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। যুবকও যুবতীর চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন, প্রমীলা অমনি যুবকের দিকে তাকাইয়া দেখিল—বেলা নয়;—চিনিল.তৎপরেই কেদারা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুবককে জড়াইয়া ধরিলেন।

পাঠক! যুবককে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই আমাদিগের রমেশচন্দ্র। গিরিবালার নিকট হইতে যে, শত শত টাকা ভুগাইয়া আনিয়া ছিল এখন, ইঁহার হস্তে একটি কপর্দ্দকও নাই, সকলই প্রাণের যামিনীর পদে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন! তাই প্রায় দুই বৎসরের পর পুনঃ প্রমীলার নিকট আগমন। কিসের জন্য? মাপ চাহিতে কি?—প্রমীলা; আর তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না—তোমাকে প্রাণে প্রাণে রাখিব—ছায়ায় ছায়ায় লইয়া ঘুরিব; এই কথা বলিতে কি? না!—সে এর কিছুই

করিতে আসে নাই, টাকা চাহিতে আসিয়াছেন! এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিলে কত শত শত নটবর, ধনুর্দ্ধর, গুণ-ধর, বাঁকাকালাধর চাঁদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা কে বলিতে পারে? বাক্য যিনি এই পিষ্টপ সৃজন করিয়াছেন, তিনিও এ বিষয়ের প্রকৃত কৃত-তথ্য প্রদান করিতে সক্ষম হন কিনা এ বিষয়ে আমাদের ঘোর সংশয় আছে।—যখন দেখিতেছি প্রাণে প্রাণে—মনে মনে—অন্তে অন্তে—সঙ্গে সঙ্গেই অসদ্ভাব বিরাজমান!

প্রমীলা বলিল—"নাথ! এতদিন কোথায় ছিলেন? আর যদ্যপি মাস্টাক পরে আসিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আপনার প্রমীলাকে আর দেখিতে পাইতেন না!—দেখি-তেন, যে সিংহাসনে একদিবস আপনি উপবেশন করিয়া-ছিলেন, আর আমি পদপ্রান্তে বসিয়া থাকিয়া অনন্ত আনন্দ পাইয়া ছিলাম, সেথায় আর আমি নই, অপর এক-জনরমণী উপবেশন করিয়া রহিয়াছে!"

"প্রমীলা, তুমি যদ্যপি আমাকে এতই ভালবাস তবে, আমি ভিখারীর ন্যায় এত দিবস পথে পথে ঘুরিতে ছিলাম, আর তুমি সুখে খাইতে ছিলে, অলঙ্কারে ভূষিতা হোয়ে কি কোরে সুখে দিন কাটাচ্ছিলে!"

"নাথ, আপনি যে এ কথা বলিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! আপনার সহবাস ছাড়া প্রমীলার সুখ কখনই হইতে পারে না? নাথ! আপনার জন্য যে কত শত অশ্রু পরমেশ্বরের পদে পাত করিয়াছি, তাঁহা কে বলিতে পারে! যবেই আকাশে ঝড় উঠিত, যবে শুনিতাম মন্দ কর্ম্মের জন্য

একজন লোকের ফাঁসী হইয়াছে! তবেই আপনার জন্য কাঁদিতাম! সমুদ্রে যখনই কাপড় বা দেহ ইত্যাদি দেখিতে পাইতাম, তখনই তুলাইতাম—দেখিতাম, এ আপনার কিছু কিনা! যবেই শুনিতাম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে তখনই, টাকা ও চাল ডাল রাশি রাশি বিতরণ হেতু পাঠাইয়া দিতাম, পাছে আপনি তাহার মধ্যে থাকেন! যবে দেখিতাম,—বসন্ত-সঙ্গী তান ছাড়িয়া চলিয়াছে, শীতল কুঞ্জাহত সমীরণ, ভঙ্গে ভঙ্গে আসিয়া দেহ স্পর্শন করত, নব নব নটবর অভব ভাব উদয়ে উদয় করিয়া দিতেছে; তখনই ভাবিতাম,—হায়! আমার ন্যায় কি কোন অনাথিনী রমণী এ ধরাধরে আছে!”

এই বলিয়াই প্রমীলা রমেশচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল। রমেশচন্দ্র প্রমীলাকে লইয়া, তল্পে উপবেশন করত কহিলেন—“প্রমীলে! আরও কত দিন দস্যুবৃত্তি করিবে?”

এত দস্যুবৃত্তি নয়, এ সৎকার্য্য এবং ইহা আমার পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে ইহা আমি ছাড়িব না।”

“হাঁ, তোমাকে ইহা ছাড়িতেই হইবে?”

“না আমি ছাড়িব না?”

“কি পাইলে তুমি ইহা ছাড়িতে পার?”

“আপনি যদ্যপি আমাকে লইয়া সংসারী হন।”

“আমি সংসারী হইতে পারি, যদ্যপি তুমি, আমাকে এখন ছয় হাজার টাকা দাও।”

“আমি আপনাকে লক্ষটাকা দিচ্চি, আপনি সংসারী হউন দিকি। আর বলুন কোথায় যাইবেন না?”

"আমাকে আর একটিবার ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

"তবে টাকা পাইবেন্ কেন? আর আপ্নিকি বেশ্যাকে ছাড়িবেন না?" পরে বনবালাকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইহাকে বিবাহ করিবেন্?"

"না, আমি ওসব ঠাট্টা শুন্তে চাইনা? বলি টাকা দিবি তো দে, তা না হোলে, আমি ডুবে মোর্বো।"

"ডুবে মোর্লে কি টাকা পাবেন?"

"বাস্কো ভেঙে নিয়ে যাব?"

"টাকা আমার্ত কিছুই নাই সকলই অপরের।"

"তুই কার্ বলি?"

"আপ্নার, আবার কার্?"

"তোর্ হাত্ কার্?"

"আপনার।"

"তোর মুখ্ কার্?"

"সকলই আপনার।"

"তবে তোর দেহের অলঙ্কারও আমার—খুলে দে?"

প্রমীলা ধীরে ধীরে সমস্ত অলঙ্কারই উন্মোচন করত, স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। রমেশও তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রমীলা স্বামীর পশ্চাৎ ধরিল, কিন্তু রমেশচন্দ্র হস্তে ছুরিকা দেখাইয়া বলিলেন—"যদি পশ্চাৎ আসিস্ তবে এই ছুরিতেই আমি আমার্ প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিব?"

কাযে কাযেই প্রমীলা স্বামীকে ধৃত করিতে বিরতা হইলেন। তরণীও তীরবেগে দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্রপাঠে।

পাঠক, প্রায় তিন বৎসর বিদায় লইতে যায়, আমরা মৃণাল ও বিমলাদেবীকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়াছি; আসুন এখন তাঁহাদিগের বিষয়ে কিছু বলা যাক্। পাঠিকা এক দিবস যে কাননে শত শত ফুল্ল-কলি ফুটিত, মধুলিহ-কদম্ব ঝাঁকে পালে পালে আসিয়া মধু খাইয়া পলাইত, সুমনস্ রাশি রাশি স্তবকে গুচ্ছকে শ্রেণীতে থাকে বিকচিত হইয়া, আশে পাশে, চারি প্রান্তেই পুষ্পব ছড়াইত, রসিক-নভস্বৎ আসিয়া কুসুমকুল বিমর্দ্দন করত পরিমল আমোদ বিহসিত করিতে করিতে হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া, কুঁদিয়া হিল্লোলিত হইত, কিরণচন্দ্র বিমলাকে বক্ষে ধরিয়া কুসুম ছিঁড়িয়া দিতেন, পুষ্করিণীর মৎস্য দেখাইতেন—খৈ জলে নিক্ষেপ করিতেন, ঝাঁকে ঝাঁকে,—দেখন্‌হাসী, আমারপ্রাণ্, পিরীত্, পোড়ারমেয়ে ইত্যাদি নামধেয় মৎস্য আসিত;—কিরণবাবু, বিমলার গায়ে পুকুরের-জল একটু ছিটিয়ে দিতেন, বিমলা অমনি স্বামীর শরীরে কাঁমড়াইয়া দিত, এক একদিন উভয়ে ছুটোপাটী, ছুটোছুটি, মারামারি, লুকোচুরী খেলিতেন, উদ্যান নির্ম্মল ও ফলফুল বৃক্ষে পরিশোভিত ছিল, ভাই! আজ তোমরা সেথায় কি দেখিবে?—বুনোগাছে সাধের-বিমল-রসাল-কাননকে জঙ্গল

করিয়া ফেলিয়াছে! ইহা দেখাদেখি যেমন আকর্ষণ শক্তি, কোকিলও আর কুঞ্জে আসে না—কেহ বল্লভ-আরাবও ছড়ায় না, কাজে কাজেই রতিদেবীর শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-ভূতরসমিশ্রিত বসন্তও সেথায় মলিনা-বদনা কামিনী সমা!

উদ্যানত হইল এই। অট্টালিকা কিরূপ?—অট্টালিকাও বিষাদে আবরিত! জীর্ণ-সংস্কারাভাবে নানা স্থান ভাঙ্গিয়া অতৃপ্ত দৃশ্য হইয়াছে, বিমলাদেবীকে কেমন কেমন দেখিতে হইয়াছে, তবে আর বাকি কি? মৃণালচন্দ্রকেও এক ধরণের দেখিতে হইয়াছে। বাটীতে সেই চাকর সেই চাকরাণী সেই দাওয়ান, সেই মুহুরী, সেরেস্তাদার ইত্যাদি সকলেই আছে কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় একজনের বিহনে দিনে চারিধার আঁধার! আর যখন প্রকৃতই ক্ষণদা সর্ব্বংসহাতে পদার্পণ করেন তখনতো, আঁধারে আঁধার, আমি সম। পূর্ব্বে সেই সময়েই জ্বলিত, আঁধারে মানিক। তাই আজ যেথায় দেখিতেছ, বিলাসিতায় ঢলঢলে রাজাট্টালিকা চারিধার মাতাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ভিতরে রসিকা লইয়া রসিক রঙ্গ করিতেছেন; কাল সেথায় কি দেখিবে?—ব্যাঘ্রগজাদি-সেবিত, মহানপলাশিন্ পরিপূরিত অগম অটবী। আবার আজ যেথায় দেখিতেছ, মানববিহিন মহারণ্য, কাল সেথায় দেখিবে—লোকে লোক ঠেসাঠেসি। এত কালেরই স্বভাবসিদ্ধলীলা!

এক দিবস মৃণাল ইংরাজি প্যারাডাইস্‌লষ্ট পুস্তিকা পাঠ করিতেছে, বিমলা আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন পাঠ করিতেছেন, এমন সময় মৃণালের হস্তে একটি চাকরাণী আনিয়া একখানি পত্র

প্রদান করত চলিয়া গেল। মৃণাল সেই খানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। বিমলা বলিল—"মৃণাল! ও কিসের চিঠি রে?"

"বাড়ীর চিঠি গো।"

"কে লিখে পাঠিয়েছে? আমি শুনি।"

"শৈলজা।"

"কি লিখেছে মৃণাল একবার পড়ত?"

মৃণাল পড়িতে লাগিলেন—"দাদা, প্রায় একবৎসর যাইতে যায়, একবারও কি বাড়ী আস্তে নাই? মাঝে মাঝে এত পত্র লিখলুম তারতো কোনই উত্তর দিলে না। দাদা! তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে, না নতুন-মার কিছু হইয়াছে? মৃণাল দাদা! তুমি ও আমি যে এক মাতার ঔরস হইতে উৎপন্ন নয় তাহা, আমি এতদিন জানিয়াও মনে জানিতাম না, কিন্তু ভাই, আজ দেখিতেছি তুমি আর আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আপনমত ভাল বাসনা! কিন্তু আমি তা করিনা। দাদা, এ বিষয় মনে আনিতেই প্রাণ কাঁদে, কিন্তু জানিও কত দুঃখে আজ তাহা আমি লিখিতে বসিয়াছি যে, তুমি আমার দাদা নও! ভাই তুমি সকলই জান, তুমি আমি একপাড়ায় বাস করিতাম—তীরে গিয়ে বালীর-ঘর গড়িতাম, আমারই ভাল হইত, তুমি গড়িতে পারিতে না; পরিশেষে রাগীয়া আসিয়া আমারও ঘরটি ভাঙ্গিয়া দিতে; জলে পড়িয়া কোন কোন দিন তোমাতে আমাতে কতদূর সাঁতার কাটিতাম—কখন বা বহুদূর ভাসিয়া যাইয়া আমি বলিতাম—"দাদা, আর আমি সাঁতার কাটিতে

পারি না আমাকে ধর, আমি গেলুম!” তুমি অমনি আমাকে কোলে নিয়ে সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে ডাঙ্গায় আন্‌তে—আমি যতক্ষণ তোমার কোলে থাকিতাম ততক্ষণই, তোমার মুখপানে তাকাইয়া দেখিতাম—তুমি এক্ একবার আমার গালে চড় মার্‌তে, অমনি আমি ঈষৎ রাগীয়া বলিতাম দাদা, আমাকে ছেড়ে দাও? আমি তোমার কোলে যেতে চাইনে? তুমি বলিতে—ছাড়িলে যে, তুই পাগ্‌লী ডুবে যাবি?—আমি যাই যাব বলিয়া তোমার বাহুপাশ হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম, দূরে যাইয়া বলিতাম—দাদা তোমার প্রাণের-শৈলজা ডুবে মোর্‌লো! তুমি অমনি আমাকে ছুটিয়া যাইয়া ধরিতে, কিন্তু তুমি আমার জোরে পারিতে না, তুমি বলিতে-খেয়ে খেয়ে দিন দিন মেয়ের গায়ে শক্তি হোচ্চে দেখনা? আমি অমনি হাঁসিয়া বলিতাম আমার শক্তি তুমি নেবে? আর তোমার আমাকে দেবে? তুমি বলিতে—দোবো অমনি আমি তোমার কোলে আসিতাম—তীরে শান্ত থাকিয়া উঠিতাম। দিনে দিনে যেমন আমরা বাড়িতে লাগিলাম, তেমনই আমাদিগের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বসিতে লাগিল—তুমি যেমন আমায় একদণ্ড না দেখিতে পাইলে থাকিতে পারিতে না, আমিও পারিতাম না। ক্রমে আমি এক দিবস নির্জ্জনে বলিলাম,—দাদা, আমি তোমায় বিয়ে কোর্ব্বো? তুমিও বলিলে—আমিও তোকে বিয়ে কোর্ব্বো। দিনে দিনে তোমায় আমায় প্রণয় উপস্থিত হইল, এমন সময়, এমন সুক্ষ দিনে পোড়ারমুখো দেবতা, আমার কপাল পোড়াইল; আমার মাতা মরিয়া

গেলেন! আমার আর সংসারে কেহই রহিল না! তখন আমার বয়সপ্রায় দশবৎসর। তোমার মাতা আমাকে তোমার ন্যায় ভাল বাসিতেন, আর তুমিতো বাসিতেই; তোমরা আমাকে তোমাদের বাটী লইয়া আসিলে। তবে হইতেই আমি তোমাকে দাদা ও তোমার মাকে মা বলিতে শিখিলাম। তখন হইতেই আমরা একস্থানে বসিতাম একস্থানে শুইতাম, একস্থানে খেলা করিতাম। এই মহেন্দ্র সুযোগ পাইয়া আমাদের প্রণয় দেখিতে দেখিতে ফল্গু-বাণ-মত বাড়িয়া উঠিল। তুমি ভাবিলে আমায় পাইয়া তুমি সখী হইবে, আমি ভাবিলাম তোমায় পাইলে আমি আর কিছুই চাহিব না। কিন্তু দাদা! এসংসারে কাহার আশা পূর্ণ হয়? কাহারই না! আমাদেরও হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল।—আমার সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের পরিণয় হইয়া গেল। উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া একদিন মনে পড়ে কি? কত কাঁদিলাম, কারণ—তুমিও আমার হইবে না, আমি তোমার অঙ্কশোভিনী হইব না! একদিবস আমি তোমাকে বলিলাম,—দাদা, চল আমরা এদেশ থেকে পালিয়ে অপর দেশে গিয়ে বিবাহ করিগে? তুমি কত কাঁদিলে, আমিও তোমাকে জড়াইয়া কত অশ্রু ফেলিলাম—তুমি আমাকে কত সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিলে শৈলো! যদি তোমার আমায় প্রকৃতই ভালবাসা বসিয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে দাদা বলিয়া ভাল বাসিও? আমি বেশ জানি যখন তুমি একথা বলিতে ছিলে, তখন তোমার হৃদয়ে হৃদয় ছিল না—সমস্ত সুখ আশা, ভরসা, বিসর্জ্জন দিয়াই তুমি একথা উচ্চারণ করিয়া

ছিলে? তখন কার আকার ভঙ্গী বাক্য স্বর, এখনও আমার মনে ও চক্ষে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে! সেই দিন হইতেই আমি একটু একটু সুধরাইতে লাগিলাম। কতকাল যে আমি প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই তাহা তুমি বেশ জানো। কিন্তু আজ সংপূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি,আশা ছিলনা যে সুস্থ হইব, মৃত্যুই আমি পরাণে চিন্তা করিয়া রাখিয়া ছিলাম! সমুদ্রে ঝাঁপদিয়া পরাণ বাহির করিব ভাবিয়া ছিলাম। একদিন সমুদ্রে গিয়াও ছিলাম, ঝাঁপও দিয়াছিলাম, কিন্তু দাদা, যখনই আপনার মুখ আমার হৃদয়ে উদয় হইল—তুমি আমার মৃত্যু শুনিয়া কত কাঁদিবে, স্মৃতি করিলাম—তোমাকে আর ইহজগতে দেখিতে পাইব না আধ্যান করিলাম, তখনই আবার তীরে উঠিয়া রাত্রে রাত্রেই বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহই কিছু টের পাইল না, সুদ্ধ স্বামী পাইলেন। তিনি বলিলেন—শৈল, এত রাত্রে নেয়ে কোথা থেকে আসা হোচ্চে? আমি বলিলাম—গাটা একটু জ্বোল্‌ছিলো তাই নেয়ে এলুম। তিনি বলিলেন—মুখই বা মলিন কেন? আর স্বরইবা বিকৃতকেন? আমি কহিলাম, কৈ, কিছুইতো নয়? তৎপরেই আমি কাপড় পরিতে লাগিলাম, তিনি বহুক্ষণ আমার পানে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। শয়নে সব চুকিয়া গেল। দাদা, তবে কি এখন শৈল প্রকৃত আরোগ্য লাভ করিয়াছে? তুমি বলিবে হাঁ। কিন্তু দাদা, আমি বলিব হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া আমি হাঁ বলিয়াছি! তবে এখনও কি আমি তোমাকে পাইতে ইচ্ছুক? ইহার প্রত্যুত্তর আমি দিবনা—দাদা!প্রাণের মৃণাল তুমি কি

আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল অবধি জ্ঞাত নও? ইহাতে তুমি বলিবে—শৈলজা, তুমি এ মানস করিয়া বড়ই বিরুদ্ধ করিতেছ,—যখন তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে! আমিও বলিব—দাদা, এ জগতে যাঁহাকে স্বামী পাইয়াছি, তিনি আমার প্রাণের হইয়াছেন—মনেও ধরিয়াছে; এ জগতে আর আমি তোমাকে স্বামী পাইতে ইচ্ছুক নই, থাকিলেও পাইব না; পর জগতে, জগৎপিতার নিকট আমি তোমাকে স্বামী চাই—বনকুসুম তুলিয়া, তোমাকে আবার হৃদয় ভরিয়া পূজা করিতে চাই।—তীরে যাইয়া খেলা করিতে চাই।

দাদা আর কিছু লিখিলাম না, কারণ লিখিবার আর কিছু নাই, মুখে বলিবার আছে ঢের। এ পত্র পাইয়া বোধ হয় তুমি শীঘ্রই মাকে ও তোমার ভালবাসার শৈলজাকে দেখিতে আসিবে। তোমার নতুন-মা যদি ইহাতে বাঁধা দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও,—আমার বোন শৈলজা একদিন আসিয়া তোমার সহিত ঝকড়া করিবে। ইহাতেও যদি তিনি তোমাকে না ছাড়েন, তবে তুমি বলিয়ে· শৈলজা আর আপনাকে মা বলিবে না,—আবার যখন প্রাণের কিরণ বাবুকে পাইবেন, লোক জন খাওয়াইবেন, শৈলজাকে আনিতে লোক পাঠাইবেন, শৈলজা তখন আর আসিবে না! গুমানে মরিয়া থাকিবে।

আর দাদা, পরিশেষে বক্তব্য এই—আমাদের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হইয়া আসিয়াছে—বাবুর যে কাজটি ছিল, তাহা গিয়াছে—জমী জমা যা ছিল, তাহার অর্দ্ধেক বিক্রয়

করা হইয়াছে! পেটের দায়ে এখন শুদ্ধ তোমার মুখপানে আমরা তাকাইয়া আছি। কবে তুমি রাজা হইবে, আমি রাজার বোন হইব—লোকে আমাকে কত মান্য করিবে—আমি কত দান ধ্যান করিব, কত কি খাইব—কত কি কিনিব। ইতি। পোড়ারমুখী কালকুটী শৈল।

এই পত্র পড়িতে পড়িতে মৃণাল অনর্গল কাঁদিতেছিল। বিমলাদেবীও কম কাঁদেননি,—প্রায় সমতুল্য! পাঠ সমাপ্ত হইলে মৃণাল বলিল—"মা! তবে এবার আমাকে নিশ্চয়ই বাড়ী যেতে দিতে হবে?"

"আবার কবে আসিবে?"

"যত শীঘ্র পারি।"

"যদি শৈলজা আর তোমাকে না ছাড়ে?"

"পলাইয়া আসিব?"

"যদি পলাইবারও সুবিধা না পাও?"

"তবে শৈলজাকে টাকা দিয়ে শ্বশুরবাড়ী ভুলিয়ে রেখে আস্‌বো, তাতেও যদি না ছাড়ে তবে, তাকে সঙ্গে ক'রে হেথায় নিয়ে আস্‌বো।"

"মৃণাল, এত দিন আমি কার কাছে থাকিব?"

"কেন মা! সকলিইতো রহিল?"

"মৃণাল! এখন তুমি বৈ আমার যে কেহই নাই তাকি তুমি জাননা?" এই বলিয়া বিমলা মৃণালকে কোলে লইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মৃণাল মাতার অশ্রুজল পুঁছিয়া দিয়া বলিল—"মা, কতদিন বাপের বাড়ী যান্ নাই, আমি যতদিন না আসি তত দিন আপনি সেথায় যান্ না কেন?" বিমলা

বলিলেন—"আচ্ছা আমি তাই যাইব কিন্তু তুমি শীঘ্রই আসিয়ে, আর রোজ্ রোজ্ খেলায় মত্ত থাকিয়া পুস্তক পড়িতে যেন ভুলিও না ?" মৃণাল বলিল—"না মা, পুস্তক রোজই পড়িব।"

"শৈলজা যদি রাগীয়া পুস্তক ছিঁড়িয়া দেয়—পড়িতে না দেয়, তবে তুমি কি করিবে ?"

"কেন মা, তা হোলে আমি বলিল—শৈলজা! ইহা করিলে আমি আর রাজা হইতে পারিব না, তুমিও রাজ্-ভগ্নী হইতে পাইবেনা, আশাও পূরণ হইবে না।"

সে দিবস এক রকমে অবসান হইয়া গেল। পরদিন রহনার দ্রব্য সামগ্রী শকটে আরোহণ করা হইতে লাগিল। বেলা একটার সময় মৃণাল মাতার নিকট বিদায় লইলেন; বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে মৃণালকে শকটে তুলিয়া দিল; মৃণাল তাহাতে উঠিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন—সদাসর্ব্বদা কাঁদিতে বারণ করিল, চিন্তায় নিমগ্না থাকিতে নিষেধ করিল, পরে যান বনগ্রামাভিমুখে ধাবিত হইল। বিমলা দরজায় দাঁড়াইয়া গাড়ীর গমন দেখিতে লাগিলেন। মৃণালও শকটাভ্যন্তর হইতে মুখ বাহির করত মাতাকে দেখিতে লাগিল। কিয়ৎ পরেই যখন যান দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইল, বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে অবরোধনে প্রবিষ্ট হইলেন। অশ্রুমুক্তা ফেলিয়া নিশ প্রভাতে অতিবাহিত করিলেন এবং পরদিবস বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। একেত অন্দর শ্মশান 'মির মশান ও হাঁ হাঁ খাঁ খাঁ ছিল, এখন আবার তালে তাল ধরিল!—নিস্তব্ধতায় সহচরী আলিঙ্গন করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপনে।

পরদিবস মৃণাল বনগ্রামে আসিয়া উপনিত হইলেন। শৈলজা ও তাহার স্বামী নরেন্দ্র এ সংবাদ পাইয়াই মৃণালকে দেখিতে আসিলেন—কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—পরদিন নরেন্দ্র নিজবাটী চলিয়া গেল—শৈলজা রহিল—সে বলিল—আমি যাইব না?

একদিবস শৈলজা বলিল—"দাদা, আমি একবার কাশী যাব?"

মৃণালচন্দ্রের ইহাতে সংপূর্ণ ইচ্ছা ছিল কারণ, অনাথিনী বনবালার কি হইল? সে হয়ত অনাহারে অনায়াসে এত-দিন জীবন-লীলা সম্বরণ করিয়াছে! হায়! এ সংসারে সক-লেরই কেহ না কেহ দূরের লোক বা বন্ধু বান্ধব আছে, অনা-থিনী বোবা বনবালার সে মৃণাল বৈ কেহই নাই! মৃণাল বলিল—"আচ্ছা আমি আমার নূতন-মাকে পত্র দি তিনি যেতে বলেন্ তো যাব।"

"আচ্ছা আমিই তাঁকে পত্র লিখ্‌চি তোমাকে আর কষ্ট পেতে হইবে না।" এই বলিয়া শৈলজা বিমলাদেবীর নামে একখানি পত্র লিখিলেন। মৃণাল বলিল—"কি লিখিলে একবার পড়তো?"

"কেন ? কোন ভুল্‌টুল্‌ যদি গিয়ে থাকে তবে সুধ্‌রে দিবে না কি ?"

"হুঁ।—যদি একটু আদ্‌টু গিয়ে থাকে।"

"আজ্‌কাল্‌কার্‌ মেয়েরা যে পুরুষদের শেখাতে পারে, তুমি আবার ভুল্‌ ধোর্‌বে কি ?"

"না, আমার বলায় ঘাট হোয়েছে, তুমি একবার পড় ?"

"তাই বল—পথে এস" বলিয়া শৈলজা পড়িতে লাগিলেন—"ওগো রাজার মেয়ে! বলি দাদাকে কি একবার কাশী যেতে আজ্ঞা দেবে ? না এতে তোমার মন কাঁদ্‌বে ? যদি না দাও তবে, ও হতচ্ছাড়ী লক্ষ্মীছাড়ী দিদি তুই মর্‌ মর্‌ মর্‌! আর যদি দাও, তবে তোমার পোষা বান'র-হনুমান-পাজী-ছুঁচো কিরণকে বনথেকে ধোরে আন্‌বো! ইহাতে বোধ হয় নিশ্চয়ই পোড়ারমুখী দিদির মন উঠিবে ; যদি না হয় তবে, জানিব, তুমি একান্তই থালার জল রাখিয়া ডুবিয়া মরিবে। ইতি। দাদা ঠিক হোয়েছে কি ?"

"তুমি যেমন বাঁদ্‌রী তেম্‌নি হোয়েছে।"

সেই দিনই পত্র ডাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। পর দিবস প্রভাতে সংবাদ আসিল—আজ্ঞা যায় যেন।

সকলের নিকট বিদায় লইয়া মৃণাল ও শৈলজা তৎপর দিবস কাশীতে রহনা হইলেন। পথে বা রেলে কোন বিপদ আপদ ঘটে নাই—ঘটিবেই বা কেমন করিয়া, বিমলাদেবীর চারিজন দরোয়ান সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। কিন্তু দিবসের মধ্যেই ইহারা কাশীর পার্ব্বতী মন্দির আসিয়া উপস্থিত হইলেন অমনি পার্ব্বতীর পুরোহিত চাক্‌রাণী তহলদার

ইত্যাদি ইত্যাদি যে যেথায় ছিল, সকলেই আসিয়া বাবুর ছেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইল। ইহাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বিমলাদেবীর নিকট হইতে পত্র আসিয়াছিল—আমার ছেলে কাশী যাইতেছে যেন, কোন বিষয়ের অমর্য্যাদা না হয়।

যথার্থই বিমলার কথামত কার্য্য হইতে লাগিল। মৃণাল ও শৈলজা, ভাইবোনে অতি সুখেই তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মৃণালচন্দ্র প্রতি দিবসই বনবালার নিমিত্ত বন বন, ঘর ঘর অন্বেষণ করিতেন; কিন্তু কোথায়ও তাহার অস্তিত্ব পাইতেন না! এইরূপে চারিমাস কাটিয়া গেল। এক দিবস রজনী হইয়া গিয়াছে—কাশীর অন্নপূর্ণার বাটীর গোল থামিয়া গিয়াছে—কেহই এখন আর অনাহারী নাই, তাই প্রায় সকলেই নিদ্রা যাইতেছে—অতি অল্প সংখ্যকই জাগিয়া আছেন। তাহারা কারা?—

সুন্দরী পুরীর কোন নিশান্ত ভিতরে,
রজনীর পায়েধরা করিয়া হেলন।
আছয়ে জাগিয়া দুটী পালঙ্ক উপরে,
নিকটে নিকটে দেহ করিয়া স্থাপন॥
যুবতী একটি আর যুবক অপরে,
আছয়ে শয়নে উঁহে করি আলিঙ্গন।
এ উহার গৃবা-দেশ টানি নিজ করে,
দোঁহা কার মুখ দোঁহে করিছে দর্শন॥
থাকিয়া থাকিয়া বাল্য কথা কহিতেছে,
প্রেমের অন-স্তুভঙ্গ উথলি অমনি।

ধীরে ধীরে যুবা-হৃদে সুষমা আনিছে,
বিলাসে ধরিছে যুবা চকিতে রমণী ॥
হেলাইছে গ্রীবাদেশ মানিনী সুন্দরী,
নাগর অমনি ধ'রি, নাগরী বক্ষস।
আহা মরি! বলি আস্য চুমিছে শিহরি,
হাঁসিয়া কহতি বালা—কে শিখালে রস ॥
যুবক বসিয়া তবে টানি বামা কোলে,
সুধাইছে সুরমারে চুমি ঘন ঘন।
তুমিইত প্রাণেশ্বরি! শিখায়েছ বলে,
রতি-কেলি করে নর আমারে কেমন ॥

ঠিক এইরূপ অবসরে মৃণালচন্দ্র ঘুমাইতে ঘুমাইতে একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন।—রজনী এখন প্রায় দুপর, সন্মুখে একটি অনন্ত মাঠ।—কূল নাই—অকূল। সহসা খিলা পরিবর্ত্তন হইয়া উত্তালোল্লোলাবর্ত্তাকুলাপাম্পতিতে পরিনত হইল—সামুদ্রিক ক্ষিপ্র-মারুত বহিল—তরণী তরঙ্গে ডুবিল। চকিতে তাহাও বিলয় পাইয়া অভীপ্সিত-কুঞ্জর-কানন-কুঞ্জে টলিয়া পড়িল। এমন সময় দুইটী মৃগনয়না পরমা লাবণ্য তরুণী আরাম সংলগ্নালয় হইতে বহির্গত হইয়া কুঞ্জে আসিলেন। ইহাতে যুবতীদ্বয়ের শোভা বর্দ্ধিল না বটে, কিন্তু প্রমদবন শোভা ইহাতে নিশ্চয়ই দ্বিগুনিত হইল। একি?—রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন শৈলজা, অপরে বনবালা। বনবালা এখন আর বোবা মেয়ে নাই। হাঁস্তে পারে—কথা ক'ইতে পারে। তবে সে এ জগতে

পারেনা কি ?—সবই পারে। শৈলজা বলিল—"বনবালা ! তোমায় বোন আজ একটি কথা বলিব, উত্তর দিবে কি ?"

"কি কথা শৈল ?"

"এমন কিছু নয় !—তুই আমাকে ভালবাসিস্ কি ?"

"বাসি।"

"ম'নের ম'ত খুব ভাল বাসিস্ ?"

"খুব ভাল বাসি।"

"আমার বোধ হয়, আমাকে তুই একটুও ভাল বাসিস্ না !"

বনবালা অমনি সজল চক্ষু দুইটি তুলিয়া বলিল—"কেন ভাই তোমার এমন বোধ হয়, তবে কাকে ভাল বাসি ?"

"তুই যদি আমায় ভালবাস্‌তিস্ তাহ'লে আমায় সব কথা বল্'তিস্ কিন্তু,তুইত মনের কথা আমাকে বলিস্ না ?"

"আমি কি তোমায় সব কথা বলি না ?"

"সব—বলিস্, কেবল একটি ছাড়িস্।"

"কি একটি ছাড়ি ভাই ? তোমায় বোল্‌তেই হবে ?"

"তুই সত্যি কোরে বল্‌দিকিন্—আমার কাছে একটিও কথা লুকাস্ কি না ?"

বনবালা নির্ব্বাক—মুখে আর চঞ্চল-উত্তর নাই। শৈলজা দেখিলেন, তাহার অনুমান সত্য। সে হাঁসিয়া বলিল—"তুই কাউকে ভাল বাসিস্ না ?"

ধীরে ধীরে মৃদু উত্তর হইল—"বাসি।"

"কাকে ?"

সেই প্রিয় মধুর নামটি বনবালা মনে মনে শত সহস্র বার

উচ্চারণ করিল—রসজ্ঞেও আসিল কিন্তু, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। চতুরা শৈলজা অমনি বলিলেন—"মৃণাল দাদাকে না?" বনবালার বদনমণ্ডল লজ্জায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। ইহাতে শৈলজা দেখিল, বাক্য বনবালার মনমত হইয়াছে। তাই বলিল—"তিনি তোমায় ভাল বাসেন?"

"বাসেন।"

"কবে থেকে ভালবাসা হোলো?"

"আগু পুকুরের ধারে ভাল বাসা হয়, পরে মা যখন মোরে যান তখন, থেকে ভারি ভাল বাসা হয়।"

"এত দূর হইয়াছে তা আমাকে পূর্ব্বে বল নাই কেন?"

বনবালা লজ্জায় লজ্জাবতীরমত নুইয়া পড়িল।

"তা আর লজ্জা করিলে কি হইবে?—আমার দাদাকে বলিয়া এখন যাহাতে বিবাহ হয়, তাহার চেষ্টাকরা যাক্। আমি, জানিতাম তুমি প্রায় বালিকা—তোমার ভিতর যে এত কার্ চুকি তা আমি কেমন করিয়া জানিব বল!"

বনবালা ভাবিল শৈলজাকে বলিয়া সে কি কুকর্ম্মই করিয়াছে! আরত সে কোন কথা বলিসে না।

* * * * * *

চকিতে একমাস হইয়াগেল—রাত্ ছিল দিন হইল—যেথায় লাল গাছ ছিল সেথায়, নীল গাছ কে বসাইয়াদিল যেথায় কুসুম ছিলনা সেথায় কুসুম ফুটিল। বনবালা ও শৈলজা যেন আবার একমাস পরে আসিয়া উপনিতা হইলেন।

"শৈলজা তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন বোমু?"

"কৈ ?—না আমার মুখত বিষণ্ণ নয়। তোমার ভাই একটা রোগ আছে, তুমি রোজই এসে আমার মুখের সমালোচনা কর—আজ তোর গালে দাগ কেনলা ? কেউ বুঝি আদর কোরেছে ? কাল, তোর চোকে জল কেনলা ? কারু জন্যে কেঁদেছিলি বুঝি ? আজ আবার এক চং নিয়ে এসেছেন, তোর মুখ মলিন কেন ?"

"হাঁ ভাই—তোমার মুখ মলিন ?"

"আমার মুখ বিষণ্ণত, তোমার কি ?"

এবার বনবালা কি বলিবে, ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। শৈলজা আবার কিছু পরে বলিল—"আমার বিষাদ মুখ দেখিলে কি, বনবালা তোমার কষ্ট হয় ?"

"ভারি কষ্ট হয় ?"

"কেন ?"

"বলিতে পারি না।"

শৈলজা সস্নেহে বলিল—"তুই আমায় ভালবাসিস্ ব'লে।—আর কার মুখ বিষণ্ণ দেখিলে তোর কষ্ট হয় ?" এই বাক্যগুলি বলিবার সময় শৈলজার অধরে, চিবুকে ঈষৎ হাস্য প্রকটিত হইয়াছিল।

বনবালা উত্তর দিল—"সকলের।"

"সকলের কি ভাই ?—নাম কর তবেত বুঝ্‌বো।"

"নাম আমি কারুই জানিনা ?"

"আর লুকালে হবে কেন ? তুমি কি মৃণাল দাদার মুখ বিষণ্ণ দেখিলে বেশী দুঃখিত হও না ? তবে আমি দাদাকে বোলবো—তিনি যেন তোমাকে বিবাহ না করেন ?"

"তা তুমি যত পার বোলো ?"

"বোল্‌বই ত ? না, বোল্‌'ব কি ?" এই বলিয়া শৈলজা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল—বনবালা সেথায় দাঁড়াইয়া কোন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ কোথা হইতে একটী লোক ছুটিয়া আসিয়া বনবালাকে ধরিয়া ফেলিল, পরে জঙ্গলাভিমুখে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কৈ বনবালাত ইহাতে চেঁচাইল না ? একি তবে বনবালার উপপতি, না বনবালা যেমন বোবা তেমনি বোবা আছে ? মৃণালচন্দ্র অমনি বিছানা হইতে একেবারে লাফাইয়া নিলয় চত্বরে পড়িয়া গেলেন, পরে "শৈলজা, প্রদীপ জ্বাল" বলিয়া নক্ষত্রবেগে গৃহার্গল উন্মোচন করত বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন ; এবং যে স্থানে বনবালা ও শৈলজা বাক্যালাপ করিতেছিল, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেথায় বনবালাকে পাওয়া গেল না, সেথায় কিছুই নাই। মৃণাল অমনি জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিয়ৎদূর যাইতে না যাইতেই দেখিলেন—একজন আকারে প্রায় দস্যু বিশেষ, সে একটী স্ত্রীলোককে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। মৃণাল যাইয়াই তাহাকে আক্রমণ করিল—দস্যু অমনি রমণীকে ছাড়িয়া পশ্চাৎ ফিরিল। মুহূর্ত্তকে উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, কিন্তু মৃণাল হারিল,—দস্যু মৃণালের মস্তকে এক ঘা সজোরে লগুড় প্রহার করত পলায়ন করিল। মৃণালচন্দ্রও আঘাতে সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। কতক্ষণ যে, তিনি এ প্রকার অজ্ঞান, তাহা তিনি জানেন না। যখন চক্ষুরুন্মিলন

করিলেন—"শৈলজা প্রাণ যায়" বলিয়া কারুণ্য রব তুলিলেন, তখন দেখিলেন একজন বামার কোলে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত। রমণীর এলাইত কেশদাম কতক মৃণালের বদনোপরে কতক চারিধারে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে পুনঃ চন্দ্ররশ্মি পতিত হইয়া এক অপূর্ব্বই শোভা ধারণ করিয়াছে।

মৃণাল বলিল—"শৈলজা—প্রাণের শৈলজা?"

রমণী নির্ব্বাক—কোন উত্তরই দিল না।

"শৈলজা, মস্তক নত কর, চুমিয়া যন্ত্রণার উপশমকরি!"

রমণী অমনি মস্তক নত করিল, মৃণাল তাহাকে একটী দুইটী দশটী বারটী চুম্বন দিলেন, তবুও আশ মিটিলনা! কারইবা মেটে! পাঠক তোমারত মেটেইনা। পাঠিকা তোমাদেরও মেটেনা। জানিও আমারও মেটেনা।

চুম্বণ দিতে দিতে মৃণালচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। রক্ত-স্রোত অনর্গল মস্তক হইতে তীরবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। তরুণী নিজ বসন অর্দ্ধাকার করিল, পরে নিজগুচ্ছ .শ মৃণালচন্দ্রের রক্ত ধীরে পুঁছিয়া লইয়া চীর দ্বারা ্স্থান বন্ধন করিয়াদিলেন।

প্রভাত হইবার কিয়ৎ পূর্ব্বেই মৃণালচন্দ্র একবার জাগিলেন—ভুলবকিতে লাগিলেন পরে,উষান্দোলিতশীতল সমীরণ গাত্রে স্পর্শ হইবা মাত্রেই নিদ্রিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া আসিল—বিপিন-বিটপিনে বন প্রসূন বিকসিত হইল—গাছে গাছে ডালে ডালে বিহঙ্গগণ কেহ তান কেহ মান কেহ লয় কেহ যাত্রা কেহ কুকুনি কেহ চৌনি ইত্যাদি দিতে লাগিল। একে কাশী তাতে

বাদী কম, তাতে আবার হেথায় জঙ্গলের রাশি ; তাই শশী-তেও নয় উষ্ণরশ্মিতেও নয় কেহই এ পথ দিয়া চলেনা। তাইত রক্ষা।—মৃণালচন্দ্রকে অর্দ্ধবাস দিয়াও রমণীর মান বাঁচিল—মৃণালচন্দ্রও সুখে নিদ্রা যাইতে পাইলেন।

যখন বেলা প্রায় আটটা হইল তখন মৃণালচন্দ্র চক্ষু চাহিলেন। কিন্তু হায়! কি দেখিলেন?—শিওরে এক বামা বামা আর কেহ নয়—বনবালা। কেশে, হৃদয়ে, বদনে, হস্তে, পরিধানে প্রায় সমস্ত স্থানেই রোহিত মাখিয়া সংসাজিয়াছে। মৃণাল অমনি সমস্ত দুর্ব্বলতা ভুলিয়াগিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বনবালাকে জড়াইয়া ধরিলেন। পরে হটাৎ অত্যানন্দে আশ্চর্য্যে ও দুর্ব্বলতায় অজ্ঞান হইয়া বনবালার উরসোপরে শুইয়া পড়িলেন। বনবালা তাহাকে নিজ অঞ্চল দ্বারা ব্যাজন দিতে লাগিল।

আবার মৃণালচন্দ্রের সংজ্ঞা হইল। তিনি বলিলেন—"বনবালা, আমি কোথায়!"

বনবালা লিখিল—"জঙ্গলের মধ্যে, বনবালার কোলে।"

"আমি হেথায় কেন?"

বনবালা আর কোন বিষয়ই লিখিল না।

"শৈলজা যে এইছিল, সে কোথায় গেল?"

"কৈ!—শৈলজাকে?"

"ওহো! আমার ভুলহোয়েছে, তুমি কতক্ষণ হেথায়?"

"রাত্র হইতে আপনাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছি!"

"কেন এত কষ্ট ভোগ করিলে?"

বনবালার চক্ষে জল আসিল'—মৃণালের বদনে টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা পড়িল! পরে লিখিল—'আপনার কার্য্য করিবনাত করিব কার?"

"একি তোমার আপনার কার্য্য?"

বনবালা আবার দুই ফোঁটা জল ফেলিল। তৎপরেই মৃণাল ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং বলিলেন—"বনবালা সঙ্গে এস?"

"কি পরিয়া যাইব?"

"তোমার কাপড় দস্যু কি ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে?"

"না আপনার মস্তকে আমি বাঁধিয়া দিয়াছি।"

মৃণাল নিজ অর্দ্ধবাস ছিঁড়িয়া দিলেন। বনবালা উরস্ হইতে মস্তক অবধি আবৃত করিয়া মৃণালচন্দ্রের হস্ত ধরিল।

কিয়ৎপরেই উভয়ে পার্ব্বতী-মন্দির আসিয়া উপনিত হইলেন। শৈলজা রাত্রি হইতে দাদার অন্বেষণ করিতে ছিল, এখন দাদাকে এইরূপ অবস্থায় কোন অপরিচিতা মোহিনী রমণীর সহিত আসিতে দেখিয়া, ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"দাদা একি?"

"বোল্‌বো এখুন; এখন্ দুখানা কাপড় দাও?"

শৈলজা উপর হইতে কাপড় লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বনবালা ও মৃণালচন্দ্র স্নান করত তাহা পরিধান করিলেন্।

বেলা হইয়াছিল—পার্ব্বতীর প্রসাদ আসিল—তিন জনে নিঃশব্দে তাহা আহার করিলেন্। শৈলজা আহার করিতে করিতে এক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বনবালাকে

দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল—এ আবার কোথাথেকে উড়ে এসে জুড়ে বোস্‌লো ? বনবালাও শৈলজাকে দেখিতে ছাড়ে নাই। চিন্তাও সমতুল বরং ভীষণ।—কেন ? কে জানে বাবু ? এ বিশ্বের কে কার অন্তরের কথা বলিতে পারে ? যদ্যপি পারিত তাহা হইলে স্বামীর গুপ্তগৃহের সান্ধ-কথা স্ত্রী অপরকে বলিত না, সোণার সংসারে দুঃখ থাকিত না, লোক পুত্রেরত্যাদি মৃত্যুতে কাঁদিত না, যুবতী-হৃদয়ে চির যৌবন থাকিত, বসন্ত, বিরহিণী সমূহকে জ্বালাইতে আর ভারতে পদার্পণ করিত না, দ্বারে দ্বারে অনাথিনী "হা অন্ন, হা অন্ন" বলিয়া ঘুরিত না, অনন্ত আনন্দ-মনের সাধে উড়াইয়া বেড়াইত, সুখময় ইচ্ছাময় অদৃশ্য থাকিতে পারিতেন না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাস বোলে ?

এক দিবস বৃষ্টি হইতেছে—দমকে দমকে ঝড় আসিয়া চারিধার আন্দোলিত করিতেছে। মাঝে মাঝে সৌদামিনীর চপল তীগ্ম এবং বারিদের বিকট নিষ্পেষ শব্দ চারিপ্রান্তে ভিতী সঞ্চালন করিতেছে। এমন সময় একটী গৃহে শৈলজা ও মৃণালচন্দ্র উপবিষ্ট। শৈলজা বলিল—"দাদা, হেথায় আর থাক্‌বো না, চল আমরা কাল বাড়ী যাই ?"

"কেন শৈল ? তাঁর জন্যে মন কেমন কোচ্চে নাকি ?"

"না দাদা, তা নয় তোমার খালি ঐ কথা !"

"তবে নগেন বোক্‌বে' বোলেন্ নাকি ?"

"যাও আমি বোল্‌তে চাই না ?"

"না না, আর আমি কিছু বলিব না তুমি বল ?"

"এই, তোমার বিয়ে দিব বোলে।"

"কার সঙ্গে শৈল ?"

"তুমি কি জাননা—বনবালার সঙ্গে।"

"বনবালা যে বোবা, মা ওকে আমায় বিয়ে কোত্তে দিবেন্ কেন।"

"দাদা বোবা হোলে কি হয় ? এমন ধর সুন্দর ধীর রমণী আমি একটিও দেখিনি। আমার ইচ্ছে যায় আমি

হই বনবালা, আর ও হোক্ শৈলজা। যদি বোবা কথা কোইতে পারতো তা হোলে কি হোত বোল্‌তে পারিনি।”

“তুমি কি তাল্লে ওকে বিয়ে কোত্তে?”

“না আমি আর তোমার সঙ্গে ঠাট্টায় পার্‌লুম না।”

“বনবালা বলে—সে আমায় বিয়ে কোর্ব্বে না।”

“তবে কাকে কোর্ব্বে?”

“বলে—আমি শৈলজাকে বিয়ে কর্ব্বো, শৈলজা আমার মন হ'য়েছে।”

“যাও যাও” বলিয়া শৈলজা রাগীয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল। এমন সময় বনবালা ভিজিতে ভিজিতে এক থালা জলখাবার লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। মৃণাল বলিলেন—“বনবালা, এত বৃষ্টিতে কি জলখাবার আন্‌তে হয়? আমার খিদে পেলেইবা?”

বনবালাকে মৃণালচন্দ্র লেখনী ও কাগজ কিনিয়া দিয়াছিল তাহা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত, সে লিখিল—“ঠাকুর মশাই যে বোল্লেন?”

“যদি তিনি না বোল্‌তেন তাল্লে কি তুমি আন্‌তে না?”

“আন্‌তুম।”

“কেন বন!”

বনবালা সতৃষ্ণ নয়নে মৃণালচন্দ্রের বদনপানে তাকাইল, বোধ হয় বুঝাইল তুমি কি জাননা?

“আমায় ভালবাস বোলে?”

মৃণাল অমনি বনবালাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে সাদরে কপোলে দুইটী চড় মারিয়া একটী চুমু খাইয়া বলিলেন—

"যার গৃহে তোমার ন্যায় গৃহিণী নাই, তাহার গৃহ যদি অতুল মণিমাণিক্যে এবং কুটুম্ব দাসদাসীত্যাদিতে পরিপূরিত হয়,তাহা হইলেও তাহা শ্মশান মিব শূন্যং পশ্যতি।"

বনবালা লিখিল—"কেনগা ?"

"কেন, আমি বলিতে চাই না! এবার তুমি যদি ভিজিয়া আইস, তাহা হইলে আর আমি তোমায় বিবাহ করিব না।"

"কেন ?"

"তুমি বড় দুরন্ত, দুরন্ত-স্ত্রী আমি চাহি না! শেষে কি সন্ধ্যাবেলায় আমায় পিট্‌বে ?"

পর দিবস শৈলজারই কথা রহিল, ইহারা বনগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার কাশীতে ইহাদিগের প্রায় ছয় মাস থাকা হয়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই বোন।

আজ মৃণালচন্দ্রের বিবাহ। লোকনাথপুরাধিপত্নী দেবী বিমলা ও তাঁহার দাসদাসীগণ, দেবীচৌধুরাণী, অনাথমানব দুঃখসন্তাপিনী প্রমীলা ও তাঁহার সখীবৃন্দ, বিরেন্দ্রগ্রামাধিপতি হেমচন্দ্র ও তৎপত্নী প্রেমময়ী, রঙ্গময়ী রঙ্গিলাকে লইয়া এ আনন্দে, শুভ-কর্ম্মে যোগ দিতে আসিয়াছেন। আর নগেন্দ্রত আছেনই—তিনি ঘরের জামাই। বনবালা বোবা বলিয়া এ বিবাহে কেহই অমত বা কোন কথা তোলেন নাই।—আঠারসনের সমালোচকী মহোদয়ারা হইলেও এ বিবাহে বাঁধা দিতেন কি না, বলিতে পারি না। সকলেই বনবালার বনজরূপ দেখিয়া মরমে মরিয়া গিয়াছেন। রাত্র একটার সময় শুভ-লগ্নে পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ-রাত্রে লোক খাইল প্রায় পাঁচশত কিন্তু, টাকা ব্যয় হইল প্রায় বার হাজার। বলিতে পারেন, কে এত খরচ করিল? এও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে?—যার মা বিমলা, আর যখন প্রমীলা ও প্রেমময়ী এ আনন্দে যোগ দিতে সমুপস্থিতা। গায়েহরিদ্রার দিবস বনগ্রামাধিপত্নী সরলাসুন্দরী আসেন নাই, কারণ—মৃণালেরা গরিবের গরিব প্রজা, কিন্তু যখন শুনিলেন—বিবাহ দিতে প্রমীলাদেবী, প্রেমময়ীভগ্নী ও বিমলামাসী আসি-

য়াছেন তখন, আর থাকিতে পারিলেন না—শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারীর নিমিত্ত প্রেমময়ী প্রাণভোলা একদিন্ যেমন গৃহে থাকিতে পারেন নাই; কারণ ইহাঁরা সকলেই সরলাপেক্ষা ধনপতির পত্নী আর অতি নিকট আত্মীয় লোক। তাই বিবাহের দিবস আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। টাকাব্যয়েও কুণ্ঠিতা হন নাই।

বিবাহের রাত্রে স্বদ্ধ সরলাসুন্দরী ও হেমচন্দ্র বাড়ী চলিয়া গেলেন, আর সকলেই রহিল। বিবাহের পর দিবস আহারান্তে প্রমীলাদেবী সকল রমণীকে একটা গৃহে গল্প বলিব বলিয়া ডাকিলেন,—সকলেই আসিয়া সমুপস্থিতা হইল। প্রমীলা উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।—

"বহুকালের কথা, কাশীতে রামহরি বলিয়া একজন জমীদার ছিলেন। জমীদার এবং জমীদারপত্নী শক্তিরাম নামে একটি পুত্রসন্তানকে রাখিয়া, পরম্পরায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তখন শক্তিরামের বয়স প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ। বিবাহেরও নানাদিক্ বিদেশস্থ রাজবাটী হইতে কথা আসিতেছিল। শুচক্রপ্যাধ তিরোভব হইলে, তিনি মাতঙ্গী নামক কোন বণিকের কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের বিংশতিবর্ষ পরে শক্তিরাম ও দুইটী কন্যা রাখিয়া সম পথের পথিক হন।"

শৈলজা বলিল—"ওকি? বেঙ্গমা বেঙ্গমির গল্প বলমা?"

প্রেমমায়া হাঁসিয়া বলিলেন—"সেটা ভাতারের ঠেঙ্গে শুনো এখুন। প্রমীলা তুই বল্‌গো?"

"তখন কাশীতে ভয়ানক দস্যুর উপদ্রব ছিল।"

শৈলজা—"কেমন্ ধরগা ?"

"এই তোমার মতন হোত, আর ধরে নিয়ে যেত। এক দিন রাত্রে কোন জমীদারের চক্রান্তে বড় বোনটীকে ডাকাতে চুরি করিয়া লইয়া যায়! মাতা তাহার প্রাপ্ত হেতু কত অন্বেষণ করিলেন কিন্তু হারাণমণি আর পাইলেন না। যে জমীদারের সড়যন্ত্রে বোনটি চুরি যায়, তিনিই তাহাকে লইয়া বিবাহ করিলেন—সতীত্ব খায় নাই! সেই বড় বোন আমি নাম—প্রমীলা। কিন্তু আমার ছোট বোনটী যে কোথায় তাহাকে পাইতেছি না! তাহার অনেক অঙ্গ সাদৃশ্যে বনবালার মত।

অমনি বনবালা চকিতে আসিয়া প্রমীলাদেবীকে জড়াইয়া ধরিল। প্রমীলা বলিলেন—"তুমিত আমার বোন নও ? যদিও আকারে সম্পূর্ণ সাদৃশী।" বনবালা অমনি জলসিক্ত আয়ত চক্ষুল্লপবদ্বয় তুলিয়া প্রমীলার বদন পানে তাকাইল। যেন বুঝাইল—দিদি, আমিই সেই সন্দেহ দূর করুণ ?

"বনবালা! তখন্ ত তুমি যোন্ বোবা ছিলেনা ?"

বনবালা লিখিল—"হাঁ আমি বোবা ছিলাম, তুমিই ভুলিয়া গিয়াছ।"

পূর্ব্বে সকলেই ভাবিয়াছিল—বনবালা গরিবলোকের কন্যা, এখন সে ভাব সকলেরই অন্তর হইতে বিদূরিত হইয়া হইল—বনবালাদেবী। এ সকল কাণ্ড দেখিয়া গৃহস্থ রমণীবৃন্দ সকলেই আশ্চর্য্যে ও চমৎকারে চমকিয়া উঠিয়াছিল;—তাইত গৃহ এখনও নিস্তব্ধ, এমন সময় বনবালা লিখিয়া

দেখাইল—"দিদি! আমায় ছাড়িয়া আর এখন কোথাও যাইবেন্ না বলুন্?"

"আমার যে স্বামী আছেন বোন্?"

"তিনি কি হেথায় আসিবেন্ না?"

"তিনি বড় দুরন্ত।"

"তাঁর নাম কি দিদি?"

"স্বামীর নাম ত কোত্তে নাই বোন? সেই যে, যাঁকে একদিন নৌকায় দেখেছিলে। সেই আমরা বৈ পড়্ছিলুম।"

"আবার ত দিদি আসিবেন?"

"ঠিক জানিনা বোন্।"

"কেন দিদি, আমার আর যে কেহ নাই?"

"পারিত আসিব।"

"পারিত কি?" লিখিয়া বনবালা প্রমীলাদেবীকে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সুযোগ পাইয়া আমরাও আমাদের পরিচ্ছেদ সমাপ্তি করিলাম। আর আমার হাতও চলেনা, কারণ সকালে আহারান্তে লিখিতে বসিয়াছি এখন্ সময় ঠিক্ পাঁচ্টা।

ষড়বিংশপরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়ে।

পর দিবস প্রমীলা ও প্রেমময়ী বিদায় লইতে দাঁড়াইলেন। কেহই ইঁহাদিগকে ছাড়িতে চায় না,—বনবালা কত কাঁদিল কিন্তু, প্রমীলা রহিলেন না! প্রেমময়ী এক দিন থাকিয়া চলিয়া গেলেন। এক সপ্তাহ পর বিমলাদেবীও মৃণালের নিকট বিদায় লইতে দাঁড়াইলেন। বিমলা বলিল—"মৃণাল, ভাবিয়াছিলাম—স্বামীকে যদিও হারাইয়াছি কিন্তু তোমাকে লইয়া সুখী হইব।—কিন্তু আজ তাহাও গিয়াছে! মৃণাল ভাবি নাই যে, তোমার এক দিবস বিবাহ হইবে—তুমি আর আমার কাছে থাকিবে না, মা বলিয়া ডাকিবে না, চুমু দিবেনা—পার্শ্ব খালি করিবে।

"মৃণাল! এখন আর আমি কার কাছে থাকিব। তুমি বৈ যে আর বিমলার এসংসারে কেহই ছিলনা।—তাকি তুমি জাননা! তোমাকে দাঁড়াইয়া খাওয়াইতাম, তাহাতেই যে স্বর্গ সুখ পাইতাম—স্বামী দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া জীবিতছিলাম। মৃণাল, আয় বাপ্ একবার তোকে কোলে করি—সকল যাতনা ভুলিয়া যাই—সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হই! হায়! কাশী আমার কি সর্ব্বনাশী স্থান! যদি কাশী না যাইতাম—স্বামীর পদধরিয়া ভিক্ষা চাহিতাম,

—নাথ! কাশী যাইবেন না; তাহোলেত বাপ্। আমার কপালে, তোর নতুন্-মার কপালে এমন ঘোট্‌তোনা! কি কুক্ষনেই আমরা কাশী গিয়াছিলাম! মা অন্নপূর্ণা বাবা বিশ্বেশ্বর তোমাদের যে কত কোরে, কত মেনে পূজা দিয়াছিলাম,—স্বামীর যেন কোন বিপদ না ঘটে। তারই কি এই শেষ ফল গা! মাগো! তোমারত স্বামী আছেন!"

"মা, কাঁদ কেন? আমিত আপনার সেই আছি।"

"মৃণাল, শেষে যদি এমন হবে জানিতাম, তাহা হোলে কখনই বাপ্, তোরে ভাল বাসিতাম্ না।"

"মা, কাঁদেন্ কেন, চুপ করুন্!"

"মৃণাল, তোমাকে ছাড়িয়া, আর আমি কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিব?"

"কেন মা, বাপের বাড়ী থাকিবেন?"

"মৃণাল, তোমাকে হারিয়ে, স্বামীকে হারিয়ে কি বাপের বাড়ী না স্বর্গে মন টেকে? তাকি তুমি জাননা?"

"তবে আমাদের বাড়ী থাকুন্ না?"

"না মৃণাল, তা থাকিব না।"

"কেন মা? এতে দোষ কি?"

বিমলা আর কোন কথা বলিলেন না। পরদিবস বিদায় লইয়া, কাঁদিয়া কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন। মৃণাল মাতার পায়ে কত ধরিলেন—গাড়িতে তুলিয়া দিতে গিয়া উভয়ে কত কাঁদিলেন—কেহই কাহাকে ছাড়িতে চায়না—হৃদয়ের অন্তঃস্থলের আরও অন্তঃস্থলের কথা হইতে লাগিল। পরে যখন শকট চলিয়া যায় বিমলা তখন, মৃণাল

কে যেন জনমের শেষ-চুম্বন খাইলেন—আরক্ত আয়ত চক্ষু ঘোর রক্তিমাভা ধারণ করিল—লালগাল বহিয়া, দর দরধারে অশ্রু পড়িয়া গড়াইতে লাগিল—বিষাদ বদন আরও বিষাদ কালীমা ধারণ করিল। বিমলা বলিলেন—"প্রাণের মৃণাল! বিদায় দাও?" মৃণাল পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল! শকট চলিল। মৃণাল অমনি ছুটিয়া যাইয়া শকট ধরিলেন—শকট থামিল। মৃণাল বলিলেন—"মা! আবার আসিবেন বলুন্ তবে যাইতে দিব?"

"মৃণাল সে কি আর এজনমে হইবে—যদি হয় তবে আবার আসিব!"

মৃণাল আবার মার চক্ষুজল পুঁছিয়া দিল—চুমু খাইল—পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল।—বিমলা আশীর্ব্বাদ করিলেন—"ধনে পুত্রে সুখে থাক।" আর আশীর্ব্বাদ লইলেন—"মা ভবানি, পুনর জন্মে মৃণালকে যেন আমি সন্তান পাই।" মৃণাল শকট হইতে নামিলেন। শকট চলিয়া গেল। হরিষে বিষাদ ছাইল। কে বলে এসংসারে সুখ নাই? এর চেয়ে কি স্বরগেও সুখ আছে?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

তুমি কি চেঁচাইলে ?

বিবাহের পর প্রায় চারিমাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন বেলা চারিটার সময় প্রসিদ্ধ আশ্বিন বা মে মাসের মতন ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপতন আরম্ভ হইয়াছে। বড় বড় অট্টালিকা, বৃক্ষ, ঘর দোর কত কি পড়িয়া ভূমিস্যাৎ হইতেছে। দিনে এমন আঁধার হইয়া আসিয়াছে যেন, ঠিক রাত্র। তারা ও চন্দ্র ফুটিলেই হয়। মাঝে মাঝে ঐরাবতী ধুমযোনির আড় হইতে অট্টহাস্যে হাঁসিতেছে ; ঝটিতি পিছনে পিছতে বজ্র-পতন হইতেছে ও বিভীষিকা হৃদয়ে উদয় করিয়া দিতেছে। প্রণয়ি প্রণয়িনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, উপপতি উপপত্নীকে, মাতা সন্তানকে নিজ নিজ পার্শ্বে—কোলে—হৃদয়ে ধরিয়া ভীতিতে জড় সড়! আর যার স্বামি কর্ম্ম স্থানে গিয়াছেন সে, ঠাকুরের পদে কত শিন্নিই মানিতেছে, জালায় পয়সা ফেলিয়া রাখিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া প্রভঞ্জন-চপলচলন স্তমিত মাঝে নির্ব্বানোর্ম্মুখ ভৈরব হাহাকার রব দিব্যধো ভুবনোব্বী প্রতি-ধ্বনীত করত পুষ্করে মিশিয়া যাইতেছে। ক্রোড়স্থ সন্তান মাতৃস্তন পান পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহু পাশে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। মাতাও —"ভয় নাই এই যে আমি, মা ?" বলিয়া সন্তানকে সান্ত্বনা করিতেছেন। যথার্থই বনগ্রাম আজ প্রলয়ে তোলপাড়!

জগতের-কলরব, পশ্চিম-গগন-গায়,
ডুবে যায় ডুবে যায় ওই ডুবে গেল।
সরল-তরল মেঘ, বিশাল-অনন্ত ছায়,
ঘন-ঘন-বারি দেখি সন্ধ্যা হোয়ে এল ॥

হঠাৎ একটি বজ্রপতন হইল—স্তম্ভিত শ্রবণে—কেহ কেহ মূর্চ্ছিত—কেহ চেঁচাইয়া উঠিলেন—কেহ সংসারকেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। গর্ভবতীর গর্ভপতন হইল—সন্তান আতঙ্কে মরিল! ময়ূর ময়ূরী এতক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিতেছিল—হটাৎ থামিয়াগেল!—কবির-রস ভাঙ্গিল; ভাল মানুষ কালা হইল, বদ্ধবধির ভাল হইল। দালাল বোবা নহই, বোবা বনবালা কথা কহিতে শিখিল। সে অমনি—"রাম রাম" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।—স্বর যাইল মৃণালের কর্ণে। সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"তুমি কি চেঁচাইলে?"

"হাঁ, কেমন নাথ, আমার কথা ফুটিয়াছে।"

মৃণাল অমনি বনবালাকে জড়াইয়া ধরিল।

এ দুর্দিনে নানা অপকার সংসাধিত হইল বটে কিন্তু, কে বলিল—ইহাতে উপকার হয় নাই?—বনবালা কথা কহিতে শিখিল—মৃত্যুরূপ যে যন্ত্রনা তাহা হইতে মুক্তি পাইল। নীরবে নিরানন্দে আনন্দ মিশিল। ঈশ্বরের কার্য্য কখনই বৃথা হইতে পারে না?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঘাঁটালে গমনে।

মৃণালের বিবাহ পর প্রায় দেড়বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বনবালার সহিত মৃণালের ভালবাসা যে, কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও জানাইতে হইবে না। যদি হয়, তবে আভাষ লও—মৃণালের সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন বনবালার জন্ম ও তাহার সহিত পরিণয় হইয়াছে।

মৃণালদের অবস্থা চিরকালই মন্দ ছিল! কিন্তু মৃণাল সে দেখিয়াও বনবালাকে রাখিয়া কোথাও কর্ম করিতে যাইতে ইচ্ছা করিত না। মৃণালের মাতা ইহাতে কত বকিতেন, বন্ধুবান্ধব কত ঠাট্টা উপহাস করিতেন! সকলেই বলিত—"কলিকাতায় যাইয়া চেষ্টাবেষ্টা কর, তবেত অবস্থা ভাল হইবে! তোমার মার সঙ্গে কত রাজারাজড়ার স্ত্রীর আলাপ পরিচয় আছে, তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে বলিয়া কোন কার্য্য করিয়া দিতে পারেন" কিন্তু সে কাহারই কথা শুনিত না। শৈলজা এই দেখিয়া দাদাকে কত বকিতেন,—বনবালাকেও বলিতেন—"হাঁগা তুমি কেমন বৌ গা?"

"কেন—ঠাকুরঝী ?"

"তুমি কি দাদাকে কায ক'র্ত্তে যেতে ব'ল্‌তে পার না ?"

"তিনি আমার কথা শুন্‌বেন কেন ?"

"তবে কার কথা শুন্‌বে ?"

"মার কথা, তোমার কথা।"

"তবে মরগে যাও!" বলিয়া শৈলজা চলিয়া যাইত।

মৃণাল ডেপুটী ম্যাজিষ্টেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল জবাব আসিল না তখন, সে মনে করিল, কলিকাতায় গিয়া একটু অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য কিন্তু যেই রাত্রের শয়নে বনবালার হাঁসিভরা—মাখা—চলা নধর মুখখানি দেখিত, অমনি সে জগৎসংসার ভুলিয়া যাইত; দ্বারে দ্বারে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তবুও মৃণাল প্রাণ থাকিতে প্রাণের—হৃদয়ের বনবালাকে ছাড়িয়া একাকিনী রাখিয়া যাইবে না ভাবিত!

এক দিবস হরকরা আসিয়া—"মৃণালবাবু—মৃণালবাবু" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। অমনি মৃণাল বাহিরে আসি-লেন; হরকরা মৃণালের হস্তে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানি দেখিয়াই তাহার হৃদয়ে বস্তুতই বড় আনন্দ হইল, কারণ ইহা সরকারি পত্র। পত্র না খুলিয়াই মৃণাল ভাবিল—আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। পরে পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া দেখিল—তাঁহাকে ডেপুটীম্যাজিষ্টেট নিযুক্ত করা হইয়াছে—ঘাঁটালে যাইতে হইবে! প্রথমত পত্রখানি পাইয়া বড় আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু যেই সেই প্রমদ

মধ্যে হৃদয়ে চাঞ্চল্যবৎ তাহার প্রাণের বনবালার বিষাদ পূর্ণ বদনশ্রী—"না যেও না" এই কথা ঝকিল, অমনি মৃণাল-হৃদয়ে যেন কেহ সহসা ঔর্কাগ্নি জ্বালিয়া দিল! সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"প্রাণের বনবালা, তোমায় ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না!"

কিন্তু মুখে মৃণাল যাই বলুক, এত দিন পর তাহাকে বনবালা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কারণ এ চাকরীতো ত্যাগ করা সম্ভব নহে? তাই মৃণাল সেই দূরদেশে গমনের জন্য আয়োজন করিতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বনবালাকেও বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! সে যে কিছুই বুঝেনা!—বড় চঞ্চলা,সে যে প্রত্যহই রাত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়া ফেলিল! সে মৃণালকে যাইতে বারণ করে না বটে কিন্তু, তাহার গলদেশ দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া মুখখানি তাহার পানে তুলিয়া, তাহার সজল আঁরক্তিম নয়নদ্বয় মৃণালের নয়নে সম্মিলিত করিয়া কাতর, ব্যাকুলস্বরে বলে—"আমায় সঙ্গে কোরে না নিয়ে গেলে আমি তোমায় ছাড়িব না?" মৃণাল তাহাকে কত বুঝাইল—"সে দেশ অনেক দূর, কত বড় বড় নদনদী পার হোয়ে তবে যেতে হয়, আমার নিজেরই সে দেশে যেতে ভয় কোচ্চে তোমায় কেমন কোরে সেই দূরদেশে, অপরিচিত স্থানে নিয়ে যাব বল?" কিন্তু সে একটা কথাও শুনেনা, বুঝিতেও চাহে না, সে যে বড় দুরন্ত চঞ্চলা বালিকা। সে অমনি বলিয়া বসে—"তবে তুমি যাবে কেন, যদি এমন্ হয়?"

এক দিবস মৃণাল বলিল—"তুমি এরূপ করিলে আমার

আর যাওয়া হয় না!” বনবালা মস্তক তুলিয়া ব্যাকুল নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—“কেন যাবে?” মৃণাল দুই হস্তে বনবালার মুখ সস্নেহে উত্তোলন করিয়া ও তাহার বিম্বাধরে একটি সোহাগমাখা চুম্বন খাইয়া বলিল—“বন্! তবে এত দিন বুঝাইলাম কি?”

“কেন যাবে? তবে আমায় বিবাহ করিলেন্ কেন?”

“কেন যাব? না গেলে যে চলে না; সাধ করিয়া কি তোমায় ফেলিয়া যাইতেছি? তুমি কি জাননা? তোমায় আর কত বুঝাইব?”

“না, যেও না! যাও যদি তবে আমায় লইয়া যাইতে হইবেই হইবে।”

“আবার ঐ এক্ কথা? তুমি অমন করিলে আমার যাওয়া হইবে না! অথচ আমায় যাইতেই হইবে। তোমার চক্ষে জল দেখিয়া গেলে আমার কোন কাজই সফল হইবে না! তোর পায়ে পড়ি, তুই চুপকর্।

“না যেওনা! আমি কি তোমার কেউ নই?”

অবশেষে মৃণালের ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি সেই বালিকা স্ত্রীকে লইয়া বিদেশ যাইতে মনস্থ করিলেন। এ কথা শুনিয়া কত জনে কত বিদ্রূপ করিল; মাতা ও শৈলজা কত রাগ করিলেন; কিন্তু মৃণাল স্পষ্টই বলিল—“হয় বনবালাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব, নতুবা যাইব না!” তাহার ভাব গতিক দেখিয়া কেহ কিছু আর বলিলেন না, কিন্তু সকলেই বিরক্ত ও দুঃখিত হইলেন। কেবল মৃণালের বনবালার আর আনন্দ ধরে না; ফুল্লকুসুমকোরক

সম, তাহার মুখে হাঁসি প্রেয়সী উৎফুল্ল হইয়া বদন প্লাবিত করিতে লাগিল। সত্য কথা বলিতে কি,এরূপ বিদেশে,নূতন স্থানে বালিকা বনবালাকে সঙ্গেলইয়া যাওয়া,যে কত কষ্টকর, কত বিপদসঙ্কুল ও কত অসুবিধাপূর্ণ তাহা, মৃণাল সমস্তই ভুলিয়া গেল। কে না চায়, এমন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই? যে প্রিয়,লোকজনের পরিহাস পূর্ণ বাক্যকলাপ শুনিরা প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, সাধের সাথী, দুঃখের দুঃখী; স্বামীর বিপদে যাহারা তুচ্ছ হৃদয় পাতিয়া দিবে, এমন ললনাকে সঙ্গে না লইয়া যাইবে—বিষাদাগ্নি জ্বালিয়া দিয়া পলাইবে, তাহারা কি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোক?—না, পশাধম! বস্তুতই বনবালাকে সঙ্গে লইয়া যাইব বলিয়া মৃণালের বড় আনন্দ হইল।

দুই সপ্তাহ পরই ডাক আসিল। মৃণাল ও বনবালা বিদায় লইতে দাঁড়াইলেন। শৈলজা আসিয়া দাদাকে জড়াইয়া কত কাঁদিল! পূর্ব্বে সে বলিয়াছিল বটে আপনি—ঘাঁটালে যান? কিন্তু এখন আর তাহার প্রাণ চায় কৈ? সে বলিল—"দাদা আমরা রাজা হইতে চাহি না, আপনি ঘাঁটালে যাইবেন না! যদি যান্ তবে বনবালার ন্যায় আমাকেও নিয়ে চলুন!" মৃণাল বলিল—"শৈল! তুমি যে বিবাহিতা, তাকি মনে নাই? আমি তোমায় দ্বিতীয়বার আসিয়া লইয়া যাইব।" শৈলজা বলিল—"দাদা, আপনাকে বিদায় দিতে যে প্রাণ কাঁদে!" মৃণাল বলিল—"তা শৈল, কি হবে বল?" শৈলজা অমনি শৈলবাসিনী জুটকেশরধারিণী সিংহিনীর ন্যায় কেশরাশি উত্তোলিত করত

"দাদা, এই কি তোমার শৈলজার উপর ভালবাসা? বনবালা কাঁদিয়া যাইতে পারিল, আর আমি কাঁদিয়া যাইতে পারিলাম না!" বলিয়া তীরবেগে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। মৃণাল ডাকিল—"শৈল! শোন শোন" কিন্তু সে আর শুনিল না—শশুর বাড়ী পলাইল।

সেই দিবসই তাহারা বাটী হইতে বিদায় হইলেন। পথে যাইবার অসুবিধা উভয়েই উপহৃত করিতে পারিল না, উভয়েই উভয়ের সঙ্গ বিমল পবিত্র সুখভোগে, শৈলজা ও মাতার ইত্যাদি সকলেরই কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। তরণীতে করিয়া উন্মত্তা-মাতঙ্গিনী সদৃশা, খর-ক্ষিপ্র-স্যন্দ প্রবাহিনী দারুণ কল্লিল-বিভূষিতা রূপনারায়ণ, দামোদর ও অন্যান্য নানা নদীর মধ্যদিয়া তাহারা প্রায় তিনদিবস আসিলেন। এই তিনদিবস যে, তাহাদের কি সুখে কাটিয়াছিল, তাহা তাহারা বিস্মৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু যতই তাহারা তাহাদেরগন্তব্য স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল,কষায়েআসিয়া পৌঁছিল, মৃণালের বনবালার বদনে ততই যেন কেমন একটি বিষাদের ছায়া অধিকার বিস্তার করিল! যাহাতে সে মৃণালের সঙ্গে না আইসে এই জন্য, পাড়ার মেয়েরা ও শৈলজা তাহাকে ভয় দেখাইয়া ছিল। বলিয়া ছিল—সে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, ঝড় ও জল হোয়ে সব ডুবে যায়। একথা বনবালা ভুলে নাই, মৃণালের সহিত আসিবার জন্য সে, সে সকল ভুলিয়াগিয়াছিল, বাধা, বিপত্তি ত্যাগ করিয়াছিল; এখন কয়দিন হইতে একটু একটু ঝড় হইতেছিল বলিয়া, তাহার মনে সেই ঝড়ের কথা উদয় হইতে লাগিল। সে

মধ্যে মধ্যেই মৃণালকে জিজ্ঞাসা করে—"ঝড় বোধ হয় হবে না, যদি হয়?" মৃণাল অমনি একটি চুমুদিয়া বলে—"ঝড় কি বছর বছর হয় পাগ্‌লী? ঝড় হবে কেন? আর ঝড় হলেই বা ভয় কি? আমি তোমার কাছে থাকৃতে তোমার ভয় কি?"

একদিন যথার্থই দামোদরে দামুদরিক্ ঝড় উঠিল। তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গ-তরণী তরঙ্গান্দোলিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ঝড় আসিতে লাগিল, অমনি মুষলধারে ধারা পাত হইতে আরম্ভ হইল, কত তরণী, যাত্রি সমেত সমুদ্র গর্ভশায়ি হইতে লাগিল—কে তার সন্ধান নেয়!

এমন সময় বনবালা কি করিতে ছিল?—মৃণালকে বক্ষে লইয়া তাহার মুখ ও কপাল রেখা দেখিতে ছিল। সে কি তখন ভাবিতে ছিল?—কেন গুরুলোকের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া বিদেশে আসিতে ইচ্ছা করিলাম? অজ্‌কালকার রমণী হইলে, ও কথা ভাবিত বটে, কিন্তু বনবালা তাহা স্মরণেও আনে নাই, সে ভাবিতে লাগিল—যদি আমি সঙ্গে না আসিতাম, তাহা হইলেত, স্বামীতে ও আমাতে একসঙ্গে মরিতে পাইতাম না? জাত্ যাইত, নরকে যাইতাম!

হটাৎ একটি দমকে ঝড় আসিল—মৃণালদের নৌকা কাতিয়া পড়িল, মাঝি মোল্লারা ঝপাঝপ্ জলে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু মৃণালদের কি কপালের জোর, কিছুই হইল না। তরণী আবার সরল হইয়া দাঁড়াইল—মাঝিরা আবার নৌকা চালাইতে আরম্ভ লাগিল।

অবশেষে নানা বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া, তাহারা সেই অগম্য

ঘাঁটালে উপস্থিত হইলেন। স্থলে আসিয়া বনবালার ভয় দূর হইল, তাহার মুখ হইতে বিষাদ কালিমা মেঘ অপসারিত হইয়া কমলসম প্রফুল্ল হইল। সে গৃহ কর্ম্মে মন দিল,— কারণ এখানে সেই সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহিণী। সংসারের সকলই তাহাকে দেখিতে হইবে।—এ কোন রমণী না চায়? যে না চায় সে বিলাসিনী, নিজ সুখাভিলাষিনী, স্বামীবিদ্বেষিনী বালা! হায়! এই ধরা অনুসন্ধান করিলে, নিঠুরে নিঠুরে উঁকি দিলে এমনধর শত শত নারী মেলে! যে সংসারে ইহাদিগের বসতি, সে সংসার নিশ্চই ভগ্নদেহা, দুঃখাগার।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী লইয়াছে।

ঘাঁটালে দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন রাত্রে মৃণালচন্দ্র বনবালাকে বলিলেন—"একটা মজা শুন্‌বি?"

"কি মজা গা?"

"না, থাক্ গে।"

"না তোমায় বোল্‌তেই হবে। তুমি জান্‌বে আর আমি জান্‌বনা, এই কি কথা?"

"তবে শোন্?—এই আমার কাছে একটা কেস্ উপস্থিত হোয়েছে।"

"কেশ আবার কি চোল্‌তে পারে নাকি?—সেত মাথাতেই থাকে।"

"ওরে সে কেশ নয়? সাধে কি উকিলরা স্ত্রীদের বিদ্যে শেখায়!—না হোলে যে চলে না একটা ঘটনা উপস্থিত হয়েছে—একজন লোক দুজন মেয়েকে পূর্ব্বে বিবাহ করে, কিন্তু এখন সে বল্‌ছে, ইহাদিগকে আমি বিবাহ করি নাই। মেয়ের মধ্যে যে ছোট তার নাম—আশা। সে যেন আমাদের পাড়ার চট্টোপাধ্যায়েদের মেয়ে। আট বছরের সময় সে হারিয়ে যায়। লোকে বলে যে—ডুবে মোরে গেছে। কিন্তু সেত মরেনি? সে এখনও বেঁচে।"

"আর আরাক্ জনের নাম্ কি?"

"তার নাম গিরিবালা। সে এক খুব বড় জহরতের মেয়ে ছিল, এখন সে পথের ভিখারিণী!"

"তবে নালিশের টাকা দিচ্চে কে?"

"একজন জহরতী।"

"তা তুমি কি মিমাংসা কোল্লে?"

"মিমাংসা কাল হবে। যে লোকটী স্বামী নয় বোল্‌চেন, তাকে আমি কাশীতে দুবার দেখে ছিলুম।"

"দেখ্‌তে কেমন গা?"

"অতি পরিষ্কার—যেন রাজার ছেলে বিয়ে কর্ব্বি?"

"নাম কি গা?"

"রমেশচন্দ্র।"

বনবালার পরাণ কাঁপিয়া উঠিল; পরে সে একটু হাঁসিয়া বলিল—"তাকে তুমি কি করবে?"

"যদি তিনি ভাল বাস্‌তে ও দুজনকে স্ত্রী বোলে লয়, তবেই ভাল, একশত টাকা দিয়ে পরিত্রাণ; তা না হোলে শ্রীঘরে যেতে হবে।"

"কত মাসের জ'ন্যে গা?"

"ছয় মাসের জন্য।"

"তিনি যে প্রমীলা দিদির স্বামী গো।"

"এঁ্যা!—তুই তার শালী?"

"হাঁ। তবে তুমি কি কোর্‌বে?"

"যাতে তিনি ওদের দুজনকে নেন তাই কোর্‌বো।"

"আর বিচার হোয়ে গেলে, তিন্ জনকেই হেথায় নিয়ে এসো—দেখ্‌বো কেম'ন বৌ কোরেছে।"

পরদিবস—মৃণাল বাবু কাছারিতে গেলেন কিন্তু রমেশ-আশা বা গিরিবালা কেহই আসিল না। সকলেই বলিল—রমেশচন্দ্র, আশা ও গিরিবালাকে স্ত্রী লইয়াছেন, তাহারা কালই হেথা হইতে পালাইয়াছে। আর পাঠক পাঠিকা এলাইজার কি হইয়াছে খোঁজ রাখ কি?—সে বেশ্যা হইয়াছে!! কেন হইল?—এলাইজা যখন দেখিল, নাগর আর আসিল না, পত্র পাঠাইলেও উত্তর আসে না! তখন সে মনস্থ করিল, স্বয়ং সেই স্থানে যাইবে। এক দিবস রজনীতে বাটী ত্যাগ করিল—কিন্তু রমেশের সেথায় দর্শন পাইলেন না! মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; অমনি পথের পথিক জুটিল, সে ইহাকে অনুসন্ধানের আশা দিয়া লইয়া গিয়া সতীত্ব খাইল—সরলার মুখে কালী লেপিয়া দিয়া পলাইল! এখন এলাইজার নাম বেশ্যালয়ে পাইবে, সে এখনও মরে নাই!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঝড় উঠিয়াছে।

একদিন রাত্রে, কত রাত্রি তাহা আমরা জানি না, সহসা মৃণালের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। চারিদিক্ গাঢ় ঘন ঘন অন্ধকারে পরিপূর্ণ। বনবালা ধীরে ধীরে মৃণালের মস্তক নাড়িতেছে ও বলিতেছে—"উঠুন্ উঠুন্, শীঘ্র উঠুন্, ঝড় এসেছে।" মৃণাল লম্ফদিয়া উঠিলেন। চারিদিকে যেন প্রলয়—কোলাহল উঠিয়াছে! একটা কি ভয়ানক শব্দ, সমস্ত পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, প্রবলবেগে পবন ছুটিতেছে, মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রকৃতই ঝড় উঠিয়াছে!—বুঝি বাণ আসিয়াছে! বাহিরে কি হইতেছে, অপর সকলে কি করিতেছে, তাহা কিছুই জানিবার উপায় নাই, ভয়ে বনবালা মৃণালের গলা দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছে। মৃণাল তাহাকে সাহস দিবার নিমিত্ত বলিতেছে—"ভয় কি! আমি রোয়েছি, ভয় কি!" বনবালা কাতর স্বরে কেবল মাত্র বলিল—"তোমার কাছে আমার ভয় নাই!"

মৃণাল বুঝিল, এ ঝড় সামান্য নয়! যাহাতে পৃথিবী উৎপন্ন এ সেই ঝড়! দেখিতে দেখিতে তাহাদের ঘরের চাল বাসাতে উড়িয়া গেল। পদে জল স্পর্শিল, মৃণাল প্রথম ভাবিল বৃষ্টির

স্বপ্ন, কিন্তু ঝারা-জল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইবে কেন? তখন বুঝিল: শুনিয়াছিল, বান হইলে, ঘাটাল ডুবিয়া যায়—মানবের চিহ্ন লোপ পায়!! এখন বুঝিল,—আজ ঘাঁটালে সেই ঝড় আরম্ভ হইয়াছে! মৃণাল নিজের জন্য কিছুমাত্রই ভীত নয়, তাহার বনবালা ননীর পুতলীকে বিজয়া দশমী কি এই দূরদেশে বিসর্জ্জন দিতে আনিয়াছিল!!

সে বনবালাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া বলিল—"বন্, ভয় কোচ্চে? তুমি ব্যাকুলিতা হইলে কিছুই হইবে না। দুই জনেই মরিব।" বনবালা বলিল—"কোই, আমারতো ভয় কোচ্চে না?"

ততক্ষণ জল প্রায় কটি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই দেখিয়া মৃণাল, বনবালাকে টানিয়া বুকে লইল, তৎপরে বলিলেন—"ছেলে বেলায় এত সাঁতার শিখিয়াছিলাম, শৈলজার সঙ্গে জলে কত খেলা করিয়াছিলাম, সমুদ্র পার হইয়াছিলাম, শৈলজা যখন—দাদা, দাদা ও দাদা! মরণ আর কি আমি যে গেলুম গো, বলিয়া চেঁচাইত তখন তাহাকে অগাধ সমুদ্র হইতে বাঁচাইয়া আনিয়াছিলাম, এখন আর প্রাণের বনবালাকে বাঁচাইতে পারিব না? জলে ডুবিয়া কখনই মরিব না। আর প্রাণ থাকিতে বনবালাকে কখনই জলে ডুবিয়া মরিতে দিব না।"

এ হেন প্রকাণ্ড কাণ্ড প্রলয় বর্ণনা করা যায় না! আর যাইবেই বা কেমন করিয়া বল, কিছু না দেখতে পেলে ত আর বর্ণনা হবে না,—সব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সমস্ত পৃথীবি যেন ধ্বংশ কাণ্ডের মধ্যে, ইহারা যেন দুইটিতে

ধ্বংশীভূত হইতেছে! অন্যের বিষয় ভাবিবার সময় নাই কেবল বুঝিতেছে, প্রবলবেগে ঝড় উঠিয়াছে, সমস্ত দেশ জলমগ্না হইয়াছে! একটা ভীষণ নানোদ্ভূত শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কি হইতেছে, আর কি না হইতেছে, তাহা তাহাদিগের জ্ঞান নাই। কিয়ৎপরে তাহারা বুঝিল, জলে ভাসিতেছে—পদে আর মাটি স্পর্শিয়া নাই। বায়ু বেগে কোন দিকে ভাসিয়া যাইতেছে, প্রাণের আশা একেবারেই নাই! যদি বনবালা হৃদয়ে না থাকিত—তবে এতক্ষণ মৃণাল ডুবিয়া মরিত। সহসা একটা বৃক্ষে আসিয়া মৃণালের মস্তক ভীষণ ভাবে আহত হইল—রক্ত ধীরে পড়িতে লাগিল—তারা যে জলে, কিন্তু তখন তাহা দেখিবার সময় ছিল না। মৃণাল একটা ডাল ধরিয়া বুঝিল, ইহা একটা তাল বৃক্ষ। সে সেইটিকে পদ দ্বারা জড়াইয়া আকুল হইয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল—"বনবালা, বনবালা, একবার কথা কও, তা হলে আমি আমার হৃদয়ে বল পাই।" বনবালা কথা কহিল, সেই প্রলয়ের মধ্যে সে দুই হস্তে মৃণালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল—"নাথ! আপনার সঙ্গে আমার ভয় কি?" এই সময় বায়ুবেগে বহিল—তাল বৃক্ষ শাখা খসিয়া গেল—তাহারা উভয়ে জলে পড়িল। মৃণাল বৃক্ষ-শাখা পুনর্ব্বার ধরিতে গেলেন—অমনি বাতাসের ঝট্‌কা আসিয়া প্রাণের বনবালাকে তাহার হৃদয় হইতে ছিন্ন করিয়া লইল!! মৃণালও তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকার কাল ভীষণ জলে ঝম্প দিলেন, দক্ষিণ হস্তে বনবালার কেশগুচ্ছ ধরিয়া আবার

তাহাকে হৃদয়ে লইয়া, বাম হস্তে আবার শাখা ধরিলেন। অন্ধকার, ঘন ঘোরানন্তমহান্ধকার, তিনি ডাকিলেন—"বনবালা—বনবালা!" কত চিৎকার করিলেন, কিন্তু বনবালা মূর্চ্ছিতা হইয়াছে! প্রশ্নে উত্তর দিবে কে!! একবার চিকুর বহিল, মৃণাল চাহিয়া দেখিলেন, যথার্থই তাহার বনবালা।

সমস্ত রাত্রি সেই বাকামোহন প্রলয়ের মধ্যে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তপদ সকলই শীতল হিম ও শক্তিহীন হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার,—তথাপি তিনি প্রাণের বনবালাকে প্রবাসে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

প্রভাত আর হয় না। মৃণালের বনবালা কি হৃদয়ে আর জীবিতা নাই! তবে সে মৃণালের কাতর স্বর শুনিতে পায় না কেন?—চুমু খায় না কেন—আশ্বাস দেয় না কেন? সে তো কখন মৃণালের ডাক না শুনিয়া থাকে না? মৃণাল তাহার অবশ-দেহ আরও হৃদয়ে টানিয়া লইল। অবশেষে সেই কালরাত্রির পর্য্যাবসান হইল। ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার আভাধারণ করিল সঙ্গে সঙ্গে ঝড়েরও অবসান হইল। ক্রমে মেদিনীতে আলোকমালা দেখা দিল—তীক্ষ্ণ আতপ তাপ ফুটিল। মৃণাল ব্যাকুল হইয়া তাহার বনবালার মুখের দিকে তাকাইল। হায়! একি? সে মৃণালের বনবালা নয়!! সাধের ভগিনী—শৈলজা!! শৈলজার বদন প্রফুল্ল যেন—প্রভাত-নলিনী-বালা। মৃণাল শৈলজাকে বক্ষে লইল, ঘন ঘন চুম্বন দিল—"শৈলজা,—কথা কও, কথা কও" বলিয়া চেঁচাইল, কিন্তু শৈল আর উত্তর দিলে না। "দাদা" বলিয়া

ডাকিল না! মৃণাল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“শৈল ওশৈল, এই করিবি বলিয়াই কি বিদায়ের দিন ছুটে কাঁদিয়া পলাইয়া ছিলে! শৈল! একবার্ চোক্ চা? দেখ্ তোর দাদার আজ্ কি দুর্দ্দশা; তোর বনবালা আর নাই!! সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েচে! শৈল! তুই ও কি মা! তার সঙ্গ নিলি? ওহো নিবিইত! তোর সঙ্গে যে তার বড় ভাব! শৈল! একবার বল? আমার মা কি কোচ্ছেন? তিনি কি আমার আসার আশায় পথে দাঁড়াইয়া আছেন্! হায়! মা! আর আপনার মৃণাল যে বাড়ী যাবেনা মা! তার যে আজ কপাল পুড়েছে মা! সে যে বনবালা—তোমার ‘সাধের-নতুন-বৌ ও শৈলজাকে হারিয়েচে মা! মা! খপর শুনে কাঁদ্‌বেন্ না? একস্থানে আবার দেখা হবে! আবার জড় হব, আবার হাঁস্‌বো, ওহো!!” এর পর কি হইল? যা হইবার, ঠিকুজাতে যা আঁকা ছিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সংপূর্ণ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্বরগে।

বাক্‌বাজারের খোর্ বাবাজীরা দিগম্বরের মত টান্‌টেনে যেমন আকাশে উড়েন, রুপাপ্রহ্লন্নাসরে যুবক লম্ফঝম্ফ দ্বারা যুবতীর কোকিলারাব বিনির্গত না করিতে পারিলে, নেশা যদ্রুপ প্যেগম্বর সম ভোর্ পূর্ মাত্রায় চড়েনা, কিস্তির খেলার চালে ও সংসারে যদ্রুপ সময় বিশেষে লম্ফ ঝম্ফ আবশ্যক করে, তদ্রুপ আবশ্যক বসত আমাদেরও উপন্যাস একক্রোর র্ষ লাফাইয়া গিয়াছে। আষাঢ় মাস। একদিন সুরলোকের কোন নদী তীরে দুইটী মধ্যসমবয়স্কা লাবণ্যবৎ সুন্দরী বোন খেলা করিতেছিল। যদিও এখন নদী-ব'ক্ষে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—তমস্বিনী আসিয়া জপতীকে আলিঙ্গন করিয়াছেন—বিহায়স্ রুজ-কুঞ্জ-নীড়ে চলিয়া গিয়াছে, তত্রাচ আজি পূর্ণিমা বলিয়া, পারাবারপ্রতীরে অতি অপূর্ব্বই সুষমা হইয়াছে।—সলিলে তারকাবলির প্রতিচ্ছায়া পতিত হইয়া দেখিতে হইয়াছে যেন, কাননকুঞ্জকুঠে কুসুমকোরক অর্দ্ধ, প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনন্ত-নীল সমুদ্রের অনন্ত সলিল-রাশি, নৈশ-সমীরণ সংস্পর্শে থাকিয়া থাকিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হয়ত রঙ্গে রঙ্গে তৃভঙ্গসঙ্গে নাচিতেছে। একটীর পর একটী অসংখ্য উর্ম্মিমালা গড়াইতে গড়াইতে রোধস্ ব'ক্ষে চ'লিয়া পড়িতেছে—উচ্চ সৈকতে শুভ্র-ফেন আহত হইয়া মৃদু মধুর-গম্ভীর কুলু কুলু কুলু নিনাদ করিতেছে! সেই তুষার শুভ্র-চিক্কণ-অচ্ছ ফেণোপরি শুভ্রাংশু-সুন্দরীর জ্যোৎ-

স্বা-রূপ প্রতিফলিত হইয়া প্রেম ভঙ্গে ভঙ্গে রঙ্গে ছড়াইতেছে—যেন প্রেমময়ী মানিনী রাধা, পেতেছেন প্রেমের ফাঁদ, ধোর তাতে বাঁকা কালাচাঁদ।

খেলা করিতে করিতে একটী বোন স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল, পরে দুই গাছি মন্দার-মাল্য তুলিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বড়বোনের নিকট আসিল এবং তাহার অঞ্চল ধরিয়া আহ্লাদে শৈকতোপরে শুইয়া গড়াইয়া পড়িল। পুনঃ মুহূর্ত্তে উঠিয়া বলিল—"দিদি, আমি বিয়ে কর্ব্বো?" বড় বোন বলিলেন,—"বোন, এখন যে আমার বিবাহ হয় নাই।" ছোটটী বলিল—"তোমার নাহোলেইবা দিদি,—আমিবিয়ে কোর্ব্বো?—ভারি সাদ গেছে।" বড় বলিলেন—"বোন, তা যে কোত্তে নাই—কোল্লে পাপ হয়।" ছোটটি বলিল "না, আমি বিয়ে কোর্ব্বো, পাপ হয় হোক্?" বড় বলিলেন—"কাকে কোর্ব্বে বোন্?" ছোট বলিল—"যিনি এখনি আস্‌বেন্ তাঁকে।" বড় বলিলেন—"আমিও তাঁকে বিয়ে কর্ব্বো। তাল্লে তোমারও পাপ হবে না, তোমার বিয়েও হবে।" ছোটটী বলিল—"না আমি তাঁকে তোমায় বিয়ে কোত্তে দেব না।" বড় বলিলেন—"কেন শৈল? আমায়ত তুমি খাওয়া পরার সকলেরই ভাগ দাও তবে, স্বামীর ভাগ দেবে না কেন?" ছোটটী বলিল—"তুমি যে তাল্লে তাঁকে আমার কাছে থাকৃতে দেবে না। কথা ক'ইতে দেবে না, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে দেবে না?" বড় বলিলেন—"কেন বোন, তা কর্ব্বো কেন?" ছোট বলিল—"সতীন্ হোলেই যে কোত্তে হয়, আর তিনি তোমারই কাছে

থাক্‌বেন্, তুমি যে বড়—আর কম সুন্দরী নয়তো? যেন এসেছ নিয়ে রূপের-ডালী, কিন্‌তে নাগর বাজিয়ে তালী, মন তার মজিয়ে দেবে। অলি কি পদ্মিনী পাইলে যায় বন-ফুলে?” বড় বলিলেন—“না বোন,আমি তা কোর্ব্বো না!” ছোটটী বলিল—“শপথ, করুন?” বড় বলিলেন—“না, আমি শপথ করিব না।” ছোটটী বলিল—“তবে তাঁকে পাইবেন না?” বড় বলিলেন—“তিনি আমার, আমিই তোমাকে তাঁর ভাগ দেব না।” ছোট বলিল—“কে বোল্লে, তিনি তোমার গা? তিনি আমার আমার আমার,আমি তাঁর তাঁর তাঁর।” বড় বলিলেন—“না, তিনি আমার।” ছোটটী বলিল—“আচ্ছা তিনি আগু আসুন, তিনি আমার কি তোমার, তাঁকে জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো।” বড় বলিলেন—“আচ্ছা সেই ভাল।”

কিয়ৎপরেই একজন দিব্য সুশ্রী যুবক ইহাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি ছোটটী তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল—“তুমি আমার না দিদির গা?” তিনি বলিলেন—“কৈ? তোমার দিদির মুখ দেখি?” অমনি বড় বোনটী বলিলেন—“আমরা কুল-যুবতী, অপরিচিত যুবককে মুখ দেখাইব কেন! প্রথম বিবাহ করুণ পরে, মুখ দেখিবেন্, হৃদয় পাবেন্, যাহা ইচ্ছা তাই আমাতে কোর্ব্বেন।” যুবক বলিলেন—“তবে আমি তোমায় বিবাহ করিব না?” যুবতী অমনি তীরবেগে সমুদ্র-জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিলেন—“মৃণাল! তোমার প্রাণের-শৈলজাকে তুমি লও? আমি যোগমায়া।” ছোট বোনটি ডাকিল—

"দিদি, ওদিদি আপনিই বিবাহ করুণ, আমি চাহি না?" কিন্তু বড়বোন্‌টী আর উঠিলেন না। নালাসম্বন্ধরক্তরাজীব সম ভাসিয়া স্রোতে স্রোতে কোথায় চলিয়া গেলেন।

তীরে যুবক যুবতীর পরিণয় হইয়া গেল।—দেখাইল—পৃথিবীতে প্রেমের-লীলা শেষ হয় না। অনন্তের যেমন অনন্ত সীমা আছে, প্রেমেরও সেই। যুবক হাঁসিয়া বলি· লেন—"শৈল! পৃথিবীর কথা মনেপড়ে?" শৈলজা—"একটু একটু পড়ে নাথ" বলিয়া মৃণালকে জড়াইয়া ধরিল—আনন্দের কান্না কাঁদিল, সময় বুঝিল। এমন সময় কৈলাস হইতে তরসে একটী মোহনা যুবতী ছুটিয়া আসিয়া বলি· লেন—"মরন্ আর কি ছুঁড়ীর?" শৈলজা বলিল—"কেন মোর বো গা? বালাই, স্বামী পাছে!" আগন্তুক বলিল—"কুলমান্ বিসর্জ্জন দিয়ে, বিজয়ার মত পরের স্বামী নিয়ে মজা কোত্তে, প্রেম কোত্তে, কোলে বোস্‌তে, লজ্জা করে না লা?" শৈলজা বলিল—"এ কার স্বামী?" আগন্তুক বলিল—"ওলো, আমার লো আমার।" শৈলজা বলিল—কেমন কোরে জান্‌বো?" আগন্তুক বলিল—"চল্ দিকিন্ চন্দ্রশেখরের কাছে?" মৃণাল বলিল—"তোমার নাম্ কি গা?"

"ওগো বনবালা গো——দুঃখিনী বনবালা।"

উপন্যাসঃ সমাপ্তোঽয়ম্।

বিজ্ঞাপনী।

এ অকূল উপন্যাস-ক্ষেত্রে, আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির অবতারণা কেন? এখনতো আর গৌড়-ভাষা পিতৃ-মাতৃহীনা দুর্ব্বলাক্ষিণাঙ্গিনী নাই?—এখন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছেন, সভ্য সমাজে আদরও পাইয়াছেন—সকলেই এখন ইহাকে অঙ্ক-শায়িনী করিতে মানস চায় কিন্তু, পারে না! বঙ্গরূপী ভারতী এখন আর বালিকা নাই, যুবতী হইয়াছেন, অনেক সন্তান সন্ততী প্রসবও করিয়াছেন, কিন্তু কালে তাহারা সকলেই ভিখারী, তাইত মাতার অনঙ্গসঙ্গে বিভূষণ নাই! কিন্তু মাত-ঙ্গিনী, শতদলবাসিনী বাগ্বাণীব্রাহ্মী ক্ষীরাব্ধিতনয়াভুজঙ্গ-সংস্রবহীনা নাত! এরূপ অতুলাশেষমনোজ্ঞ সুন্দরী যে, অলঙ্কার আবশ্যক করে না, এক সময় করিত বটে, বালিকা বয়সে আভরণ হেতু আবদার ও লইয়াছিলেন বটে, কাঁদিতে ও ছাড়েন নাই। তবে এ হেন মাণিকজোড়াবসরে আমার আবশ্যক কি?—আছে?—আসরে গান চলিতেছে—উচ্চ অঙ্গের ভাল ভাল খেয়াল, ধ্রুপদ, উদারাস্বরে বিলক্ষণ জমাট করিয়াছে, তখন যদি টপ্পা, খেউড় বা চতুরংয়েরবুকনি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে কি সোনার সোহাগা মেশে না? যেথায় সংস্কৃত—"মনসাকাঙ্ক্ষিতামূর্ত্তি' উঠিতেছে সেথায় পারসীর—"দর্দ্দহা দাদি ও দরমনি হা[illegible]য" উড়িষ্যার—"ফুটিছি শেত কমড়, রূপই কাড়ে অমড়" [illegible]—"সি লাভ টু টেক [illegible] গার্‌ডেন" [illegible]—"ঝিমদালু ঢুকা-

নাই তালই বাস্তে", হিন্দির—"যোস্কো ধ্যান্ করি ধ্যানে না পাওয়ে, সো হাম্ দেখা, ব্রজ কি ছুঁড়ীয়া নট্ করি নাচাওয়ে", ও মুষলমানের—'মহলমে মঁহলমে মে-বেগম্ রোয়ে" ইত্যাদি তারা-তানে যে আসর গুল্জার:সেথায় যদি "একলা রমিছ কুঞ্জে কুঞ্জবিহারী" এই মধুরভাবময়ী, রসভাণ্ড কাব্যসম্বিত সুধাস্রাবী গীতটী ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে কি তৎক্ষণাৎ সভাস্থ ছোট বড় তাবতই আনন্দ-দর্প-ক-রসে উপ্লুত হয় না? যদি হয়, যদি ইহাতে সত্য-বাক্য নিহিত থাকে, তবে আমারও অবতরণ সেই হেতু জানিবেন। শেষ বক্তব্য কতদূর সিদ্ধকাম হইয়াছি তাহা জানি না।—সে সকল পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকগণের করে। শেষতঃ আমার অনুপস্থিতিহেতু সংশোধনের যাহা অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্টি করিবেন না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমি শ্রীযুক্ত বাবু বাণেশ্বর ঘোষ মহাশয়কে এই পুস্তকের কাপিরাইট্ দান করিলাম। উনি ব্যতিত অন্য কেহই ইহা ছাপাইতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ইতি সন ১২৯৬ সাল তারিখ ২৮ আশ্বিন।

কলিকাতা।
ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন। } শ্রীহারাণশশী দে।